Rizon

ওয়েস্টার্ন

দমন

শওকত হোসেন

সেবা প্রকাশনী

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

প্রকাশিত কয়েকটি ওয়েস্টার্ন

কাজী শাহনূর হোসেন

স্বর্ণসন্ধানী-১	২৬/-
স্বর্ণসন্ধানী-২	২৬/-
বদলা	২৬/-
কারসাজি	২৬/-
শয়তানের চক্র	২৬/-
লোভের ফাঁদে	২৬/-
মৃত্যুপ্রতীক্ষা	২৬/-
নির্জন প্রান্তর	২৯/-
জাতশত্রু	২৭/-

তাহের শামসুদ্দীন

শ্যেনদৃষ্টি	২৬/-

কাজী মায়মুর হোসেন

ওয়েস্টার্ন/রক বেনন ভলিউম-১	৩৪/-
(দস্যু বেনন+সীমান্তে সাবধান)	
উৎখাত	২৭/-
লুটেরা	২৭/-
প্রত্যাবর্তন	২৮/-
শায়েস্তা	২৭/-
অদৃশ্য ঘাতক	২৮/-
ধাওয়া	২৮/-
দুর্গম যাত্রা	২৮/-
প্রহসন	২৬/-
দূরের পথ	২৬/-
সমন-২	২৭/-

ইফতেখার আমিন

প্রায়শ্চিত্ত	২৭/-

টিপু কিবরিয়া

অশুভ চক্র	২৬/-

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

ভবঘুরে	২৬/-
যমদূত	২৮/-

মাসুদ আনোয়ার

আশ্রয়	৩০/-

গোলাম মাওলা নঈম

দুঃসাহস+শোধ+ত্রাস	**৯৮/-**
লড়াকু	১০৩/-
দাবদাহ	১০০/-

ইসমাইল আরমান সম্পাদিত

মুক্তবাতাস	৬৫/-
দেশান্তর	৯৩/-

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

দমন

প্রথম প্রকাশ:১৯৯২

এক

একনাগাড়ে ল-লেস শহরের উদ্দেশে এগিয়ে চলেছে মার্ক লেভিন। ওখান থেকে পাঠানো চিঠিটার কথা ভাবছে সে। নিশ্চয়ই কোথাও একটা গোলমাল আছে। বিশেষ কারণ না থাকলে কোনো শহরের কর্তৃপক্ষ মার্শালকে এক'শ ডলার বেতনের সঙ্গে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয় না। যাই হোক, ভাবলো লেভিন, অতগুলো টাকার জন্যে প্রয়োজনে খোদ শয়তানের মোকাবিলা করতেও আপত্তি নেই ওর। অনেক টাকা দরকার।

আরো ছয়'শ ডলার। পেকোস সিটি ব্যাংকে ওর অ্যাকাউন্টে ইতিমধ্যে নয়'শ ডলার জমা হয়েছে। সব মিলিয়ে পনেরো'শ ডলার হলেই নিউ মেক্সিকো আর টেক্সাস সীমান্তবর্তী ক্লেপুলের খুদে র‍্যাঞ্চটার মালিক হতে পারবে সে।

পশ্চিমের আর দশজন ভবঘুরে ঘোড়সওয়ারের মতোই মার্ক লেভিন স্বপ্ন দেখে একদিন নিজের একটা র‍্যাঞ্চ গড়ে তোলার। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্যে নিরলস পরিশ্রম করে আসছে। মাইনিং থেকে শুরু করে বাউন্টি-হান্টিং এমন কোনো কাজ নেই যা করেনি ও, বেশ কয়েকটা শহরে ডেপুটি মার্শালের চাকরিও করেছে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে। গানফাইটার হিসাবে মোটামুটি খ্যাতিও পেয়েছে; কিন্তু আসল জিনিস—টাকা—সেটা সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি আজও।

কারণ কখনোই ওর পরিকল্পনা মাফিক এগোয়নি ঘটনা প্রবাহ। এখন আবার খারাপ সময় যাচ্ছে, টাকা-পয়সা রোজগার অনেক কঠিন হয়ে গেছে। তাই যখন এল প্যাসো গিয়ে এক বন্ধুর কাছে শুনতে পেলো নিউ মেক্সিকো টেরিটোরির দক্ষিণ পশ্চিমে ল-লেস নামে একটা শহরের কমিটি মার্শাল খুঁজছে, মোটা বেতনে; আর দেরি করেনি ও। সুযোগটা গ্রহণ করার চেষ্টা চালিয়েছে। ল-লেস শহরের মেয়রের কাছে চিঠি পাঠায় ও, নিজের আগ্রহ প্রকাশ করে।

লোকটার নাম হেনরি গিলবার্ট, বলতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়। মেয়র তার চিঠিতে চাকরির ধরন আর শর্ত ব্যাখ্যা করেছে। একটু যেন আবেদনের সুরও ছিলো চিঠিটায়, যেন ওরা চায় কাজটা লেভিন গ্রহণ করুক।

প্রস্তাব গ্রহণে দেরি করেনি মার্ক লেভিন। ওর জন্যে এটা সুবর্ণ সুযোগ বলা যায়। চিঠি পাওয়ার দিন তিনেক পর হাতের চাকরিটা ছেড়ে দেয় সে—মেক্সিকোয় যাতায়াতকারী একটা ফ্রেইট লাইনের আউটরাইডারের দায়িত্বে ছিলো; তারপর পেকোস সিটি ব্যাংকের মালিকের কাছে নতুন ঠিকানা জানিয়ে চিঠি লেখে; অবশেষে স্যাডলে চেপে রওনা হয় ল-লেসের উদ্দেশে। রওনা দেবার আগে অবশ্য গিলবার্টকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছে ওর সম্মতি আর ল-লেসে পৌঁছার সম্ভাব্য তারিখ।

বে ঘোড়ার পিঠে একটানা এগোচ্ছে লেভিন এখন গন্তব্যের দিকে।

একবারের জন্যে মাথার ওপরে তাকালো মার্ক লেভিন। ঠিক মাঝ আকাশে এখন সূর্য, আগুনের হল্‌কা ছড়াচ্ছে। দরদর করে ঘাম ঝরছে সারা শরীর থেকে, ভিজে একাকার পরনের কাপড়। বাম দিকে কয়েক গজ দূরে একটা অ্যারোয়ো দেখতে পেলো লেভিন, ওটার বালুময় তলদেশ থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটা কটনউড, ডালপালা ছড়িয়ে ছায়া দিচ্ছে।

ট্রেইল থেকে ঘোড়া সরিয়ে নিলো লেভিন, এগোলো গাছটার দিকে। ওটার নিচে পৌঁছে লাগাম টেনে ঘোড়া থামালো, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে নামলো স্যাডল থেকে। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। এবার স্যাডল থেকে ক্যান্টিনা নিয়ে ওটার মুখ খুললো। উঁচু করে কন্টেইনারটা ধরে ঢকঢক করে পানি খেলো। নিজের পিপাসা মিটলে মাথা থেকে টুপি খুলে উল্টে নিয়ে তাতে খানিকটা পানি ঢাললো, তারপর গেল্ডিংয়ের মুখের সামনে ধরলো। সাগ্রহে পানি খেলো ক্লান্ত ঘোড়াটা।

এখান থেকে ল-লেস বেশি দূরে নয়, ভাবলো মার্ক লেভিন। চিঠিতে পথের নিশানা আর শহরের আশপাশের এলাকা সম্পর্কে লিখেছে গিলবার্ট। ঘোড়ার পিঠে বড়জোর আর দু'তিন ঘণ্টা চললেই পৌঁছে যাওয়া যাবে শহরে।

ক্যান্টিনাটা ফের যথাস্থানে রাখলো সে। শার্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে তামাক আর কাগজ বের করলো, সরু একটা সিগারেট বানালো।

অনেক ওপরে নিউ-মেক্সিকোর ইস্পাতেরমতো নীলচে-ধূসর আকাশ ধনুকের আকৃতিতে বেঁকে গিয়ে দিগন্ত স্পর্শ করেছে। অলস ভঙ্গিতে বৃত্তাকারে ভেসে বেড়াচ্ছে একটা ঈগল, বোধহয় নিচের সমতলে কোনো শিকারের দিকে নজর রাখছে। ঠিক মানুষের মতো, ভাবলো লেভিন, শিকারের খোঁজ করছে সর্বদা।

গাছের নিচে আরাম করে বসলো ও, সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলো। এই মুহূর্তে তাড়া নেই।

খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর, যখন বুঝলো ঘোড়াটারও যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে, উঠে দাঁড়ালো লেভিন। তৈরি হয়ে চাপলো স্যাডলে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এগোলো না, স্থির বসে সামনের বিস্তৃত অঞ্চলের দিকে নজর বোলালো একবার। চমৎকার জায়গাটা। র‍্যাঞ্চটা কেনার ব্যাপারে ক্লেপুলের সঙ্গে এখনো কোনো চুক্তি করেনি ও। কে জানে, এদিকে একটা মনের মতো জায়গা মিলেও যেতে পারে। মন্দ হবে না সেটা।

কোন্ দিকে যেতে হবে পরিষ্কার জানা আছে, গেল্ডিংয়ের পেটে স্পারের মৃদু খোঁচা দিলো লেভিন, হালকা চালে এগোতে শুরু করলো ঘোড়াটা।

ল-লেসে ওর জন্যে কি অপেক্ষা করছে আবার অনুমান করার চেষ্টা করলো মার্ক লেভিন। হেনরি গিলবার্টের চিঠিতে অনুরোধ আর তাগাদার সুর আছে, এর পেছনে মূল কারণ কি হতে পারে? ল-লেস হেল-টাউন? ডজ আর অ্যাবিলিনের মতো আরেকটা বসতি—পরিষ্কার করা জরুরি হয়ে পড়েছে? নাকি ভিন্ন কিছু: রেঞ্জ-ওঅরের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে সেখানে? কিংবা এমনও হতে পারে, হোমস্টিডার আর ক্যাটলম্যানদের মধ্যে লড়াই চলছে জমির দখল নিয়ে, সেটাই ঠেকাতে হবে। সাত-পাঁচ নানান সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে দেখতে এগিয়ে চললো ও।

কিছুক্ষণ পর। ট্রেইলের দুপাশে এখন গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের সারি।

একটা বাঁক ঘুরতেই আচমকা আঁতকে উঠলো ওর গেল্ডিং, হ্রেষারব ছেড়ে পিছিয়ে এলো কয়েক কদম।

সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেল লেভিন, হাত চলে গেল অস্ত্রের দিকে, সামনের দিকে তাকালো।

পাঁচজন ঘোড়সওয়ার, পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে ওর, সবাই সশস্ত্র।

আতঙ্কিত ঘোড়াকে সামলে নিলো লেভিন। রিভলভারের কাছ থেকে হাত সরিয়ে নিলো। দুহাত ওপরে তুলে কঠিন চেহারার লোকগুলোর দিকে তাকালো।

'কি ব্যাপার? এসবের মানে?' জানতে চাইলো ও। রাগে জ্বলছে সারা শরীর। 'ডাকাতির মতলব যদি থাকে, নিরাশ হতে হবে তোমাদের, আমার কাছে দামি কিছু নেই।'

একহারা বলিষ্ঠ গড়নের এক ঘোড়সওয়ার কয়েক কদম সামনে এগিয়ে এলো সঙ্গীদের ফেলে। লোকটার বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি, আন্দাজ করলো লেভিন। চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি ঝরে পড়ছে তার। সম্ভবত দলনেতা।

'আমার নাম ল্যানজ। জন ল্যানজ। বুঝতে পারছো কিছু?'

মাথা নাড়লো লেভিন। 'কই, নাহ্!'

আসলেও বোঝেনি।

'স্পেড র‍্যাঞ্চের মালিক আমি,' আবার বললো লোকটা। 'এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় আউটফিট। তোমাকেই তো ল-লেসের মার্শালের চাকরি দেয়ার জন্যে খবর দিয়ে এনেছে ওরা, নাকি? তোমার নাম মার্ক লেভিন, ঠিক বলেছি?'

'হ্যাঁ। এবং ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না তোমার, তোমাদের হাবভাব দেখে সেরকমই মনে হচ্ছে আমার,' বললো লেভিন।

'একেবারে ঠিক বলেছো,' বললো ল্যানজ, 'আগেভাগে তোমাকে সবকিছু পরিষ্কার বলে দিতে চাচ্ছি আমি। স্পেড এ এলাকার মালিক, ল-লেস শহরটাও আমার জমিতে পড়েছে। আসল কথা, শহরের জন্যে আমিই দান করেছিলাম জায়গাটা। ইচ্ছা করলে যে কোনো সময় আবার কেড়ে নিতে পারি। তবে আমি সেরকম কিছু করতে চাই না। শহরটা থাকার দরকার আছে আমার। আর আমাকেও দরকার এই শহরের। স্পেড ছাঁড়া একদিনও চলতে পারবে না ল-লেস। আমার ইচ্ছা, এখন যেভাবে চলছে ঠিক এভাবেই চলবে ল-লেস। নির্বোধ কোনো শেরিফের নাক গলানো বরদাশত করবো না আমি। এবং আমার কথাই এখানে আইন।'

'কিন্তু আমার ধারণা শহরবাসীদের একটা অধিকার—'

'ওদের অধিকারের গুলি মারি!' চিৎকার করে বললো ক্যাটলম্যান। 'আমার কথাটা ঠিক মতো মগজে গেঁথে নাও, লেভিন। আমার ইচ্ছামতো চলবে ল-লেস, ব্যস। এতদিন চলেছে, ভবিষ্যতেও চলবে। শহরবাসীদের শখ হয়েছে একজন মার্শাল রাখার, ঠিক আছে, আমিই মার্শাল আনার ব্যবস্থা করেছি। ওদের যখন এত আগ্রহ, মার্শাল পাবে, আমিই তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কিন্তু ওরা মাতব্বরি করতে পারবে না। মার্শালকে হতে হবে আমার অনুগত। আমার পছন্দমাফিক

চলতে হবে তাকে।'

'তাহলে আইন বলতে যা বোঝায় সেটা আর হবে না শহরে, এটা বলে দেয়া যায় অনায়াসে,' শুষ্ক কণ্ঠে মন্তব্য করলো লেভিন।

'তা হতে পারে,' পাল্টা জবাব দিলো ল্যানজ, তার সরু ঠোঁটজোড়া বেঁকে গেল কঠিন শুষ্ক হাসিতে। 'কিন্তু স্পেডের আইন তো হবে, সেটাই দরকার।'

'তাতে যদি শহরবাসীরা রসাতলে যায় তোমার কিছু যাবে আসবে না।'

'ঠিক। বললাম না, আমার শহর ওটা,' কর্কশ স্বরে জবাব দিলো জন ল্যানজ। 'আমার এবং আমার রাইডারদের সুবিধার কথা ভেবেই গড়ে তোলা হয়েছে ওটা। সেটা যাতে অব্যাহত থাকে আমি তা-ই চাই। ব্যস। এখানে আর কোনো কথা নেই।'

'তোমার ইচ্ছা পূরণ নাও হতে পারে,' নরম কণ্ঠে বললো লেভিন। 'এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে। ঠেকানো যায় না, চেষ্টা করেও। আস্তে আস্তে প্রতিষ্ঠাতার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তার শহর। এটাই নিয়ম।'

'কিন্তু ল-লেসের বেলায় কোনোদিনই সেটা ঘটতে দেয়া হবে না,' জোর গলায় বললো র‍্যাঞ্চার। 'এব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো। আমিই ওটাকে বাড়তে দেবো না। চিরদিন আমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে শহরটা, পরিস্থিতি যেমনই হোক। ওখানকার ব্যবসায়ী আর স্কোয়ার্টাররা মানুক চাই না মানুক, আমার কিছু আসে যায় না। আমি খুব ভালো করে জানি আমার টাকার ওপরই বেঁচে আছে লোকগুলো। আমরা এক ডলার খরচ করলেই ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করে, লুফে নেয় ভিখিরির মতো। ওরা আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস পাবে না কোনোদিন।'

এরপর কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করলো। অবিচল দৃষ্টিতে র‍্যাঞ্চারকে জরিপ করলো মার্ক লেভিন।

ওকেও পাল্টা মাপলো জন ল্যানজ।

স্পেডের একজন রাইডার, অল্প বয়সী, সারা মুখে বসন্তের দাগ, মাথার চুল লালচে, নড়েচড়ে স্যাডলে বসলো।

'পশ্চিম টেক্সাসে থাকতে লেভিন নামে এক লোকের নাম শুনেছিলাম, তুমিই সে-ই?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ-সে-ই, অটিস,' লেভিন জবাব দেয়ার আগেই বললো ল্যানজ। 'হেনরি গিলবার্ট তো এমন কাউকেই ভাড়া করবে, গানফাইটার। ওরা হয়তো ভেবেছে, এর আগে যাকে কাজটা নিতে রাজি করিয়েছিলো সে তো প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে, এ পালাবে না।'

'তুমি ভাবছো, আমিও পালিয়ে যাবো?' কায়দা করে জিজ্ঞেস করলো লেভিন।

'ঘটে যদি ঘিলু নামে পদার্থটা থাকে, মিস্টার, ঠিক এ-কাজটাই করবে তুমি। তোমার ফাস্টগানের পরোয়া আমি করি না। আমার রাইডারদের একবার লেলিয়ে দিলেই পালিয়ে কূল পাবে না গিলবার্টের দল। আমি হুকুম দিলেই শহরটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আসবে ওরা।' ইশারায় রাইডারদের দেখালো সে।

'কেউ আসবে না তোমাকে সাহায্য করতে।'

তার মানে, ভাবলো লেভিন, এটাই হেনরি গিলবার্টের চিঠিতে অনুল্লিখিত কারণ। এ কারণেই মোটা বেতনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে শহরের বিরোধ। এই লোকটা চায় না ল-লেস শহর তার আপনশক্তিতে বেড়ে উঠুক, সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাক। অন্যদিকে ল-লেসের ব্যবসায়ী সমাজ আর সাধারণ নাগরিকরা চায় স্বাধীনভাবে চলতে, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে একটা উল্লেখযোগ্য শহরে উন্নীত করতে। এখানেই জন্ম বিরোধের। কারণ ল্যানজের ইচ্ছা অন্য রকম। সে চায় ল-লেস তার বিশাল স্পেড আউটফিটেরই একটা অংশ হয়ে থাকুক চিরদিন, করদরাজ্যের মতো। অবসর সময়ে তার রাইডাররা এখানে এসে ফুর্তি করবে স্বাধীনভাবে, কেউ ওদের বাধা দেবে না কোনো ব্যাপারে।

জন ল্যানজের মনোভাব বোঝা কঠিন নয়। যে কোনো বড় র‍্যাঞ্চের জন্যে রসদের অব্যাহত সরবরাহ বিশেষ জরুরি। কিন্তু র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি আমোদ ফুর্তি করার জন্যে একটা সুবিধাজনক জায়গা না থাকলে কাউহ্যাণ্ডদের ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে রীতিমতো। স্পেডের বেলায়ও তা-ই হয়েছে। রাইডারদের সন্তুষ্ট রেখে কাজ আদায় করতে চাইলে তাদের মনের চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। কিন্তু স্পেডের সবচেয়ে কাছের শহর, ক্যানিয়ন সিটি, সেখানে যেতে আসতে পুরো তিনদিন লাগে। সেজন্যেই নাগালের মধ্যে ল্যানজ তার রাইডারদের প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করেছে। এটা হারানোর ঝুঁকি নিতে পারবে না সে। মার্শাল এসে শক্ত হাতে আইন প্রয়োগ করতে শুরু করলে মুশকিল হয়ে যাবে।

'আমাকে ভাগানোর জন্যে হুমকি দিচ্ছো বোধহয়,' বললো লেভিন।

'একটুও ভুল নেই তোমার অনুমানে,' জবাব দিলো ল্যানজ। 'শিগগিরই আমার নিজস্ব মার্শাল এসে যাচ্ছে। তাবু ঝতেই পারছো, এখন আর চাকরিটা খালি নেই তোমার জন্যে। খামোকা সময় নষ্ট না করে রাস্তা মাপতে শুরু করো।'

ল্যানজের কথাগুলো মনে মনে নেড়েচেড়ে দেখলো লেভিন। স্বপ্নের র‍্যাঞ্চ, কড়কড়ে ছয়'শ ডলার মুহূর্তের জন্যে ভেসে উঠলো মনের পর্দায়। হেনরি গিলবার্টের চিঠিটার কথা ভাবলো আবার। ল-লেস শহরের মার্শালের দায়িত্ব নেয়ার জন্যে চিঠির ছত্রে ছত্রে প্রচ্ছন্ন আবেদন ছিলো।

মুখ তুলে ল্যানজের দিকে তাকালো লেভিন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখছে র‍্যাঞ্চার।

'আমি শহরে গিয়ে নিজের চোখে একবার পরিস্থিতিটা দেখতে চাই,' বললো ও।

আড়ষ্ট হয়ে গেল র‍্যাঞ্চারের শরীর, এক লহমার জন্যে যেন রাগের স্রোত বয়ে গেল তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। কিন্তু পরক্ষণে আবার বললো, 'ঠিক আছে, যেমন তোমার ইচ্ছা। তবে বুকে ব্যাজ সাঁটার কথা ভুলেও চিন্তা করতে যেয়ো না। সাবধান করে দিলাম।'

'ওকে সত্যি শহরে যেতে দিচ্ছো নাকি?' এবার কথা বললো আরেকজন।

লোকটার গায়ের রঙ তামাটে, হালকা পাতলা গড়ন। বিস্ময় ঝরে পড়লো তার কণ্ঠে। ল্যানজের কাছ থেকে এধরনের কথা যেন আশাই করেনি।

কাঁধ ঝাঁকালো ল্যানজ। 'অসুবিধা কোথায়, ক্যাল। আমার যা বলার তা তো ওকে বলেই দিয়েছি। পশ্চিমের লোক যখন, নিশ্চয়ই বোঝে বাঘ আর ভেড়ার পার্থক্য কোথায়। আর এটা তো জানা কথা, নিজের ভালো পাগলও বোঝে। তাছাড়া, এল প্যাসোয় ফিরে যাবার আগে ওর বিশ্রাম দরকার আছে, লম্বা রাস্তা পাড়ি দিয়ে ঘোড়াটাও ক্লান্ত, দেখতেই পাচ্ছো। আমরা তো অমানুষ নই যে, একটা লোককে না খাইয়েই তাড়িয়ে দেবো!' শেষের কথাটা বলার সময় বিদ্রূপ ঝরলো তার কণ্ঠে।

চট করে কিছু বললো না লেভিন।

থুতু ফেললো ক্যাল, নড়েচড়ে বসলো স্যাডলে। 'আমার মনে হয় কাজটা ঠিক হচ্ছে না—'

'কোন্‌টা ঠিক কোন্‌টা বেঠিক সেটা আমি বুঝবো!' ধমকে উঠলো ল্যানজ। 'ওকে চিনতে আমার ভুল হয়নি, আশা করি। তুমি অনায়াসে ল-লেসে যেতে পারো, লেভিন। ওখানে গিয়ে গিলবার্টকে বলবে মার্শালের চাকরি করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছো তুমি। তোমার যদি সত্যি চাকরির দরকার থাকে, আমার ওখানে চলে এসো তারপর। ভালো লোকের জন্যে কাজের অভাব হবে না স্পেডে। তোমার মতো লোক দরকার আছে আমার।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' আগের মতোই নীরস গলায় জবাব দিলো মার্ক লেভিন, 'কিন্তু তোমার লোকদের সঙ্গে আমার বনিবনা হবে বলে মনে হয় না।'

আরো একবার ঝলসে উঠলো ল্যানজের চোখজোড়া। 'তোমার যেমন মর্জি,' বললো সে। 'আমার কথা মনে থাকে যেন। রাতে শহরে আসছি আমরা। তোমাকে যেন বুকে ব্যাজ লাগিয়ে ঘুরঘুর করতে না দেখি, তাহলে কিন্তু সেটাই হবে তোমার জীবনের শেষ হাঁটাহাঁটি—সম্ভবত।'

এই প্রথমবারের মতো চেহারায় রাগের ছাপ পড়লো লেভিনের। 'এ ব্যাপারে ভিন্নমত আছে আমার,' বললো ও।

'স্রেফ বন্ধু মনে করে সাবধান করে দিলাম, আর কিছু না,' হাত দুলিয়ে ওকে নাকচ করে দিয়ে বললো ল্যানজ, 'শোনা না শোনা তোমার ব্যাপার। চলো, ছেলেরা,' রাইডারদের উদ্দেশে বললো এবার র‍্যাঞ্চার।

একসঙ্গে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলো ওরা, তারপর একটা অ্যারোয়ো বরাবর দ্রুত এগোলো। ওদের দিকে চেয়ে রইলো লেভিন। অ্যারোয়োর শেষ মাথায় পৌঁছে আবার সমতল ভূমিতে উঠে গেল ওরা, আস্তে আস্তে হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে। কিন্তু নড়লো না লেভিন, স্যাডলে গম্ভীর হয়ে বসে তাকিয়ে রইলো প্রান্তরের দিকে, একটু আগে সদলে উধাও হয়েছে ওখানে ল্যানজ।

অবশেষে ঘাড় বাড়িয়ে গেল্ডিংয়ের ঘাড়ে চাপড় দিলো লেভিন।

'চল্‌, যাওয়া যাক, ওল্ড হর্স,' বললো সে। 'ভালো একটা চাকরি থেকে এত সহজে কেউ বঞ্চিত করতে পারবে না আমাকে।'

দুই

শহরের প্রধান রাস্তাটার একেবারে মাঝ বরাবর এগোচ্ছে মার্ক লেভিন। সন্দেহপ্রবণ লোক নয় সে। তাই ওর আগমনের প্রতি কেউ বিশেষ লক্ষ রাখছে কিনা তা নিয়ে একটুও মাথা ঘামালো না । স্যাডলে ঋজু ভঙ্গিতে বসে আছে, টুপিটা টেনে নিচে নামিয়ে এনেছে, কিনারার নিচ থেকে এপাশ ওপাশ নজর বোলাচ্ছে স্রেফ অভ্যাসবশত। ওর কোমরে ঝোলানো হোলস্টারে রাখা পিস্তলের বেরিয়ে থাকা ধাতব অংশে রোদ পড়ে ঝিলিক মারছে।

দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে দালানগুলো, সব কটাই একতলা—লক্ষ করলো লেভিন—মাঝখান দিয়ে সোজা চলে গেছে রাস্তাটা। কয়েকটা দালান সম্প্রতি মেরামতের পর রঙ চড়ানো হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে। রাস্তার দুপাশের দালানকোঠার পেছনটায় বেশ কিছু জরাজীর্ণ ছাপড়া চোখে পড়লো ওর। মোটামুটি চলনসই কয়েকটা বাড়িও রয়েছে, শহরবাসীদের আবাসস্থল।

এই শহরের বাসিন্দারা খানিকটা হলেও নিজেদের আরো মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলার প্রয়াস পাচ্ছে, এ ব্যাপারে সন্দেহ রইলো না লেভিনের।

পথচারীদের কেউ কেউ থমকে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওর আপাদমস্তক জরিপ করছে, সবার নজর উপেক্ষা করলো লেভিন। ধূলি-মলিন রাস্তা বরাবর সামনে নজর বোলালো। মেয়র যখন, নিশ্চয়ই এ রাস্তারই কোথাও হেনরি গিলবার্টের অফিস কিংবা দোকান জাতীয় একটা কিছু আছে, ভাবলো ও।

হাতের বাঁয়ে, এক কোণে চৌকো আকৃতির বেশ বড়সড় একটা দালান দেখা যাচ্ছে, মাত্র কদিন আগে নতুন করে ওটার উঁচু ফলস্ ফ্রন্টে লেখা হয়েছে শব্দগুলো: 'দ্য বুল রিভার স্যালুন, প্যাট ওয়াটস, প্রপ্রাইটার'—চকচক করছে রীতিমতো। স্যালুনটার পরেই রয়েছে স্মিট'স ফীড স্টোর অ্যাণ্ড স্ট্যাবল। তারপর বেশ কয়েকটা ছোট ছোট স্টোর রুম এবং সবার শেষে 'গ্রেট ওয়েস্টার্ন হোটেল,' দালানটার সামনে খিলান আকৃতির প্রবেশদ্বার, নকশা করা।

রাস্তার উল্টোদিকে নজর বোলালো এবার মার্ক লেভিন। প্রথমে দেখা যাচ্ছে 'ভ্যালি ট্রাস্ট ব্যাংকে'র সদর দরজা; এটাও সদ্য রঙ করা, কুচকুচে কালো, সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে। ওটার পর লাইন করে দাঁড়ানো একটা রঙের দোকান, একটা দর্জির দোকান এবং উকিলের অফিস, কোনোটাই তেমন বড় নয়। একই লাইনে এরপর রয়েছে,'দ্য আমেরিকান ক্যাফে', ঝকঝকে তকতকে। রেস্তরাঁর জানালাগুলোর নিচের অংশে ধবধবে সাদা পর্দা ঝুলছে। রেস্তরাঁর পর পাশাপাশি দুটো স্টোর রুম, শূন্য বলেই মনে হচ্ছে। ওগুলোর ঠিক পরের দালানটাই জেলখানা আর মার্শালের অফিস।

তীক্ষ্ণ চোখে দালানটা জরিপ করলো লেভিন, কাহিল হয়ে গেছে ওটার অবস্থা; বোঝা যাচ্ছে বহুদিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে।

মার্শালের অফিসের পরেই ওর কাঙ্ক্ষিত দালানটা দেখতে পেলো। একটা সাইন বোর্ড ঝুলছে দালানটার সামনে—হেনরি গিলবার্ট: জেনারেল মার্চেনডাইজ।

ঘোড়া নিয়ে স্টোরের সামনে চলে এলো মার্ক লেভিন, হিচরেইলের সামনে লাগাম টানলো, তারপর নেমে পড়লো স্যাডল থেকে। গিলবার্টের দোকানের ওধারে, একপাশে ওয়্যাগন ইয়ার্ডটা দেখতে পেলো ও, খদ্দেররা ওখানেই তাদের বাকবোর্ড ইত্যাদি রাখে। আরো খানিকটা দূরে একটা সাদা রঙের ক্ল্যাপবোর্ডের তৈরি গির্জা, নিতান্ত অবহেলিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। গির্জার বেল টাওয়ারটা চোখে পড়লো, কিন্তু এতদূর থেকে ঘণ্টার দেখা পেলো না। ল-লেস শহরটাকে অত খারাপ মনে হচ্ছে না এখন, ভাবলো লেভিন। এর চেয়ে ঢের খারাপ শহর দেখার অভিজ্ঞতা ওর আছে।

হিচরেইলের বারে গেল্ডিংয়ের লাগাম আলতো করে পেঁচিয়ে দিলো লেভিন। তারপর সিঁড়ির তিনটা ধাপ টপকে উঠে পড়লো স্টোরের বারান্দায়। মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে, পেছনে তাকালো; যেপথে এসেছে সেদিকে নজর বোলালো একবার। ওকে আসতে দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলো যারা, উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে, এখন আর লক্ষ করছে না। যার যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে সবাই। শেষ বিকেলের আলোয় হাতের কাজ শেষ করে নিচ্ছে।

গিলবার্টের স্টোরের স্ক্রিন ডোর খুললো মার্ক লেভিন, পা রাখলো ভেতরে। কেমন যেন একটা গন্ধ লাগলো নাকে, পুরানো জিনিসের গুদামে এধরনের গন্ধ পাওয়া যায়। আশপাশের তাকগুলোয় অগোছালো ভাবে জিনিসপত্র রাখা।

ওর ভেতরে আসার আওয়াজ পেয়ে পেছন থেকে এগিয়ে এলো এক লোক। হালকা পাতলা গড়ন তার, আনুমানিক পঞ্চাশের মতো হবে বয়স; মাথার চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে, ঠোঁটের ওপর চওড়া গোঁফ; তীক্ষ্ণ কালো দুচোখের ভুরুজোড়াও সাদা।

'তোমার জন্যে কি করতে পারি, মিস্টার?' জানতে চাইলো লোকটা।

কামরার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে পড়লো লেভিন। 'আমার নাম মার্ক লেভিন। তুমিই হেনরি গিলবার্ট?'

অবাক হয়ে গেল স্টোর মালিক, চোখজোড়া বিস্ফারিত হলো তার। এক মুহূর্ত, তারপরই দ্রুত সামলে নিলো সে, এগিয়ে এলো সামনে; করমর্দন করবে বলে হাত বাড়িয়ে দিলো।

'হ্যাঁ, আমিই গিলবার্ট,' বললো আন্তরিক কণ্ঠে। 'তোমাকে দেখে সত্যিই খুব খুশি হয়েছি, লেভিন। গতকাল তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমরা। শেষ পর্যন্ত না আসায় ধরেই নিয়েছি, সিদ্ধান্ত পাল্টেছো হয়তো; আর আসবে না।'

গিলবার্টের বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরে ঝাঁকালো মার্ক লেভিন। 'ওদিককার ঝুট ঝামেলা মিটিয়ে রওনা হতে হতে দেরি হয়ে গেছে। তারপরও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসেছি।'

গিলবার্টের পেছনে আরেকজন লোককে দেখা গেল এবার। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো লেভিন। দোকানি লক্ষ করলো তা, ঘাড় ফিরিয়ে আগন্তুককে

দেখলো, তারপর লেভিনের উদ্দেশে বললো, 'ওর নাম জেমস কার্টার, মার্ক। ল-লেস শহরের পাদ্রী।'

সাধারণ চেহারার মাঝবয়সী লোক জেমস কার্টার। ফ্যাকাসে নীল একটা শার্ট পরেছে। গিলবার্টের কনুই ঘেঁষে সামনে এসে দাঁড়ালো পাদ্রী। 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মিস্টার লেভিন,' ম্লান কণ্ঠে বললো।

সাড়া দিলো লেভিন।

কার্টারের উদ্দেশে এবার গিলবার্ট বললো, 'জেমস, যাও, সবাইকে গিয়ে বলো, তাড়াতাড়ি এখানে চলে আসতে। জরুরি।'

দ্রুত দোকান থেকে বেরিয়ে গেল পাদ্রী। লেভিনের মনে হলো ধর্মযাজক নয়, বরং ফুটফরমাশ খাটার জন্যেই এখানে আছে লোকটা।

হেনরি গিলবার্ট আবার কথা বললো, 'শিগগিরই এসে যাবে সবাই, একটু অপেক্ষা করো। একটা ড্রিঙ্ক দিই?'

মাথা দুলিয়ে সায় জানালো লেভিন। গিলবার্টকে অনুসরণ করে স্টোরের পেছন দিকটায় চলে এলো সে।

দুটো গ্লাস বের করলো হেনরি গিলবার্ট। আধগ্লাস করে হুইস্কি ঢাললো দুজনের জন্যে। 'আমার কিন্তু ড্রিঙ্কের অভ্যাস নেই,' নিজের গ্লাসটা উঁচু করে ধরে বললো গিলবার্ট। 'বিশেষ কোনো উপলক্ষ্য থাকলেই কেবল এক-আধটু পান করি। তোমার আগমনকে তেমনি একটা উপলক্ষ্য মনে হচ্ছে আমার, বলতে পারো।'

কড়া পানীয়টুকু শেষ করলো মার্ক লেভিন।

সামনের দরজা খুলে আবার বন্ধ হওয়ার শব্দ কানে এলো। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো ও।

শুকনো চেহারার এক লোক এগিয়ে এলো ওদের কাছে। তার পরনে বাদামী রঙের পোশাক। বাম হাতটা লক্ষ করলো লেভিন, খাট এবং অকেজো।

'অ্যারন স্টর্ম,' পরিচয় করিয়ে দিলো গিলবার্ট। 'ভ্যালি ট্রাস্ট ব্যাংকের মালিক। এ-ই মার্ক লেভিন, অ্যারন, আমরা যার অপেক্ষা করে আছি।'

গম্ভীর চেহারায় ওর সঙ্গে হাত মেলালো ব্যাংকার। 'তোমাকে আমাদের মাঝে পেয়ে আনন্দিত হলাম।'

আবার কেঁপে উঠলো স্ক্রীন ডোর।

'স্যাম হান্ট,' আবার বললো গিলবার্ট। 'গ্রেট ওয়েস্টার্ন হোটেলের মালিক।'

বিশালদেহী মানুষ স্যাম হান্ট, ভারি চেহারায় অসংখ্য ভাঁজ, চলা-ফেরায় গদাইলস্করি চাল। ওদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো সে, প্রতি পদক্ষেপে থর থর করে কাঁপছে তাকের জিনিসপত্র।

লেভিনের হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে দোলালো সে, একই সঙ্গে গিলবার্টের কাছে জানতে চাইলো, 'বাকি সবাই কোথায়?'

'আসছে,' জবাব দিলো গিলবার্ট।

'এই তো, জেরি এসে গেছে,' বলে উঠলো অ্যারন স্টর্ম।

লম্বা একটা মেয়ে ঢুকেছে দোকানে, তরুণী, রুচিশীল আকর্ষণীয়

পোশাক পরনে; মাথায় বাদামী চুল। কমনীয় চেহারা, গাঢ় নীল একজোড়া চোখে কোমল দৃষ্টি। চেহারার গঠনে কোনো খুঁত নেই। মুখে হাসি নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এলো তরুণী। নিজের মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা বোধ করলো মার্ক লেভিন, এতো সুন্দরী মেয়ে বলতে গেলে চোখেই পড়েনি ওর। কিন্তু হেনরি গিলবার্টের কথা কানে যাওয়ার একটু যেন দমে গেল সে।

'এ হলো মিসেস জেরি হ্যানসেন, মিস্টার লেভিন, আমেরিকান ক্যাফের মালিক; রাস্তা ধরে একটু সামনে এগোলেই দেখতে পাবে রেস্তরাঁটা।'

'আমরা তো প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম,' বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে দিলো জেরি হ্যানসেন। 'মনে করেছিলাম আমাদের শহরের বদনাম কানে গেছে হয়তো, তাই সিদ্ধান্ত বদল করেছো।'

'না, ম্যাম,' বিড় বিড় করে জবাব দিলো লেভিন। 'আসলে রওনা হতে একটু দেরি হয়ে গেছে আমার।'

'প্যাট আর ডাচকে দেখেছো?' জেরিকে জিজ্ঞেস করলো গিলবার্ট।

'আসছে,' জানালো জেরি। তারপর স্টর্মের ঠেলে দেয়া চেয়ারটায় বসলো সে।

ঠিক এই সময় আরো দুজন লোকসহ ফিরে এলো পাদ্রী জেমস কার্টার। গিলবার্টের সামনে এসে দাঁড়ালো তিনজনই।

বাম পাশের লোকটার দিকে ইশারা করলো গিলবার্ট, লোকটা বিশালদেহী, মাথায় সোনালি চুল, জার্মান বংশোদ্ভূত, কোনো সন্দেহ নেই। 'হেলমুট স্মিট, ফীড স্টোর আর লিভারি স্ট্যাবল চালায়, আমরা অবশ্য ওকে ডাচ বলে ডাকি।'

'তোমাকে দেখে ভালো লাগছে,' ধীরে আঞ্চলিক টানে বললো স্মিট।

'প্যাট ওয়াটস,' অপর লোকটার দিকে ফিরলো এবার গিলবার্ট। ছোটখাট মোটাসোটা লোকটার চেহারাও গোলপনা। 'বুল রিভার স্যালুনের মালিক। এর নাম মার্ক লেভিন, জেন্টলমেন।'

পরিচয় পর্ব শেষ হলো অবশেষে। বসার জন্যে সবাইকে চেয়ার এগিয়ে দিলো গিলবার্ট।

সবাই বসলে গিলবার্ট বললো, 'তুমি এসেছো, আমরা সবাই সেজন্যে খুশি হয়েছি, মার্ক। চাকরিটা তোমার জন্যেই খালি আছে, যে কোনো সময় জয়েন করতে পারবে, তার আগে, আমার মনে হয়, আসল পরিস্থিতি জেনে নেয়া দরকার তোমার।'

লেভিন বললো, 'এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা বোধ হয় পেয়ে গেছি আমি। তবু তোমার কাছ থেকে একবার শুনতে চাই, বলো, শুনি।'

মাথা দোলালো হেনরি গিলবার্ট, গোঁফ চুলকালো মুহূর্তের জন্যে, মনে মনে গুছিয়ে নিলো বক্তব্য, 'আমাদের কমিটির সদস্য বেশি না দেখতেই পাচ্ছো, কিন্তু তারপরও এশহরে আমাদের স্বার্থই সবচেয়ে বেশি। এখানে আমাদের একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস; অবশ্য আমরা যদি সবকিছু ঠিক মতো চালাতে পারি। নতুন একটা স্টেজরুট এদিক দিয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, উত্তর-দক্ষিণে চলাচলকারী স্টেজটা চালু হলে আমাদের অনেক উপকার

হবে। পুব-পশ্চিম লাইনের স্টেজটা অবশ্য বেশ আগে থেকেই থামে এখানে।

'এছাড়া, আমরা ধারণা করছি, রেললাইন পশ্চিমে যাবার সময় এই শহরের ওপর দিয়েই যাবে। অনেক আলাপ আলোচনা চলছে এ-নিয়ে। যদি সত্যিই রেললাইন এদিক দিয়ে যায়, আমাদের ল-লেস দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ করবে, ম্যাপে নাম উঠে যাবে। কিন্তু সবার আগে আমাদের প্রমাণ করতে হবে, ল-লেস একটা শান্তিপূর্ণ শহর। এবং সমস্যাটা ঠিক এখানেই।'

বেশ কয়েক মুহূর্ত দোকানির আন্তরিক চেহারা জরিপ করলো লেভিন। 'আমার কাছে তো বেশ শান্তই মনে হচ্ছে শহরটাকে।'

'হ্যাঁ, শহরটাকে যাতে চমৎকার দেখায় সেজন্যে আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছি। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার একটা প্রশ্ন আছে এখানে।'

সমস্যাটা আগেই জানা হয়ে গেছে মার্ক লেভিনের। জন ল্যানজের দৃষ্টিতে পরিস্থিতির চেহারা জানতে পেরেছে। তাই গিলবার্টকে সে বাধা দিলো না, এদের মতামতও জানা দরকার।

'শহরের উত্তর দিকে এক র‍্যাঞ্চার আছে, নাম জন ল্যানজ। তার আউট ফিটের নাম স্পেড, এদিককার বৃহত্তম র‍্যাঞ্চ ওটা, দুলক্ষ একরেরও বেশি জমি জুড়ে ওটার অবস্থান, অন্তত আমার হিসাবে। এই শহরটা সে-ই প্রতিষ্ঠা করেছে, সত্যি বলতে কি, শহরের জন্যে প্রয়োজনীয় জমি তার কাছ থেকেই পাওয়া। কিন্তু এখন সে আমাদের ইচ্ছার দাম দিচ্ছে না বা দিতে চাইছে না। আমরা কি চাই কিছুতেই বুঝতে চায় না লোকটা।'

'সোজা কথা, শহরের উন্নতি হোক, এটা তার কাম্য নয়,' বললো লেভিন।

'ঠিক ধরেছো। ল-লেসকে সে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করে। এখানকার সবাইকে নাকি তার ইচ্ছামাফিক চলতে হবে, ভাবতে হবে ওর মতো করে। তার রাইডারদের হাবভাবও একই রকম। ওদের কাছে এ-শহর বেড়ানো আর আমোদ করার একটা জায়গামাত্র। যখন ইচ্ছা এসে হাজির হয়, কারো সুবিধা অসুবিধার ধার ধারে না। অবশ্য সাধারণত সপ্তাহে একদিনই আসে ওরা।'

'প্রচুর টাকা পয়সা খরচ করে নাকি?' জিজ্ঞেস করলো লেভিন।

এ প্রশ্নের জবাব দিলো প্যাট ওয়াটস। 'অবশ্যই করে, তবে সেটা তাদের মর্জির ওপর নির্ভর করে। অন্যান্য সময় যার যেটা পছন্দ নিয়ে যায়, দাম মেটানোর প্রয়োজন বোধ করে না। সোজা কথায়, ওরা সব জিনিসের দাম দিলেও কিন্তু আমাদের কোনো লাভ হবে না। আমরা চাই নিত্য নতুন ব্যবসা-প্রচুর ব্যবসা। কিন্তু শহরে শান্তি-শৃঙ্খলা-আইন প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে সেটা সম্ভব নয়। লে-লেসকে স্পেডের শহর ভেবে বাইরের লোকেরা আমাদের এড়িয়ে চলছে, এখানে আসতে রাজি হয় না কেউ।'

'আর ল্যানজ আউটফিটের অত্যাচারে এখানে যতটা ক্ষতি হয়, সেটা আমাদের বর্তমান দৈনন্দিন ব্যবসায়িক লেনদেন থেকে যে আয় হয় তা দিয়ে পূরণ হবার নয়,' জানালো অ্যারন স্টর্ম।

'তাতে কোনো সন্দেহ নেই!' গলা চড়িয়ে সায় দিলো প্যাট ওয়াটস, তারপর

চট করে জেরি হ্যানসেনের দিকে ফিরে বললো, 'আমি দুঃখিত, জেরি, উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম।'

'ভুলে যাও,' বললো জেরি। 'আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। জন ল্যানজকে এখান থেকে উৎখাত করতে না পারা পর্যন্ত আমাদের পক্ষে কোনোদিনই শহরটাকে গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। শহরের নাম শুনলেই লোকে ভেগে যায়—ব্যবসা করতে আসবে কি!'

'এটাও ল্যানজের এক ধরনের বদমায়েশি,' বললো গিলবার্ট। 'সে-ই ল-লেস নামটা রেখেছিলো। সে শহরটাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে চায় যাতে নাম শুনলেই সবাই এটার অবস্থা বুঝতে পারে।'

'আগেও ল-ম্যান আনার চেষ্টা করেছো নিশ্চয়ই?' জিজ্ঞেস করলো লেভিন।

'দু-দুবার,' জবাব দিলো গিলবার্ট। 'প্রথম মার্শাল আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারায়। পেছন থেকে গুলি করা হয়েছিলো ওকে। এটা বছরখানেক আগের ঘটনা। আমরা জানি স্পেড আউটফিটই ওই হত্যাকাণ্ডের হোতা; খুনীর পরিচয়ও বোধহয় জানি, সম্ভবত অটিস কনরয়, ল্যানজের চ্যালা। জানলেও আমাদের করার কিছু ছিলো না। এরপর আরেকজনকে নিয়োগ করেছিলাম, অল্পবয়সী এক যুবক। ওকে ল্যানজ আর ওর আউটফিট—সবাইকে জানিয়েই—শহর ছাড়া করেছে—ভয় দেখিয়ে।'

'কবেকার ঘটনা এটা?'

'প্রায় দুমাস, দুচারদিন বেশিও হতে পারে,' জবাব দিলো গিলবার্ট। 'এরপর আমরা সবাই মিলে ঠিক করি এমন কাউকে দিতে হবে কাজটা, যার সাহস আছে, বেপরোয়া বলে সুনাম আর পিস্তলে চালু হাতের পাশাপাশি আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা আছে। উপযুক্ত লোক খুঁজছিলাম। হঠাৎ তোমার কাছ থেকে চিঠি পেয়ে খুশি হই আমরা। আমাদের অনেকে আগে থেকেই তোমার নামের সঙ্গে পরিচিত। তুমি কাজটার জন্যে যোগ্যতম লোক বলে একমত হয় আমাদের সবাই—তারপর চিঠি লিখে পাঠাই তোমাকে।'

এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলো স্যাম হান্ট, এবার কথা বললো সে। 'আগে কখনো মার্শালের কাজ করেছো?'

'ঠিক মার্শাল না হলেও আইনের পক্ষে কাজ করেছি বহুবার,' জবাব দিলো লেভিন। 'ডেপুটি মার্শালও ছিলাম।' বাউন্টি-হান্টারের প্রসঙ্গ ইচ্ছা করেই উল্লেখ করলো না। 'এ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না তোমাদের। কাজটা করতে পারবো, এ বিশ্বাস আমার আছে। তোমাদের প্রস্তাব ছিলো থাকা খাওয়ার বন্দোবস্তসহ মাসে এক'শ ডলার বেতন, এখনো তা-ই আছে?'

'আছে,' জবাব দিলো গিলবার্ট। 'মাসের পয়লা তারিখেই বেতন পেয়ে যাবে। আর জেলখানার ঠিক পেছনে একটা ছোটো রুম আছে, ওখানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মিসেস হ্যানসেনের রেস্তরাঁ তোমার খাবারের ব্যবস্থা করবে।'

'আমার আস্তাবলেই ঘোড়া রাখা যাবে,' আগ বাড়িয়ে বললো হেলমুট স্মিট, চাকুরির প্রস্তাবকে আরো লোভনীয় করে তুলতে। 'ব্ল্যাকস্মিথের কাজও মোটামুটি ভালোই জানি আমি। তোমার কোনো সমস্যা হবে না।'

'চমৎকার,' বললো মার্ক লেভিন। একটু ভাবলো সে, তারপর আবার বললো, 'ঠিক আছে। এবার অন্য একটা প্রশ্ন করতে চাই আমি। প্রশ্নটা জরুরি। টাউন কমিটির সব সদস্যই উপস্থিত রয়েছে এখানে? বাদ পড়েনি তো কেউ?'

জবাবের আশায় গিলবার্টের দিকে তাকালো সে।

'নাহ্, কেউ বাদ পড়েনি। আমরা সবাই আছি। কার্টার কমিটির সদস্য না হলেও আমাদের পক্ষেই আছে। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন জানতে পারি?'

'নিশ্চয়ই পারো। এখানে আসার পথে জন ল্যানজের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। শহরের কয়েক মাইল দূরে। আমি যে আসছি, জানতো সে, এমনকি নাম ধরেই ডেকেছে আমাকে। শাসিয়েছে যাতে আমি মার্শালের চাকরি না নিই। তোমার চিঠি পড়ে আমি কিন্তু ধারণা করেছিলাম আমার আসার ব্যাপারটা জানে না কেউ, গোপন রাখা হয়েছে। তো এখন প্রশ্ন হলো, ল্যানজ খবরটা জানতে পেলো কিভাবে?'

গিলবার্টের ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠলো, এক এক করে সহযোগীদের দিকে তাকালো।

'আমাদের পরিকল্পনা গোপন রাখার সব রকম ব্যবস্থা নিয়েছি আমরা,' বললো সে। 'আমরা সাত জন—আর তুমি—ছাড়া কেউ জানে না ব্যাপারটা। তার মানে, নিশ্চয়ই আমাদের কেউ একজন ভুল করে বলে দিয়েছে ল্যানজকে!'

কমিটির প্রত্যেক সদস্য আর পাদ্রী জেমস কার্টার অস্বীকার গেল।

হাত নাচালো গিলবার্ট। 'কোথাও একটা ফোকর নিশ্চয়ই আছে। জেরি, তুমি ভুলে বলে দাওনি তো কাউকে? সেদিন লোকজন নিয়ে তোমার রেস্তরাঁয় ঢুকতে দেখেছিলাম ল্যানজকে, মনে আছে। তখন জেনে ফেলেনি তো সে কথাটা?'

কিঞ্চিৎ রক্তিম হয়ে গেল জেরি হ্যানসেনের চেহারা। 'মোটেও না,' বললো সে। 'আমি কারো সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনো কথাই বলিনি।'

'যেভাবেই হোক, কারো না কারো কাছ থেকে খবর পেয়েছে ল্যানজ—মানতেই হবে—যদি শহর সীমান্তে লেভিনের জন্যেই অপেক্ষা করে থাকে সে। তোমাকে কোনোভাবে উত্যক্ত করেনি তো ল্যানজ, মার্ক?'

'এমন কিছু না। আগেই বলেছি, চাকরিটা না নেয়ার জন্যে শাসিয়েছে—আরো বলেছে তার নিজস্ব এক লোক নাকি আসছে মার্শালের দায়িত্ব নিতে। ল্যানজের সঙ্গে চারজন সশস্ত্র লোক ছিলো, তাই আর খামোকা তর্কে যাইনি।'

'নিশ্চয়ই অটিস কনরয়, সেসিল বার্ক, হ্যাংক জনসন আর ক্যাল ট্যানার। যেখানেই যাক, ওই চার হারামজাদাকে সঙ্গে নেবে ল্যানজ—অনেকটা বডিগার্ডের মতো। হাড়বজ্জাত একেকটা। কনরয় তো একটা ঠাণ্ডা মাথার খুনী।'

'সেটা চেহারা দেখেই বুঝেছি,' সায় দিলো লেভিন।

'ল্যানজ কি বলেছে, তার নিজের লোক আসছে মার্শালের দায়িত্ব নিতে?' জিজ্ঞেস করলো প্যাট ওয়াটস।

'হ্যাঁ। অবশ্য কোনো নাম বলেনি।'

'এরকম কথা বলে এর আগেও বহুবার ভয় দেখিয়েছে সে আমাদের,' বিড়বিড় করে বললো গিলবার্ট। 'এবারও বোধ হয় তেমন কিছুই হবে।'

দীর্ঘ সময় নীরবতা বিরাজ করলো এরপর।

অবশেষে নীরবতা ভাঙলো লেভিন। 'একটা ব্যাপার আগেই পরিষ্কার বলে দিতে চাই আমি, যাতে পরে কোনো সমস্যা দেখা না দেয়। কাজটা যদি নিই, আমাকে আমার বিবেচনা মতো কাজ করতে দিতে হবে। তোমরা কেউ আমার কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। যদি রাজি না থাকো, বলে দাও, আমি চলে যাবো।'

'অবশ্যই রাজি আছি,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো গিলবার্ট, অন্যরাও সুর মেলালো তার সঙ্গে। 'আমরা তোমার কাজে একটুও নাক গলাবো না। মার্শালের দায়িত্ব নেয়ার জন্যেই ডেকে আনা হয়েছে তোমাকে। এখানে আইন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিভাবে করবে, সেটা তুমিই ভালো বুঝবে। আমাদের নাক গলানোর কোনো কারণ নেই।'

'চমৎকার,' বললো লেভিন। 'তাহলে একথাই রইলো।'

দেয়ালের একধারে ঠেস দিয়ে রাখা একটা আয়রন সেফের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো গিলবার্ট। সেফ খুলে ভেতর থেকে বাইবেলের একটা কপি, চাবির রিঙ আর একটা ব্যাজ বের করে আনলো সে।

'এবার ডান হাত তুলে শপথবাক্য উচ্চারণ করো,' বলে মার্ক লেভিনকে মার্শাল পদে শপথ গ্রহণ করালো হেনরি গিলবার্ট। তারপর নতুন মার্শালের শার্টের বুকের বামপাশে সেঁটে দেয়া হলো ব্যাজটা। চাবির রিঙটা ওর হাতে তুলে দিলো গিলবার্ট।

'এখন থেকে এসব তোমার হেফাজতে থাকবে,' বলে পিছিয়ে গেল সে। 'গুড লাক।'

দোকানির দিকে তাকিয়ে হাসলো লেভিন।

বাকিরাও ওর সৌভাগ্য কামনা করলো।

খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর জেরি হ্যানসেন খানিকটা বাড়িয়েই বললো, 'কাজটা তুমি নেয়ায় সত্যি খুশি হয়েছি আমি। আশা করি এবার সাফল্যের দিকে পা বাড়াতে পারবো আমরা, তোমার সহায়তায়।'

'ধন্যবাদ, ম্যাম—'

'আমাকে ম্যাম ডাকার দরকার নেই। ওটা শুনলে নিজেকে বুড়ি মনে হয়। জেরি বলেই ডেকো, এখানে সবাই তা-ই ডাকে।'

'ঠিক আছে, ম্যাম—মানে, জেরি। আমার নাম কিন্তু মার্ক।'

'ঠিক আছে, মার্ক। সাপারের সময় আবার দেখা হবে, চলি তাহলে।'

একসঙ্গে দরজার দিকে এগোলো সবাই। হঠাৎ জন ল্যানজের শেষের কথাগুলো মনে পড়ে গেল লেভিনের। বাধা দিলো ওদের।

'আরেকটা কথা,' গলা চড়িয়ে বললো ও। থামলো সবাই, ঘুরে মুখোমুখি হলো ওর। 'আজ রাতে রাস্তায় না বেরুনোই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে সবার জন্যে। কথাটা সবাইকে জানানোর ব্যবস্থা করো: ল্যানজ আমাকে বলেছে, দলবল নিয়ে আজ রাতে আবার এখানে আসবে সে, আমি এই ব্যাজ লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি কিনা দেখতে। আমি সত্যি সত্যি মার্শালের চাকরি নিয়েছি দেখার পর

খেপে যাবে, তখন হয়তো একটু গোলমাল করবে। সুতরাং সাবধান থাকাই ভালো।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল গিলবার্টের চেহারা।

স্যাম হান্ট হাত তুলে তেলতেলে মুখ মুছলো।

অবশেষে কথা বললো প্যাট ওয়াটস। 'যাকগে, একসময় না একসময় তো এমন কিছু ঘটতোই। আজ রাতে শুরু হলে কি-ই বা এমন ক্ষতি! সাবধান করে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ, মার্শাল।'

জবাবে মাথা দোলালো মার্ক লেভিন। ওদের পিছন পিছন নেমে এলো রাস্তায়। হিচরেইল থেকে গেল্ডিংয়ের বাঁধন আলগা করে নিলো, ওটাকে নিয়ে পাশের ওর নতুন অফিস-কাম-জেলখানার দিকে পা বাড়ালো। হঠাৎ একটা চিন্তা টোকা দিলো ওর মাথায়। গিলবার্টসহ সবাই বিপদের পূর্বাভাস দেবার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে বটে, ওকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়ারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনে সাহায্য করবে-একথা বলেনি একজনও।

হেনরি গিলবার্টের চিঠিতেও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ছিলো না, মনে পড়লো ওর।

এর মানে!

তিন

জেলখানাটা আহামরি কিছু নয়, ভেতরে ঢুকে ভাবলো মার্ক লেভিন, আগে সম্ভবত স্টোররুম ধরনের কিছু ছিলো; কারণ দেয়ালের গায়ে শেলফের দাগ রয়ে গেছে এখনো। কামরার প্রায় মাঝ বরাবর একটা কাঠের পার্টিশন, কামরাকে দুভাগ করেছে ওটা। সামনের দিকটা মার্শালের অফিস। একটা মান্ধাতা আমলের ডেস্ক আর তার সঙ্গে মানানসই স্যুইভেল চেয়ার দেখতে পেলো লেভিন। দুপাশের দেয়াল ঘেঁষে লম্বা দুটো বেঞ্চ রাখা; আর দরজার কাছে সামনের একমাত্র জানালাটার পাশে রয়েছে গানর‍্যাক—মরচে-পড়া ধূসর শর্ট-ব্যারেলড শটগান, র‍্যাকের একমাত্র আকর্ষণ হিসাবে হেলান দিয়ে রাখা, শোভা বর্ধন করছে! আর কোনো অস্ত্র নেই।

এক নজরে এসব দেখা হয়ে গেল লেভিনের। সোজা এগিয়ে গেল সে, পার্টিশনের ওপাশে যাবার দরজাটা খুলে ফেললো এক ধাক্কায়। কামরার বাকি অর্ধেকটা পড়েছে এপাশে। লোহার বার বসিয়ে একদিকে দুটো সেল বানানো হয়েছে। দুটো সেলের অভ্যন্তরেই পুরু ধুলোর আস্তরণ, দেয়ালে মাকড়সার ঘন জাল, বোঝা যায়, অনেকদিন অব্যবহৃত পড়ে আছে। স্বাভাবিক।

সেল ঘেঁষে সামনে গিয়ে পেছনের আরেকটা দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো মার্ক লেভিন। কবাট ফাঁক করে বাইরে তাকাতেই ওর জন্যে বরাদ্দ লিভিং কোয়ার্টারটা দেখতে পেলো; আনুমানিক বারো ফুট লম্বা আর দশ ফুট প্রশস্ত আয়তকার একটা কাঠের ঘর, জেলখানার মাত্র কয়েককদম তফাতে দাঁড়িয়ে

আছে। ওটা আর পরখ করার ঝামেলায় গেল না লেভিন। ঘরের দশা জেলখানার চেয়ে ভালো নয়; বলে দিতে হবে না।

আবার অফিস কামরার দিকে ফিরে এলো মার্ক লেভিন। পার্টিশনের কাছে এসে একটু থমকে দাঁড়ালো। অফিসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক কিশোর, পনের-ষোলোর বেশি হবে না বয়স, একহারা গড়ন, মাথা ভর্তি শুকনো খড়ের মতো উস্কোখুস্কো ঝাঁকড়া চুল। সারা মুখে অসংখ্য দাগ। ছেলেটার গায়ে পলকা ডটের শার্ট, হয়তো কোনো এককালে সাদাই ছিলো, এখন বার বার ধোয়ার পর গোলাপি হয়ে গেছে; পরনে তালিমারা, রঙজ্বলা জিনসের প্যান্ট; আর পায়ে কারো ফেলে দেয়া পুরোনো এক জোড়া বুট।

'হাউডি, মার্শাল!' আন্তরিক কণ্ঠে বললো নবাগত কিশোর।

হাসলো লেভিন। 'হাউডি। তোমাকে তো চিনতে পারলাম না ঠিক?' বললো ও।

'সবাই আমাকে হেবার বলে ডাকে,' জবাব দিলো কিশোর।

'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, হেবার,' বললো লেভিন। 'এখন বলো, কি করতে পারি আমি তোমার জন্যে?'

গম্ভীর চেহারায় লেভিনের সঙ্গে হাত মেলালো হেবার। 'না, মানে, কিছু না, মার্শাল। আসলে আমাকে দিয়ে তোমার কোনো কাজ হবে কি না দেখতে এসেছিলাম। মানে, এ জায়গাটা ঝাড়টাড় দিতে হবে কিনা! নোংরা হয়ে আছে!'

'একদম খাঁটি কথা বলেছো,' বললো লেভিন। 'শহরেই থাকো তুমি?'

মাথা দোলালো হেবার। 'বেশির ভাগ সময় স্মিট'স স্ট্যাবলেই পাওয়া যাবে আমাকে। ওখানেই থাকি। স্মিট রাতে আমাকে ঘুমোনোর একটা জায়গা দিয়েছে, বিনিময়ে আমি ওর আস্তাবল আর ফীড স্টোর গোছগাছ করে রাখি।'

'তোমার মা-বাবা?'

'নেই। মানে ওদের কথা মনে নেই আমার। এই শহরটাই আমার সব।'

'শুনে দুঃখ পেলাম,' বললো লেভিন। 'শহরের লোকজন তোমাকে নিশ্চয়ই খুব পছন্দ করে?'

'অবশ্যই। কিন্তু আমি কখনো কারো কাছ থেকে ভিক্ষা নিই না,' গর্বের সঙ্গে জানালো হেবার। 'কাজ করে টাকা রোজগার করি। তাই তোমার এখানে কোনো কাজ আছে কিনা খোঁজ নিতে আসা। করার মতো কোনো কাজ আছে?' আগ্রহ ঝরে পড়লো ছেলেটার কণ্ঠে।

আর্দ্র হয়ে উঠলো লেভিনের মন। ছেলেটার আত্মমর্যাদা বোধ ওর ভালো লাগলো। পরিশ্রম করে বেঁচে থাকতে চায় সে, কারো করুণার পাত্র হয়ে নয়। এধরনের ছেলেরা জীবনে উন্নতি করে।

'আলবৎ আছে,' জবাব দিলো লেভিন। 'অনেক কাজ। সবচেয়ে আগে যাও, বাইরে আমার ঘোড়াটা আছে, ওটার পিঠ থেকে স্যাডলব্যাগ ব্ল্যাঙ্কেট-রোল আর রাইফেলটা এনে দাও। তারপর ঘোড়াটা আস্তাবলে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। স্মিট ওটাকে খাওয়ানোর দায়িত্ব নিয়েছে। ঘোড়া রেখে তুমি ফিরে এলে তারপর ঘর গোছানোর কাজ শুরু করবো আমরা। ঠিক আছে?' হেবারকে জিজ্ঞেস করলো

লেভিন।

'ইয়েস, স্যার,' গালভরা হাসি নিয়ে চট্ করে বলে উঠলো হেবার, খুশি হয়ে গেছে কাজ পেয়ে। প্রায় ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সে কামরা থেকে।

ঘন্টা দেড়েক পর একটু দম ফেলার ফুরসত পেলো ওরা।

অফিস আর জেলখানা এখন আবর্জনামুক্ত। সব গোছানো হয়ে গেছে।

নিজের হাতে ডেস্কটা পরিষ্কার করেছে লেভিন, আজেবাজে সব কাগজ আর দলিলপত্র জড়ো করা আবর্জনার সঙ্গে ফেলে দেয়া হয়েছে। র‍্যাকে রাখা শটগানটার কোনো শেল খুঁজে না পেয়ে হেবারকে গিলবার্টের দোকানে পাঠালো লেভিন একটা বাক্স নিয়ে আসতে। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ পালন করলো হেবার।

গুলির বাক্সটা শটগানের পাশে র‍্যাকে তুলে রাখলো লেভিন। নিজের রাইফেলটাও রাখলো সে শটগানের পাশে, প্রয়োজনের মুহূর্তে ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত।

জেলখানার পেছনের কামরাটাকেও বসবাসের উপযুক্ত করে ফেললো ওরা যৌথ প্রচেষ্টায়। ওর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে।

পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়লো দুজনই।

'চমৎকার ছেলে তুমি,' হেবার বিদায় নেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে দেখে তাকে বললো লেভিন। 'অনেক কাজ করলে আমার জন্যে!' পকেটে হাত ঢোকালো ও। একটা কয়েন বের করে হেবারের হাতে দিলো।

হাতে নিয়ে কয়েনটার দিকে বেশ কয়েক মুহূর্ত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো হেবার, বিস্ফারিত হয়ে গেল তার চোখজোড়া।

'এক ডলার! এত টাকা, মার্শাল! আর কখনো কারো কাজ করে দিয়ে একসঙ্গে এতটাকা পাইনি আমি!'

'ওটা তোমার পাওনা,' বলে হাসলো লেভিন। ছেলেটার সারল্য ক্রমেই মুগ্ধ করছে ওকে। 'এখন থেকে রোজ একবার আসবে তুমি, আমার অফিস আর জেলখানাটা পরিষ্কার করে যাবে। তোমার নতুন চাকরি ওটা। সপ্তাহে এক ডলার বেতন পাবে। রাজি আছো তো?'

'অবশ্যই!' খুশিতে বাগবাগ হয়ে গেল হেবার, জ্বলজ্বল করছে চেহারা, গলা চড়িয়ে সায় জানালো সে। 'রোজ ঠিক সকালে এসে কাজ করে দিয়ে যাবো। তোমার কোনো অসুবিধা হবে না।'

'চমৎকার। এখন এক কাজ করলে কেমন হয়, হেবার? চলো, রেস্তরাঁয় গিয়ে একসঙ্গে সাপার করে আসি?'

চোখজোড়া নামিয়ে নিলো হেবার।

'ধন্যবাদ, মার্শাল,' বললো সে। 'কিন্তু আমি যে তোমার সঙ্গে যেতে পারবো না। মিস্টার স্মিট সাপার খেতে গেলে আমি আস্তাবল পাহারায় থাকি, ফেরার পথে আমার জন্যে খাবার নিয়ে আসে সে প্রতিদিন। আমার যাবার সময় হয়ে গেছে, আর দেরি করতে পারছি না। যাই। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, মার্শাল।'

'ঠিক আছে। পরে কোনো একদিন হবে না হয়,' বললো লেভিন। 'কাল সকালে আবার দেখা হবে।'

'ইয়েস স্যার, মার্শাল,' বললো হেবার। 'ঘুম থেকে উঠেই সোজা চলে আসবো।'

চঞ্চল পদক্ষেপে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল হেবার, আস্তাবলের উদ্দেশে এগোলো। তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলো লেভিন। হেবারের মতো কিশোরদের জন্য সীমান্ত মোটেই স্বর্গভূমি নয়। ভায়োলেন্সের মহাসমুদ্রে ওরা নগণ্য খড়-কুটোর মতো ভেসে বেড়ায়। পশ্চিমের প্রায় সব শহরেই এদের দেখা যাবে: এতিম, আশ্রয়হীন; কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। সম্ভাব্য যে কোনো উপায়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে এরা। সবাই অবশ্য হেবারের মতো ভাগ্যবান নয়। এই ছেলেটা পরিশ্রমী এবং কাজে আগ্রহী-স্বাস্থ্যবান; নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়, এটাই তার সবচেয়ে বড় সম্পদ।

অফিস ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো মার্ক লেভিন। রাস্তা বরাবর 'আমেরিকান ক্যাফে'র উদ্দেশে পা বাড়ালো। রেস্তরাঁয় পৌঁছে ভেতরে ঢুকলো সে। জানালার কাছের একটা চেয়ার বেছে নিয়ে বসলো। কেউ নেই এখন রেস্তরাঁয়। খানিক পরেই পেছন দিক থেকে এসে হাজির হলো জেরি হ্যানসেন, অ্যাপ্রন পরনে।

লেভিনের উদ্দেশে মৃদু হাসলো। তারপর এক গ্লাস পানি এনে রাখলো ওর সামনে।

'আমার এখানে আজ প্রথম সাপার করছো তুমি, মার্শাল। বলো, কি দেবো? স্টিক, পটেটো উইথ বিস্কিটস আর গ্র্যাভি?'

'শুনতে তো ভালোই লাগছে।'

'আমি ব্যবস্থা করছি। ততক্ষণ তুমি বরং কফিতে চুমুক দাও,' আবার বললো জেরি।

মাথা দুলিয়ে সায় দিলো লেভিন। রান্নাঘরের দিকে ফিরে গেল জেরি, সেদিকে তাকিয়ে রইলো। মিস্টার হ্যানসেন কোথায়? ভাবলো ও। কান খাড়া করলো. জেরি কাউকে খাবার তৈরি করতে বলছে কিনা শোনার জন্যে। স্বামীকেই বলবে হয়তো।

একটু পরেই কফি নিয়ে ফিরে এলো জেরি। অন্য কারো কণ্ঠস্বর শুনতে পায়নি লেভিন। কৌতূহলী হয়ে উঠলো ও। জেরি টেবিলে কফি রাখার পর হুট করে প্রশ্ন করে বসলো।

'তুমি আর মিস্টার হ্যানসেনই চালাচ্ছো রেস্তরাঁটা?'

মাথা নাড়লো জেরি। 'হ্যানসেন বেঁচে নেই। ইণ্ডিয়ান বেণ্ড ওঅরে মারা যায় ও,' স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললো সে।

ওর কাপে কড়া গরম কফি ঢেলে দিলো জেরি, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো লেভিন। শেষ বিকেলের সূর্য, প্রায় অস্তে যাবার পথে, ওটার আলো জানালার পর্দার ফাঁক গলে মেয়েটার চুলে পড়ে ঝিলিমিলি খেলছে। লালচে একটা আভা দেখতে পেলো লেভিন। এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি নীল মনে হচ্ছে চোখজোড়া। দৃষ্টি সরাতে কষ্ট হচ্ছে লেভিনের।

'দুঃখিত,' বললো ও।

কাঁধ ঝাঁকালো জেরি। 'অনেক দিন আগের কথা এটা-অন্তত আমার কাছে সেরকমই মনে হয়। যাহোক, এতদিনে ওর স্মৃতি অনেকটাই ঝাপসা হয়ে গেছে। এখন আর খুব একটা ভাবি না ওকে। ভাববার সময়ই বা কোথায়?' একটু থেমে সরাসরি লেভিনের দিকে তাকালো জেরি। 'এবার তোমার কথা বলো। তোমার স্ত্রীকে কোথায় রেখে এসেছো?'

হাসলো লেভিন। 'আরে দূর, এখনো বিয়েই করিনি! সুযোগ হয়নি কিংবা হয়তো সময় করে উঠতে পারিনি।'

'অথবা পছন্দসই মেয়ের খোঁজ পাওনি এখনো,' ওর কথা শুধরে দিলো জেরি। 'যাকগে, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে যাবে তোমার খাবার। আরো কফির দরকার হলে ডেকো আমাকে। ঠিক আছে?' আবার রান্নাঘরে ফিরে গেল জেরি।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো মার্ক লেভিন, কফির কাপে চুমুক দিতে লাগলো আস্তে আস্তে। ভালো লাগার এক অদ্ভুত অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে মনে। কিন্তু কেন, বুঝতে পারছে না সে। নতুন চাকরি পাওয়ার জন্যে হতে পারে; আবার হতে পারে চমৎকার এক কাপ কফি খাওয়ার সুযোগ পেয়েছে বলে; কিংবা স্রেফ জেরি হ্যানসেনের মতো অপরূপা এক মেয়ের উপস্থিতিই হয়তো প্রফুল্ল করে তুলছে ওকে। আসল কারণ কোনটা, জানে না লেভিন। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার বুঝতে পারছে, জেরির রেস্তরাঁয় আগ্রহের সঙ্গেই খেতে আসবে ও বারবার। ইতিমধ্যে মাংস ভাজি আলু আর আভেনে বিস্কুট তৈরির সুবাস বাড়িয়ে দিয়েছে ওর খিদে। মনে পড়ে যাচ্ছে, দুপুরের পর আর কিছু পড়েনি পেটে, চোঁ চোঁ করছে নাড়িভুঁড়ি।

যতক্ষণ সম্ভব আমেরিকান-ক্যাফেতে বসে সময় কাটালো মার্ক লেভিন, তারপর আবার ফিরে এলো নিজের অফিসে। স্যুইভেল চেয়ারে বসলো সে। এখন অপেক্ষার পালা। ল্যানজ আউটফিট যে কোনো সময় আসতে পারে। তৈরি হয়ে থাকতে চায় সেই সময়টার জন্যে। এত তাড়া-তাড়ি অবশ্য আসবে না ওরা, আন্দাজ করলো লেভিন। সময় কাটানোর জন্যে বন্দুকজোড়া পরিষ্কার করতে আরম্ভ করলো ও, তেল দিয়ে চকচকে করে তুললো।

রাত আটটা বেজে গেল প্রায়। সারা শহর নিঝুম। কদিন ঠিক মতো ঘুমাতে পারেনি লেভিন, ক্লান্তিতে ভার হয়ে আছে ওর শরীর। উঠে দাঁড়ালো লেভিন। তালা আটকালো সামনের দরজায়। তারপর ছোট একটা ঘুম দেবে বলে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো একটা বেঞ্চে, তার আগে অবশ্য ল্যাম্পটা জ্বাললো। এল প্যাসো ছাড়ার পর এই প্রথম ঘুমোনোর মতো খানিকটা অবসর পাওয়া গেল।

চোখজোড়া সবে লেগে এসেছে, অন্তত লেভিনের কাছে সেরকমই বোধ হলো; হঠাৎ জেলখানার পেছন দরজায় প্রচণ্ড করাঘাতের শব্দে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো মার্ক লেভিন। ঘুম টুটে গেছে, প্রস্তুত ওর সবকটা ইন্দ্রিয়। ফুঁ দিয়ে ল্যাম্পটা নিভিয়ে ফেললো ও, তারপর ছুটে গেল পেছন দরজার কাছে, থামলো। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলো একমুহূর্ত। কে যেন হাঁপাচ্ছে বাইরে, বুঝতে পারলো ও।

'কে?' জিজ্ঞেস করলো লেভিন।

'আমি-ডাচ স্মিট!' ভারি গলায় জবাব দিলো স্ট্যাবলম্যান। 'জলদি দরজা খোলো, মার্শাল!'

বোল্ট খুললো লেভিন, টান মেরে কবাট ফাঁক করলো। ঠিক এই সময় রাস্তার শেষ মাথায়, প্যাট ওয়াটসের বুল রিভার স্যালুনের দিক থেকে একটা গুলির শব্দ শোনা গেল।

'হায় খোদা!' এলোমেলো পায়ে হোঁচট খেয়ে অন্ধকার কামরায় ঢুকেই ককিয়ে উঠলো স্মিট। 'দেরি হয়ে গেল বোধ হয়!'

'দেরি, কিসের দেরি?' জানতে চাইলো লেভিন। 'কাকে গুলি করা হলো?'

'বেচারা, বাচ্চা একটা ছেলেকে...!' অসংলগ্ন সুরে জানালো স্মিট, 'খারাপ একটা ব্যাপার হয়ে গেল—'

এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করলো না লেভিন। যাই ঘটে থাকুক, স্মিট প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছে, বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে সে, বুঝিয়ে বলতে পারছে না তাই। দৌড়ে অফিস কামরায় ফিরে এলো লেভিন। র‍্যাক থেকে শটগানটা তুলে নিলো হাতে, খাবলা মেরে এক মুঠো শেল তুলে নিলো হাতে। সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো রাস্তায়, দৌড়ে বুল রিভার স্যালুনের দিকে এগোলো। একটা আজানা অপরাধ বোধ জেঁকে বসতে চাইছে ওর মন জুড়ে। গোলমালের হোতা যদি ল্যানজ আউটফিট হয়ে থাকে, বুঝতে হবে, ওরা অসতর্ক অবস্থায় বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে ওকে। ঘুমিয়ে পড়া মোটেই ঠিক কাজ হয়নি। ওর দোষেই হয়তো এতক্ষণে মারা গেছে কেউ একজন। ঠেকাতে পারেনি, সেটাই ওর দায়িত্ব ছিলো।

আপনমনে নিজেকে গাল দিতে দিতে সোজা স্যালুনের দিকে এগোলো লেভিন। দালানের কোণের কাছে পৌঁছে ও দেখলো বারো-চোদ্দজন লোকের একটা জটলা, গোল হয়ে দাঁড়িয়ে মাটিতে পড়ে থাকা কি যেন দেখছে। হতবিহ্বল দেখাচ্ছে ওদের, একটুও নড়ছে না, যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাচ্ছে।

পেছনে কারো দৌড়ে আসার শব্দ শুনতে পেলো লেভিন। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো ও। সাদা শ্মশ্রুমণ্ডিত এক লোক একটা কালো ব্যাগ হাতে ওকে অনুসরণ করে আসছে। শহরের ডাক্তার লোকটা, বুঝতে বেগ পেতে হলো না।

নীরব জটলার কাছে হাজির হলো মার্ক লেভিন। লোকগুলোকে ঠেলে পথ বের করে ভেতরে ঢুকলো। জন ল্যানজের তিনজন সঙ্গীকে চিনতে পারলো লেভিন। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো ওর দৃষ্টি।

'কি হচ্ছে এখানে, শুনি?' কঠিন সুরে জানতে চাইলো ও। মাটিতে পড়ে থাকা আড়ষ্ট অবয়বটার দিকে তাকালো। 'ওটা কে?'

প্রশ্নটা শেষ করার আগেই লেভিন বুঝতে পারলো কাকে দেখেছে। পলকা ডটঅলা শার্ট, মাথার ঘন হলদে ঝাঁকড়া চুল চিনতে ভুল হবার কথা নয়। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলো লেভিন, যেন চটাশ করে চড় কষিয়ে দিয়েছে কেউ গালে।

হেবার নামের সেই কিশোর! মারা গেছে?

হঠাৎ ওকে ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিলো ডাক্তার, হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো হেবারের আড়ষ্ট শরীরের পাশে, আস্তে চিত করে শোয়ালো তাকে।

বুটিদার শার্টের সামনের অংশটুকুতে গাঢ় একটা দাগ দেখা গেল।

দীর্ঘ সময় নিয়ে হেবারের ফ্যাকাসে চেহারা পরীক্ষা করলো ডাক্তার। পালস্ দেখার চেষ্টা করলো কয়েকবার। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে। 'মারা গেছে,' ঘোষণা দিলো। 'কিছুই করার নেই আর। তোমাদের যে কোনো দুজনে মিলে ছেলেটাকে একটু আমার অফিসে নিয়ে এসো,' জটলার লোকগুলোকে আদেশ করলো ডাক্তার।

আদেশ পালন করতে এগিয়ে এলো দুজন রাইডার। হঠাৎ জমে ওঠা নীরবতায় অদূরের একটা ঘর থেকে বেহালার বেসুরো আওয়াজ ভেসে আসছে। কর্কশ, অসহ্য! কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটা দিচ্ছে কেউ। মার্ক লেভিনের স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে ওই শব্দ, খেপিয়ে তুলছে ওকে। আচমকা জ্বলে উঠলো ও। মৃত্যু ওর কাছে কোনো নতুন বা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, কিন্তু হেবারের মতো সরল প্রাণচঞ্চল একটা কিশোরকে নির্দয়ভাবে, বিনা অপরাধে হত্যা করা হয়েছে, সহ্য করা যাচ্ছে না, আর্দ্র হয়ে উঠছে মনটা ওর। ঘুরে রাইডারদের মুখোমুখি হলো ও।

'ওকে কে মেরেছে?' প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো, 'গুলিটা করলো কে?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব মিললো না।

অবশেষে এলোপাতাড়ি পা ফেলে সামনে এগিয়ে এলো অটিস কনরয়, চেহারা ফ্যাকাসে হলেও ঠোঁটে কঠিন হাসি ফুটে রয়েছে।

'বাহ্, বাহ! দেখ, দেখ সবাই!' বললো সে। 'আনকোরা এক মার্শাল এসেছে! কিন্তু আমার যদ্দূর মনে পড়ে জন তোমাকে কেটে পড়তে বলেছিলো!'

লালচুলো কনরয়ের বিদ্রূপ উপেক্ষা করলো লেভিন। 'তুমিই মেরেছো ছেলেটাকে?'

'এটা স্রেফ দুর্ঘটনা, হঠাৎ হয়ে গেছে,' বলতে গেল রাইডারদের একজন। 'ছেলেটাকে নিয়ে রসিকতা করছিলো অটিস, হঠাৎ—'

'চোপরাও, হ্যাংক!' তাকে চুপ করিয়ে দিলো কনরয়। 'এই টিনস্টারের কাছে আমাদের কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি! মারলে মেরেছি, তাতে কি হয়েছে!'

বিদ্যুৎ গতিতে দুকদম সামনে এগিয়ে গেল লেভিন। কনরয়ের কাঁধ চেপে ধরে ঘুরিয়ে দিলো লাটিমের মতো। হোঁচট খেল কনরয়, সঙ্গে সঙ্গে তার ঘাড়ের ওপর প্রচণ্ড একটা রদ্দা ঝাড়লো লেভিন। হাঁটু ভেঙে বসে পড়লো কনরয়, উঠলো না। এবার চট করে তার পেছনে চলে এলো লেভিন, ক্ষিপ্র হাতে শটগান উঁচু করে বিস্মিত স্পেড রাইডারদের দিকে লক্ষ্য স্থির করলো। কয়েকজন রাইডার অভ্যাসবশত পিস্তলের দিকে হাত বাড়ালো প্রথমে, তারপরই বিপদ টের পেয়ে সিদ্ধান্ত বদলালো।

'কেউ বেচাল করলেই,' হিংস্র কণ্ঠে বললো লেভিন। 'বাকশটে তার ভুঁড়ি ঝাঁঝরা হয়ে যাবে!'

বসা অবস্থা থেকেই অটিস কনরয় বলে উঠলো, 'হ্যাংক ঠিকই বলেছে, মার্শাল, এটা একটা দুর্ঘটনামাত্র। ছেলেটার সঙ্গে শয়তানি করছিলাম, ভয় দেখাচ্ছিলাম গুলি করার, কিন্তু গুলি করার কোনো ইচ্ছাই আমার ছিলো না।

আচমকা কে যেন আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো, ব্যস, গুলি বেরিয়ে গেছে, আমার কোনো দোষ নেই।'

'এসব কথা জাজকে শুনিয়ো,' ধমক দিলো তাকে লেভিন। 'খুনের দায়ে তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম আমি, কনরয়।'

'গ্রেপ্তার?' পুনরাবৃত্তি করলো কাউবয়। 'আরে, কি মুশকিল! নিজেকে কি মনে করেছো তুমি?'

'মনে করবো কি, আমি এখানকার মার্শাল,' সোজাসাপ্টা বললো লেভিন। 'উঠে দাঁড়াও! আস্তে, সাবধানে। কোনো রকম চালাকি করতে যেয়ো না কিন্তু, তোমার মাথাটা উড়িয়ে দেয়ার জন্যে আমার হাত নিশপিশ করছে!'

সাবধানে, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো অটিস কনরয়।

তার হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে নিলো লেভিন, কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখলো। এবার চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা রাইডারদের দিকে তাকালো। লেভিনের অগ্নিমূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গেছে তারা, কোনোরকম হঠাকারিতা করার কথা চিন্তাই করেনি।

'তোমাদের সবকটাকে গ্রেপ্তার করা উচিত ছিলো,' বললো ও। 'চোখের সামনে এমন একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে দেখেও তোমরা কনরয়কে বাধা দেয়ার চেষ্টা করোনি। তোমাদের দোষও কম নয়। জেলখানাটা তোমাদের সবাইকে আটকে রাখার মতো যথেষ্ট বড় হলে ঠিকই অ্যারেস্ট করতাম আমি। কিন্তু তার উপায় নেই। এবার জলদি ভাগো। বিপদে পড়ার ইচ্ছা না থাকলে আজ রাতে আর শহরের রাস্তায় বেরিয়ো না।'

সশব্দে হাসলো হ্যাংক। 'তুমি নিজেই তো এখন বিপদের মধ্যে আছো, মিস্টার! জন ল্যানজের কানে তোমার কাজের খবরটা গেলেই টের পাবে—বাঘের লেজে দিয়ে কান চুলকানোর মজা!'

'আমার হয়ে ল্যানজকে একটা পরামর্শ দিয়ো। ওকে বলবে এসবে নিজেকে যেন না জড়ায়। আজ খুনের মামলায় ফেঁসেছে কনরয়। শহরবাসীরা ওকে ছিনিয়ে নিয়ে লটকে দেয়ার চেষ্টা করবে, কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আগে পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবো আমি—ভাগ্যবান বলতে হবে কনরয়কেও!'

আবার বিদ্রূপ করলো হ্যাংক জনসন। 'লটকে দেবে? বলে কি, পাগল নাকি! ল্যানজের অনুমতি ছাড়া তো আঙুল নাড়ানোরও সাহস নেই এখানকার লোকজনের।'

'অবস্থা বদলে গেছে হয়তো,' শান্ত কণ্ঠে বললো লেভিন। 'এবার রাস্তা মাপো সবাই।'

'ঠিক আছে,' বলে রাস্তার দিকে এগোলো জনসন, স্পেড রাইডাররা তাকে অনুসরণ করলো। 'শিগগিরই আবার তোমার সঙ্গে মোলাকাত হবে।'

'আমার ঠিকানা তোমরা জানো,' জবাব দিলো লেভিন। শটগানের মাযল দিয়ে কনরয়ের পিঠে গুঁতো মারলো ও। 'চলো, কিডকিলার। তোমার জন্যে একটা সেল অপেক্ষা করে আছে।'

খিস্তি করলো কনরয়, গানব্যারেলের সামনে থেকে সরে গেল। 'বেহুদা সময় নষ্ট করছো তুমি, মার্শাল। জন খবর পেলেই আমাকে বের করার ব্যবস্থা নেবে, বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'সে দেখা যাবে,' বললো লেভিন। 'তবে আমার মনে হয় ফাঁসির দড়িতে না ঝোলা পর্যন্ত চোদ্দশিকেই থাকতে হবে তোমাকে।'

চার

স্পেড রাইডাররা রয়েছে ওদের ঠিক সামনে। হাতের শটগানটার মায্‌ল অটিস কনরয়ের শিরদাঁড়ার ওপর ঠেসে ধরে রাখলো মার্ক লেভিন। এলোমেলো পদক্ষেপে রাইডাররা গ্রেট ওয়েস্টার্ন হোটেলের দিকে রওনা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো ও। সন্দেহ নেই ওই হোটেলেই রয়েছে এখন জন ল্যানজ।

জেলখানা আর ওদের অবস্থানের দূরত্বটা একবার দেখলো মার্শাল, তারপর কনরয়কে নিয়ে মাপা পদক্ষেপে এমনভাবে এগোলো যাতে হ্যাংক জনসন স্পেড রাইডারদের নিয়ে হোটেলে পৌঁছার মুহূর্তে জেলখানায় হাজির হওয়া যায়। নইলে সমস্যা হতে পারে।

রাস্তার ধুলায় পায়ের গোড়ালি দেবে যাচ্ছে প্রায়। এগোচ্ছে লেভিন, চারদিকে অবিরাম সতর্ক নজর বোলাচ্ছে। যে কোনো মুহূর্তে একটা মব তৈরি হওয়ার আশঙ্কা জাগছে ওর মনে। শহরবাসীরা হেবারের হত্যার প্রতিশোধ নিতে লটকে দিতে চাইতে পারে অটিস কনরয়কে। সেটাও ঠেকাতে হবে। কিন্তু সাইডওঅকগুলোয় কাউকে দেখা গেল না। পর্দা ঝোলানো জানালা আর কিঞ্চিৎ ফাঁক হয়ে থাকা দরজাগুলোর আড়ালে থেকে আসামী আর ওকে দেখছে কয়েকজন। বাইরে আসার লক্ষণ নেই।

আপাতত কোনো ঝামেলার আশঙ্কা নেই, বুঝতে পারলো মার্ক লেভিন, স্বস্তি বোধ করলো ও। একসঙ্গে দুপক্ষকে সামাল দেয়া কঠিন হতো। কিন্তু কেন যেন একটু নিরাশও হয়েছে সে, ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করছে শহর-বাসীদের।

ল-লেসের ওপর জন ল্যানজের প্রভাব কি এতই বেশি যে একটা কিশোরের নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখেও না দেখার ভান করবে শহরবাসীরা? কোনো প্রতিবাদ জানাবে না? অসম্ভব মনে হলেও এখন সর্বত্র সেরকমই আলামত দেখা যাচ্ছে। হ্যাংক জনসন মনে হয় একটুও বাড়িয়ে বলেনি; এবং তার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে ল-লেসের অধিবাসীদের কাছ থেকে দরকারের সময় সাহায্য পাওয়ার আশা ছেড়ে দিতে হবে ওকে। কেউ যে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না, এখুনি বলে দেয়া যায়।

অবশেষে জেলখানার সামনে পৌঁছলো ওরা। দরজা খোলাই ছিলো, আগে কনরয়কে ভেতরে ঢোকালো লেভিন। গান মায্‌ল না সরিয়ে নিজেও ঢুকলো, দরজা আটকে তালা লাগালো। তারপর লালচুলো কনরয়কে প্রায় ঠেলে একটা

সেলে নিয়ে ঢোকালো লেভিন, দড়াম করে বন্ধ করলো দরজাটা। তালা দেয়ার পর চাবির রিঙ দেয়ালের পেরেকে ঝোলানোর সময় ওকে বিদ্রূপ করলো অটিস কনরয়।

'খামোকা বেশি বাড়াবাড়ি করতে যেয়ো না, মার্শাল! আমাকে এখানে বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারবে না তুমি!'

'একটা অভাবনীয় ব্যাপার অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে,' জবাব দিলো লেভিন। তারপর একে একে দরজা জানালা পরখ করতে শুরু করলো। ভালো করে আটকালো সবগুলো। এরপর শটগান, রাইফেল আর নিজের পিস্তল পরখ করলো। তিনটা অস্ত্রই গুলি ভর্তি অবস্থায় আছে—প্রস্তুত। গুলির বাক্সটা তুলে এনে ডেস্কের ওপর রাখলো লেভিন, প্রয়োজনের মুহূর্তে সহজেই হাতে পাওয়া যাবে। অবশেষে সন্তুষ্ট হয়ে নিজের চেয়ারে বসে পড়লো সে, অপেক্ষায় রইলো।

হেনরি গিলবার্টের সঙ্গে কথা বলা দরকার এখন, ভাবলো ও। সার্কিট জাজ কোথায় আছে খোঁজ নিয়ে তাকে খবর দিয়ে আনতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কনরয়ের বিচার শেষ করে ফেলা দরকার। বিচার যত দ্রুত করা যাবে তত কমবে বিপদের আশঙ্কা। সবার জন্যেই ভালো হবে সেটা।

একটু পর উঠলো লেভিন, দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে নজর বোলালো বাইরে। রাস্তায় কাউকে পাওয়া গেলে তার হাতে মেয়রের কাছে খবর পাঠানো যাবে। কিন্তু কেউ নেই। ভূতুড়ে-শহরের মতো লাগছে এখন ল-লেসকে। অস্বাভাবিক নীরবতা চারদিকে। ক্ষিপ্ত স্পেড রাইডারদের উপস্থিতিতে কোনোরকম ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে না শহরবাসীরা, বুঝতে পারলো লেভিন।

ঘুরে দাঁড়াবে, হঠাৎ রাস্তার ওপাশের গ্রেট ওয়েস্টার্ন হোটেলের এক পাশের অন্ধকার গলিপথে একটা আবছা নড়াচড়া ধরা পড়লো ওর চোখে। শটগানের দিকে হাত বাড়ালো সে, তুলে নিয়ে হাতের ভাঁজে রাখলো।

দশবারোজন লোক নীরবে বেরিয়ে এলো প্রধান রাস্তায়। ছড়িয়ে পড়লো দুপাশে, মোটামুটি একটা লাইন করে দাঁড়ালো জেলের সামনে।

'মার্শাল!'

জন ল্যানজের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। শটগানের মায্‌ল ঘুরিয়ে র‍্যাঞ্চারের অস্পষ্ট অবয়বের দিকে নিশানা করলো লেভিন। ল্যানজ কিংবা তার রাইডারদের বিশ্বাস নেই, তাই দরজাটা সামান্য ফাঁক করে নিরাপদ অবস্থানে থেকেই জবাব দিলো ও, যাতে ওরা গুলি করার সুযোগ না পায়।

'এখানেই আছি।'

'আমার একজন রাইডারকে বিনা কারণে বন্দী করেছো তুমি। আমি ওর মুক্তি চাই—'

'ভুলে যাও, ল্যানজ,' র‍্যাঞ্চারের দাবি প্রত্যাখ্যান করলো লেভিন। 'যেখানে আছে সেখানেই থাকবে ও। মোটেই বিনা কারণে আটক করা হয়নি তাকে। লোকজন নিয়ে ঘোড়ায় চেপে শহর ছেড়ে চলে যেতে পারো তুমি।'

'ছেড়ে দাও ওকে, নইলে, কসম খোদার, জেল ভেঙে বের করে আনবো!'

'সে-চেষ্টা করা মাত্র মারা যাবে কনরয়। একটা ব্যাপার চিন্তা করোনি তুমি, ল্যানজ। আমি আর দশজন ল-ম্যানের মতো নই। সাধারণত শেরিফ বা মার্শালরা যেসব নিয়ম মেনে চলে আমি ওসবের তোয়াক্কা করি না। আমার কাজ হলো আসামীকে আইনের আওতায় আটকে রাখা, সেজন্যে প্রয়োজনে খুন করতেও দ্বিধা করি না!'

'কি বলতে চাও?'

'তুমি যদি ঝামেলা করো—আমার ওপর হামলা কিংবা জেলখানায় আগুন দিয়ে তোমার রাইডারকে মুক্ত করার চেষ্টা চালাও, আমি কনরয়কে প্রথমে ঠিকই ছেড়ে দেবো, কিন্তু সে যাবার সময় গুলি করে লাশ ফেলে দেবো। বলবো পালানোর চেষ্টা করতে গিয়ে মারা গেছে। ও আমার আসামী, আমি ওকে আটকে রাখবো—জ্যান্ত অথবা মৃত! তোমাকেই স্থির করতে হবে কোন্‌টা বেছে নেবো আমি।'

স্পেড রাইডারদের মাঝে মৃদু গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়লো, শুনতে পেলো লেভিন। অন্ধকারে আপনমনে হাসলো ও। ধাপ্পাটা হয়তো কাজে লেগে যেতে পারে। অতীতে বহুবার বাউন্টিহান্টারের কাজ করেছে লেভিন, জানে এখন ল্যানজ, সেজন্যেই ওর হুমকিটাকে সত্যি মনে করছে।

বাউন্টিহান্টারদের সম্পর্কে সবার ধারণা: আসামীকে জ্যান্ত অথবা মৃত আইনের হাতে তুলে দেয়াই তার একমাত্র লক্ষ্য। এ ধারণা অবশ্য পুরোপুরি সত্যি নয়; অন্তত মার্ক লেভিন একান্ত বাধ্য না হলে কখনো অপরাধীকে বিচারের আগে হত্যা করেনি। এবারও তা চায় না। কিন্তু হুমকিতে যদি কাজ হয়, জন ল্যানজ আর ওর রাইডাররা বিশ্বাস করে, ক্ষতি নেই।

'অটিসের কি করবে তুমি?'

র‍্যাঞ্চার নয়, আর কেউ করলো প্রশ্নটা। অচেনা কণ্ঠস্বর।

'বিচার না হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখবো, ব্যস,' জবাব দিলো লেভিন। 'খুনের দায়ে বিচার করা হবে ওর।'

'ওই টোকাইটাকে গুলি করেছে বলে?' আবার কথা বললো ল্যানজ। 'স্রেফ একটা রাস্তার ছেলে ছিলো হেবার, ঠিকানাহীন! এই সামান্য কারণে অটিসকে আদালতে দাঁড় করাতে পারবে না তুমি, বিশেষ করে পুরো ব্যাপারটাই যখন অনিচ্ছাকৃত-দুর্ঘটনা।'

'কিন্তু আমি তা-ই করতে যাচ্ছি,' বললো লেভিন। 'আমার মতে টোকাই হোক আর যা-ই হোক, মানুষ ছিলো হেবার, ওকে হত্যা করার অপরাধে কনরয়ের ফাঁসি হওয়া উচিত!'

গলা সপ্তমে চড়িয়ে ওকে গাল দিলো ল্যানজ। 'লেভিন, নিজেকে এসবে জড়িয়ে বিরাট ভুল করে ফেলেছো তুমি। শেষ পর্যন্ত পস্তাবে, বলে দিচ্ছি! এখন অবশ্য তোমার আর কিছু করার নেই। নিজের ভালোমন্দ বোঝার ক্ষমতা স্পেডের আছে। অটিসকে আমি জেল থেকে বের করে নিয়ে যেতে চাই। কত টাকা জামিন লাগবে বলো? জাজ যতক্ষণ না পৌঁছুচ্ছে, ততক্ষণ ওর জিম্মাদার থাকবো আমি, কোথাও যাবে না সে।'

'জামিন-টামিন হবে না!' চট করে জবাব দিলো লেভিন। 'কনরয় হত্যা মামলার আসামী। তোমরা বরং যার যার ঘোড়া নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে যাও এখন।'

ফের মৃদু গুঞ্জনের শব্দ শুনতে পেলো লেভিন। মাত্র কয়েক মুহূর্ত স্থায়ী হলো গুঞ্জনটা, তারপর দলবল নিয়ে যেভাবে এসেছিলো ঠিক সেভাবেই গ্রেট ওয়েস্টার্ন হোটেলের পাশের অন্ধকারাচ্ছন্ন করিডরে ঢুকে পড়লো ল্যানজরা, উধাও হয়ে গেল।

ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলো লেভিন। ওর ধোঁকাটা কাজ দিয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। ভেতরে এসে দরজা বন্ধ করলো ও, তালা মারতে ভুল হলো না। এবার জানালার পাশে এসে পর্দা সরিয়ে বাইরে নজর দিলো। রাস্তা জনশূন্য। ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনার জন্যে কান খাড়া করলো লেভিন। ওর পরামর্শ মতো রাইডারদের নিয়ে ল্যানজ বিদায় নিচ্ছে কিনা বোঝা যাবে। অনেকক্ষণ পরও কোনো শব্দ কানে এলো না ওর। তার মানে ওরা যাচ্ছে না! নতুন কোনো মতলব ভাঁজছে?

তখনও কান পেতে রয়েছে লেভিন। হঠাৎ জেলের পেছন-দরজায় অস্থির টোকার শব্দে পাঁই করে ঘুরলো সে। মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করলো, তারপর জেলখানার পেছনে যাবে বলে পা বাড়ালো।

দরজার কাছে আসার পর জানতে চাইলো, 'কে?'

'আমরা—গিলবার্ট আর স্টর্ম।'

'আর কেউ নেই তো আশপাশে?'

'না। এখন সব ঠিক আছে,' জবাব এলো।

খিড়কি আর তালা খুলে গিলবার্টদের ভেতরে ঢুকতে দিলো লেভিন। তারপর আবার আটকে দিলো কবাট। ওকে অনুসরণ করে অফিস কামরায় চলে এলো দুজন।

ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে ওদের মুখোমুখি হলো লেভিন।

'তোমরা আসায় ভালোই হলো, আমি আরো ভাবছিলাম কিভাবে তোমাদের খবর দেয়া যায়। ল্যানজরা কি চলে গেছে?'

'উঁহুঁ, দলবলসহ এখনো হোটেলের পেছনে অপেক্ষা করছে,' জবাব দিলো গিলবার্ট। 'ওকে নিরস্ত করা গেছে মনে করো?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো লেভিন। 'তবে খুব বেশি সময়ের জন্যে নয়। এত সহজে ব্যাপারটাকে মেনে নেবে না সে। হয়তো আজ রাতটা কোনোমতে ঠেকিয়ে রাখতে পারবো, কিন্তু আগামীকাল পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে যাবে। আচ্ছা, কনরয়ের বিচারের জন্যে কখন আসতে পারবে জাজ, বলতে পারো?'

'মাত্র তিনদিন আগেও এখানে ছিলো সে,' জানালো স্টর্ম। 'যাবার সময় আমাকে বলেছিলো ক্যানিয়ন সিটিতে নাকি সপ্তাহখানেক থাকবে, এখন ওখানেই পাওয়া যাবে বোধ হয়।'

'ওকে আবার এখানে আনতে কতক্ষণ লাগতে পারে?'

'আজ রাতে, এখুনি কাউকে দিয়ে খবর পাঠানো হলে, যদি ঘোড়া হাঁকিয়ে

আসতে রাজি হয় জাজ—এবং সঙ্গে সঙ্গে রওনা দেয়—কাল দুপুর নাগাদ এখানে পৌঁছে যাবে বলে আশা করা যায়।'

'তার আগে সম্ভব নয়?' হতাশা মেশানো সুরে বললো লেভিন। 'সকালের দিকেই ওকে পাওয়া যাবে বলে মনে করেছিলাম। যাকগে, এব্যাপারে আমাদের তো আর কিছু করার নেই! কিন্তু লোক পাঠালে জাজ আসবে তো?'

মাথা দোলালো গিলবার্ট। 'এখানকার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে একটা চিঠি লিখে দেবো আমি। ব্যাপারটা জরুরি বুঝলে আসতে দ্বিধা করবে না। এ শহরটা প্রথম থেকেই ওর জন্যে একটা যন্ত্রণা হয়ে রয়েছে।'

'ঠিক আছে। কিন্তু খবর পাঠানোর মতো বিশ্বস্ত কেউ আছে?'

'আমার মেয়ে-জামাইকে পাঠাবো,' জানালো স্টর্ম। 'ওকে বোধ হয় আমরা বিশ্বাস করতে পারি,' বলেএব-টু থামলো ব্যাংকার, ভালো করে তাকালো লেভিনের দিকে। 'এভাবে কাজ হবে, মার্শাল? ঠেকাতে পারবে ল্যানজকে?'

'আমার সামনে আর কোনো রাস্তা তো খোলা নেই। পরিকল্পনা করার জন্যে যথেষ্ট সময় পেলে কিভাবে কি করতে হবে আগেই ঠিক করে রাখতে পারতাম। কিন্তু ওরা আগেই খেলা শুরু করে দিয়েছে। এই মুহূর্তে এরচেয়ে ভালো কোনো বুদ্ধি বাতলাতে পারো তুমি?'

চোখজোড়া নামিয়ে মাথা নাড়লো ব্যাংকার।

'প্যাট তখন বলছিলো,' বললো গিলবার্ট। 'এক সময় না এক সময় ঝামেলা হতোই, কিন্তু ওই বাচ্চা ছেলেটার মৃত্যুর মধ্য দিয়েই শুরু হবে, এটা ভাবিনি, খুবই দুঃখজনক।'

লড়াইয়ের জন্যে লেভিনের প্রস্তুতি লক্ষ্য করলো স্টোর মালিক। 'ল্যানজ জেলখানায় চড়াও হবে ভাবছো?'

'আমার কথা যদি বিশ্বাস করে থাকে তাহলে আক্রমণ চালানোর সম্ভাবনা কম। কনরয়কে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছি আমি। কিন্তু সে আমার হুমকি অগ্রাহ্য করলে কি হবে আন্দাজ করে নাও।'

লেভিনের দৃঢ় চৌকো চোয়াল আর তামাটে চেহারা জরিপ করলো অ্যারন স্টর্ম। 'আমি শুনেছি, কনরয়কে ছেড়ে দিয়ে লাশ ফেলে দেয়ার কথা বলছিলে—সত্যি সত্যি তা-ই করবে?'

ব্যাংকারের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো লেভিন। 'এখন পর্যন্ত আমার হাত থেকে কোনো বন্দী পালাতে পারেনি। আমার সুনাম নষ্ট হতে দেবো না আমি।'

ঘুরে দাঁড়ালো ব্যাংকার, পেছন-দরজার উদ্দেশে পা বাড়ালো। গিলবার্ট আর লেভিন অনুসরণ করলো তাকে। দরজা খুললো মার্শাল, আবছা অন্ধকারে কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো কয়েক মুহূর্ত।

গলিপথে বিপদের আশঙ্কা নেই বুঝতে পেরে ওদের বের হতে দেয়ার জন্যে একপাশে সরে দাঁড়ালো লেভিন।

'হেবারের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে লোকজনের প্রতিক্রিয়া কি রকম?' গিলবার্টকে জিজ্ঞেস করলো ও। 'শহরবাসীদের দিক থেকে কোনো ঝামেলা হতে পারে?'

গিলবার্ট পাল্টা প্রশ্ন করলো, 'লিঞ্চ মব হবে কিনা জিজ্ঞেস করছো তো?'

'আরো আগেই এমন কিছু হবে ধরে নিয়েছিলাম আমি।'

একটু চুপ থাকার পর মেয়র বললো, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, তেমন কিছু হবে না এখানে। অন্তত ল্যানজ আউটফিট যতক্ষণ শহরে আছে ততক্ষণ তো নয়ই।'

'এটা একটা স্বস্তির খবর,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো লেভিন। 'ঠিক আছে, যত তাড়াতাড়ি পারো, জাজকে এখানে আনার ব্যবস্থা নাও। নষ্ট করার মতো সময় নেই একটুও।'

'আগামীকাল দুপুরের মধ্যেই এসে যাবে,' প্রতিশ্রুতি দিলো ব্যাংকার, তারপর অন্ধকার গলিপথে পা রাখলো।

দোরগোড়ায় একবার থামলো গিলবার্ট। 'আমরা যদি অন্য কোনো-ভাবে তোমার সাহায্যে আসতে পারতাম—'

'পরে তোমাদের সাহায্য দরকার হতে পারে আমার,' বললো মার্ক লেভিন।

ব্যাংকারের পিছন পিছন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল গিলবার্ট।

কবাট আটকে আবার অফিস কামরার উদ্দেশে এগোলো লেভিন। ওকে ফিরতে দেখে সেলের ভেতর থেকে কি যেন বলে খকখক করে হাসলো অটিস কনরয়। লালচুলো আউট-লকে অগ্রাহ্য করলো লেভিন। নিজের কামরায় ফিরে এগিয়ে গেল ডেস্কের দিকে। যেমন আশা করেছিলো সেভাবেই এগোচ্ছে ঘটনাপ্রবাহ। অবশ্য জাজ আরো আগে এখানে হাজির হতে পারবে বলে ভেবেছিলো সে, তাহলে কনরয়ের বিচারের ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলা যেতো, ওকে পাহারা দেয়ার জন্যে সময় নষ্ট করার দরকার হতো না। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। অপ্রত্যাশিত যেটা, তা হলো, প্রয়োজনে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে গিলবার্ট, ব্যাপারটা কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে ওকে। শুভ লক্ষণ। পরিস্থিতি যদি একেবারেই আয়ত্তের বাইরে চলে যায় অন্তত নির্ভর করার মতো কয়েকজনকে পাওয়া যাবে।

ডেস্কে বসে সাতপাঁচ ভাবছিলো লেভিন।

আচমকা একটানা অনেকগুলো গুলির শব্দ রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে চুরমার করে দিলো। এক লাফে উঠে দাঁড়ালো সে, দৌড়ে গেল দরজার কাছে, কবাট সামান্য ফাঁক করে তাকালো বাইরে। একনাগাড়ে গুলি চলছেই। প্যাট ওয়াটসের বুল রিভার স্যালুনের দিক থেকে গুলির শব্দ আসছে, মনে হলো ওর। কিন্তু রাস্তায় কাউকে দেখতে পেলো না লেভিন।

পরক্ষণে স্যালুনের স্যুইংডোর ঠেলে নিক্ষিপ্ত তীরের মতো বেরিয়ে এলো এক লোক। এক লহমায় রাস্তার পাশে অন্ধকার ছায়ায় গা ঢাকা দিলো। দালানকোঠার ছায়ায় তাকে অদৃশ্য হতে দেখলো লেভিন। আবারও যখন তাকে দেখতে পেলো ততক্ষণে জেলখানার ঠিক উল্টো দিকের হার্ডওয়্যার স্টোরের সামনে হাজির হয়েছে সে। একবার থামলো লোকটা। ইতিউতি তাকালো, তারপর দ্রুত খোলা রাস্তার ওপর দিয়ে দৌড় লাগালো। এপাশের সাইডওঅকে ওঠার আগেই চিৎকার জুড়ে দিলো সে।

'মার্শাল! অ্যাই মার্শাল!'

শটগান হাতে দরজা খুলে এক কদম বাইরে এলো লেভিন, যে কোনো ধোঁকাবাজির জন্যে প্রস্তুত।

ওকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালো আগন্তুক।

'ব্যাপারটা কি?' জিজ্ঞেস করলো লেভিন।

'জলদি চলো, মার্শাল। ওয়াটস তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছে। স্পেড রাইডাররা ওদিকে পাদ্রীকে বন্দী করেছে, যা তা আচরণ করছে তার সঙ্গে। বেচারা মারাত্মকভাবে চোট পাওয়ার আগেই তোমার যাওয়া দরকার। প্যাট বলেছে তাড়াতাড়ি যেতে।'

কথাগুলো উল্টেপাল্টে দেখলো লেভিন মনে মনে। ওকে জেলখানা থেকে সরিয়ে নেয়ার জন্যে এটা একটা কৌশল হতে পারে। কনরয়কে বের করে নেয়ার চেষ্টা। কিন্তু আগন্তুককে প্রত্যাখ্যান করতে পারলো না লেভিন। প্যাট ওয়াটস ওকে পাঠিয়ে থাকলে, ব্যাপারটা সত্যি জরুরি। নবাগতের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করলো ও।

'ওয়াটসই পাঠিয়েছে তোমাকে, সত্যি কথা বলছো? আমার সঙ্গে মিথ্যা বলে থাকলে কিন্তু—'

'মিথ্যা নয়, মার্শাল! খোদার কসম, ওয়াটসই পাঠিয়েছে! গুলির আওয়াজ পাচ্ছো না তুমি!'

'তুমি কে?'

'আমার নাম গালিভার-এ শহরের নাপিত।'

'ঠিক আছে, ভেতরে থাকো, গালিভার, দরজায় তালা আটকে দাও। র‍্যাকে একটা রাইফেল আছে, আমি ফিরে আসার আগে যদি কেউ এখানে ঢোকার চেষ্টা করে বিনা দ্বিধায় গুলি করবে, বুঝেছো?'

'না, স্যার, আমি পারবো না! আমি—'

'ঢোকো!' চেঁচিয়ে বললো লেভিন, হ্যাঁচকা টানে ভেতরে ঢোকালো গালিভারকে। 'দরজাটা আটকে দাও!'

নাপিত ওর নির্দেশ পালন করলো কিনা দেখার জন্যে অপেক্ষা করলো না লেভিন। জেলখানাটা একেবারে ফাঁকা থাকার চেয়ে নাপিতের উপস্থিতি মন্দের ভালো। লোকটা ভয়ে সরে না পড়লে ল্যানজদের কয়েক মিনিট ঠেকিয়ে রাখতে পারবে সে। এবং জেল ভাঙার জন্যেই ওকে সরিয়ে নেয়ার ল্যানজের এটা একটা কৌশল হয়ে থাকলে অচিরেই বোঝা যাবে, সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসতে পারবে ও।

জেলখানা থেকে বুল রিভার স্যালুন পর্যন্ত দূরত্বটুকু এক দৌড়ে অতিক্রম করলো মার্ক লেভিন। ও যখন চৌকো দালানটার কোণে পৌঁছুলো, তখন গুলির আওয়াজ স্তিমিত হয়ে এসেছে। থামলো না সে। সিঁড়ির ধাপগুলো টপকে দ্রুত বারান্দায় উঠে এলো, দৌড়ের ওপরই চলে এলো স্যালুনের অন্যপাশে। এখানকার ফাঁকা জায়গায় একদল ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেলো লেভিন। পোর্চ থেকে লাফ দিয়ে নামলো সে। শটগান বাগিয়ে ধরে জটলার দিকে এগিয়ে গেল। ঠিক একই সময়ে সরে যেতে শুরু করলো কয়েকজন।

এবার জটলার মাঝখানে অসহায় জেমস কার্টারকে দেখলো লেভিন। পাদ্রীর পরনে এখন অন্তর্বাস ছাড়া আর কিছু নেই, সাদা ড্রয়ার্সে করুণ দেখাচ্ছে। গুলি ছুঁড়ে যাজককে নাচানোর সেরা খেলাটাই বেছে নিয়েছিলো স্পেড রাইডাররা।

লেভিনকে দেখতে পেয়ে ক্লান্ত বিধ্বস্ত পাদ্রী লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। ওর এক গালে লাল একটা ক্ষতচিহ্ন, বাম বাহুতেও একটা দাগ দেখা গেল। ওর চামড়া ছড়ে দিয়েছে দুটো বুলেট। অসহায় দৃষ্টি মেলে লেভিনের দিকে তাকালো পাদ্রী।

'দুঃখিত, মার্শাল। আমি আসলে একটা হদ্দ বোকা। ওদের চালাকিতে বিশ্বাস করে এখন নিজের এই অবস্থা—'

'ভুলে যাও,' বললো লেভিন। রাইডারদের দিকে তাকালো ও। 'তোমাদের যেকোনো দুজন মিলে ডাক্তারের কাছে পৌঁছে দিয়ে এসো ওকে।'

ভিড় ঠেলে সামনে এসে ওর কথায় বাধা দিলো প্যাট ওয়াটস। 'বাধ্য হয়েই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি,' বললো সে। 'তা নাহলে লোকটাকে ঠিক মেরে ফেলতো ওরা।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি! ওরা সবাই ল্যানজের লোক, তাই না?'

ওয়াটস বললো, 'হ্যাঁ। সবকটা। প্রথমে পাদ্রীর সঙ্গে ঠাট্টা মস্‌করা করছিলো ওরা, তারপর হঠাৎ—'

ওয়াটসের কথায় বাধা দিয়ে ফের গুলির শব্দ শুরু হলো, এবার রাস্তার ওমাথায়। পাঁই করে চরকির মতো ঘুরলো লেভিন। ঠিকই অনুমান করেছিলো। ওকে জেল থেকে বের করে আনার জন্যেই এই নাটকের আয়োজন করা হয়েছে। দৌড়ে রাস্তার দিকে এগোলো ও। বুল রিভারের কোণ ঘুরে রাস্তায় উঠতেই জেলখানার সামনে বারো-চোদ্দজন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেলো ও। সঙ্গে সঙ্গে ছোটার গতি বাড়িয়ে দিলো। জেরি হ্যানসনের রেস্তরাঁ অতিক্রম করা মাত্র ওকে দেখে ফেললো ল্যানজ আউটফিট।

এক সঙ্গে ওর দিকে ঘুরলো। সবার হাতের অস্ত্র, অন্ধকারে বেপরোয়া গুলি ছুঁড়তে শুরু করলো ওরা। লেভিনের চারপাশে বালিতে এসে গাঁথছে একের পর এক বুলেটগুলো, মাথার ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে কোনোটা, বাতাসে শিস কেটে। শটগান উঁচু করলো লেভিন, জটলা নিশানা করে একটা গুলি ছুঁড়লো। তীব্র আর্তনাদ শুনে বুঝলো বাকশটের আঘাত খেয়েছে কেউ একজন। পরক্ষণে আবার গর্জে উঠলো প্রতিপক্ষের অস্ত্র।

পাঁজরে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলো লেভিন, তারপর বাহুতে। সেনাবাহিনীতে চাকরির দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল ওর। শত্রুপক্ষের কামানের অবিরাম গোলা উপেক্ষা করে যেন দীর্ঘ একটা পাহাড়ী ঢাল বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। প্রাণ বাঁচানোর কোনো উপায় নেই। আবার ওর শার্টের হাতায় টান বসালো একটা বুলেট। পরমুহূর্তে ওর শটগানটার স্টক ঘুরিয়ে দিলো আরেকটা, প্রায় টুকরো টুকরো হয়ে গেল ওটা।

কেঁপে উঠে হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল অস্ত্রটা। গুলির ধাক্কা টলিয়ে দিলো ওকে। প্রায় হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবার অবস্থা হলো।

কোমরে ঝোলানো পিস্তলের দিকে হাত বাড়ালো ও। খাপ ছেড়ে বেরিয়ে এলো অস্ত্রটা। গুলি করলো সে শত্রুপক্ষের উদ্দেশে । সেই সঙ্গে ডান দিকে নজর বোলালো একবার। পাশের খালি স্টোররুম দুটো বেশি দূরে না, কাছেই।

সবচেয়ে কাছের স্টোরটার দিকে ঘুরলো ও, ছুটে গেল দ্রুত। দরজার কাছে পৌঁছুলো। তালা দেয়া কিনা দেখতে গিয়ে সময় নষ্ট করলো না। সবুট লাথি মারলো কবাটে, সজোরে। ঝট্ করে খুলে গেল দরজাটা। প্রায় লাফিয়ে ঢুকে পড়লো সে অন্ধকার কামরায়।

শিগগিরই ল্যানজ আউটফিটকে ঠেকানোর একটা বুদ্ধি বের করতে হবে। কিন্তু এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে একা কি করবে ও! নিজের প্রাণ নিয়েই টানাটানি পড়ে গেছে!

পাঁচ

সাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালো লেভিন, এক ঝটকায় আটকে দিলো কবাট, তারপর ঘুরে এবার সামনে পা বাড়াতেই মাটিতে পড়ে থাকা কিছু একটার সঙ্গে হোঁচট খেলো সে, দড়াম করে আছড়ে পড়লো। ককিয়ে উঠলো লেভিন ব্যথায়। ওদিকে বাইরে ঘোড়ার ছোটাছুটির তুমুল আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। স্টোরের কাচের জানালা ভেদ করে একের পর এক বুলেট এসে ঢুকছে ভেতরে, বৃষ্টির মতো কাচের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। চট করে গড়ান দিয়ে চিত হলো লেভিন, তারপর হাঁটুতে ভর দিয়ে সোজা হলো।

স্টোর রুমটার ঠিক মাঝামাঝি একটা ভারি প্ল্যাংক কাউন্টার দেখতে পেলো আবছা অন্ধকারে। এগিয়ে গিয়ে হাত ঠেকালো ওটার গায়ে, ঠেলে সরানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু নড়লো না ওটা একটুও। পেরেক দিয়ে দেয়ালের সাথে আটকানো। ঝুঁকি আছে, তবু সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে, পিছিয়ে এলো এক কদম; তারপর লাথি মারতে শুরু করলো কাউন্টার আর দেয়ালের সংযোগস্থল বরাবর। ক্রমাগত আঘাত সহ্য করতে পারলো না ওটা, আলগা হয়ে গেল অবশেষে। মাথা নিচু করে এবার কাউন্টারটা ঠেলতে ঠেলতে দরজা আর জানালার সঙ্গে এমনভাবে ঠেস দিয়ে রাখলো যাতে দুটো পথই বন্ধ হয়ে যায়। দুর্বল হলেও সাময়িক প্রতিরক্ষা-ব্যূহ হিসাবে কাজ করবে ওটা। ল্যানজের রাইডাররা ঢোকার চেষ্টা চালালে খানিকটা অন্তত সময় খরচ করতে হবে তাদের। এবং ওর সময় দরকার!

আবার চিত হয়ে শুলো মার্ক লেভিন, পরিশ্রম আর উত্তেজনায় ক্লান্ত, বুকটা ওঠানামা করছে হাপরের মতো। ঘন ঘন শ্বাস নিতে লাগলো ও। বাইরে চিৎকার করে রাইডারদের নির্দেশ দিচ্ছে জন ল্যানজ; পরিষ্কার শুনতে পেলো। সেই সঙ্গে চলছে অবিরাম গুলির প্রচণ্ড কান ফাটানো আওয়াজ।

কামরার মেঝেয় ধুলোর আস্তরণ, দম বন্ধ হবার জোগাড় লেভিনের। পেছন দিকে দেয়াল আর কাউন্টারের গায়ে এসে বিঁধছে বুলেট, ভোঁতা এক ধরনের

শব্দ হচ্ছে—ভীতিকর! আপাতত কয়েক মিনিটের জন্যে নিরাপদ ও, ভাবলো লেভিন, কিন্তু বেশিক্ষণ এখানে থাকা যাবে না। আবার বেরোবেই বা কি করে? গ্যাঁড়াকলে আটকা পড়ে আছে! সবচেয়ে বড় কথা, কার্যকর কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলার মতো অবস্থাও ওর নেই এই মুহূর্তে। ব্যাপারটা ওকে খেপিয়ে তুললো। কি করা যায়! একটা পথ তো বের করতে হবে—যেভাবে হোক!

আবার উপুড় হয়ে শুলো লেভিন, বুকে হেঁটে দ্রুত স্টোরের পেছন দিকে এগোলো সে। একটা দরজা আছে, কিন্তু কোনো জানালার চিহ্ন পাওয়া গেল না। তবু আশায় ওর বুক ভরে উঠলো। পেছন-দরজা দিয়ে যদি বোরোতে পারে, তাহলে ল্যানজের চোখে ধুলো দিয়ে শত্রুপক্ষের পেছনে গিয়ে হাজির হওয়া যাবে।

নবের অবস্থানের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো মার্ক লেভিন, কিন্তু দরজাটা খুললো না। অন্ধকারে দরজার কবাটের ওপর হাত বুলিয়ে পরখ করলো ও। লম্বা লম্বা তিন চার টুকরো কাঠ আড়াআড়িভাবে পেরেক দিয়ে গেঁথে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে দরজাটা।

হাত দিয়ে টেনে একটা টুকরো খোলার চেষ্টা করলো লেভিন। পারলো না, গজাল দিয়ে শক্ত করে আটকানো, ধরাই যাচ্ছে না ঠিকমতো, খুলবে কি! মুশকিল হলো!

'মার্শাল!'

ভাঙা জানালাপথে ল্যানজের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

'মার্শাল! ওখানেই মরার শখ হয়েছে?' আবার বললো ল্যানজ।

হোলস্টার থেকে রিভলভারটা বের করে আনলো লেভিন। একেবারে নিচের দিকের কাঠের টুকরোর ওপর হাত বোলাতে বোলাতে একটা জায়গায় কবাট আর ওটার মাঝে সামান্য একটা ফাঁক খুঁজে পেলো। ওই সামান্য ফাঁকেই পিস্তলের ব্যারেল সেঁধিয়ে দিলো লেভিন, সজোরে চাপ দিলো নিজের দিকে। কড় কড় শব্দ তুলে পেরেক সহ আলগা হয়ে এলো টুকরোটা। রিভলভার মাটিতে নামিয়ে রাখলো ও। উত্তেজিত বোধ করছে। কাঠের টুকরোটা দুহাতের মুঠোয় ধরে হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেললো।

'বেরিয়ে এসো, মার্শাল!' আবার চিৎকার শোনা গেল ল্যানজের। 'ওখানে লুকিয়ে থেকে পার পাবে না তুমি!'

কথা বলে যাও, মনে মনে বললো লেভিন, আর একটু সময় দাও আমাকে। বেরোচ্ছি!

দরজাটা খুলে রাস্তায় নামার জন্যে যথেষ্ট সময় পেলেই চলবে! কয়েক মুহূর্তের চেষ্টায় আরো একটা কাঠের টুকরো আলগা করতে সক্ষম হলো ও, ছুঁড়ে ফেললো একপাশে। গুলির আওয়াজ থেমে গেছে এখন। শেষ কাঠের টুকরোটা খুঁজে পেলো লেভিন, উদ্‌ভ্রান্তের মতো ওটা খোলার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। বেশি সময় বোধ হয় মিলবে না আর।

'গুলি খেয়েছো নাকি, মার্শাল? সেজন্যেই চুপ মেরে আছো? আমি তো তোমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম। করিনি? তোমাকে বলেছিলাম রাস্তা

মাপতে। কিন্তু তুমি আমার কথায় আমল দাওনি, বেশি সাহস দেখাতে গিয়েছিলে—বোকার মতো। এখন বোঝো মজা!'

শেষ টুকরোটাও খুলে এলো অবশেষে। নবটা এবার খামচে ধরলো লেভিন; ঘুরিয়ে টান মারলো।

কিন্তু এবারও খুললো না দরজাটা।

হাঁপাতে হাঁপাতে খিস্তি করলো লেভিন। ব্যাপারটা কি? এবার কবাটের প্রান্ত বরাবর হাত চালালো ও দ্রুত।

আরো পেরেক! চৌকাঠের পাশ থেকে গেঁথে দেয়া।

'এবার দেখলে তো কিভাবে এ শহর চালায় স্পেড? তুমি কেন, এখানকার নিয়ম পাল্টানোর সাধ্য কারো নেই!'

কবাট থেকে খুলে নেয়া একটা কাঠের টুকরো তুলে নিলো মার্ক লেভিন। তারপর উল্টোদিক থেকে বাড়ি মেরে বের করে আনতে লাগলো পেরেকগুলো।

আর কয়েকটা মিনিট সময় দাও, ল্যানজ। আর কয়েকটা মিনিট!

'আমার ছেলেটাকে জেল থেকে মুক্ত করা হয়েছে, আমি এখন সন্তুষ্ট। তোমার বেয়াদবি আপাতত ভুলে যেতে পারি আমি, যদি তল্পিতল্পা গুটিয়ে তল্লাট ছেড়ে চলে যাও তুমি। তোমাকে যেন আর কখনো আমার ত্রিসীমানায় না দেখি। আমার কথায় রাজি আছো?'

শেষ পেরেকটাও খুলে ফেললো লেভিন, নবটা ধরে হ্যাঁচকা টান মারলো। সাঁই করে খুলে গেল কবাট, ওকে নিয়েই সজোরে দেয়ালের গায়ে বাড়ি খেলো কবাটটা। ভোঁস করে এক সঙ্গে সব বাতাস বেরিয়ে যাবার অবস্থা হলো ওর। কিন্তু দম ফিরে পাবার জন্যে সময় নষ্ট করলো না লেভিন, উদ্যত পিস্তল হাতে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এলো স্টোর থেকে। হাতের ঠিক বামদিকে দেখতে পেলো জেলখানার পেছন দিকটা। এক দৌড়ে জেলখানা অতিক্রম করে এলো লেভিন, হেনরি গিলবার্টের স্টোরের পেছনের এপাশের কোণে হাজির হলো।

মুহূর্তের জন্যেও না থেমে দোকানের পেছনটাও পেরিয়ে এলো লেভিন, চট করে কোণ ঘুরলো, তারপর দালানের ওপাশের দেয়াল বরাবর ছুটলো আবার সমান গতিতে। কিন্তু আধাআধি দূরত্ব অতিক্রম করার আগেই বোঝা হয়ে গেল, বড্ড দেরি হয়ে গেছে! কিছু করার নেই এখন। ল্যানজ আর তার রাইডাররা ইতিমধ্যে বেশ দূরে চলে গেছে, দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে রাতের অন্ধকারে। নাগালের বাইরে।

কিন্তু না থেমে রাস্তায় উঠে এলো লেভিন, পাঁই করে ঘুরে এবার উল্টোপথ ধরলো, ডাচ স্মিটের আস্তাবল ওর গন্তব্য।

তাড়াতাড়ি একটা ঘোড়া দরকার, পিছু ধাওয়া করতে হবে ল্যানজদের। এতক্ষণে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে কেউ কেউ।

দোকানের পোর্চে এসে দাঁড়ালো হেনরি গিলবার্ট, চিৎকার করে লেভিনকে জিজ্ঞেস করলো:

'মার্শাল, তুমি ঠিক আছো?'

'হ্যাঁ, আছি!' পাল্টা চিৎকার করে জবাব দিলো লেভিন।

পরক্ষণে জেরি হ্যানসেনকে দেখতে পেলো ও। ক্যাফে ছেড়ে রাস্তায় নেমে এসেছে মেয়েটা, দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। উদ্বিগ্ন মনে হলো তাকে। বিস্মিত হলো মার্শাল।

'ওদের পিছু নিতে পারবে না তুমি!' লেভিনের মতলব বুঝতে পেরে বলে উঠলো জেরি। 'একা তো নয়ই! তাছাড়া তুমি আহত!'

জেরির একথায় সংবিৎ ফিরে পেলো লেভিন। যুক্তিসঙ্গত কথা বলেছে জেরি হ্যানসেন, সন্দেহ নেই। প্রস্তুতি ছাড়া বেপরোয়াভাবে ল্যানজ আউটফিটকে ধাওয়া করা মানে পরিষ্কার আত্মহত্যা! বারো-তেরোজন গানম্যানের বিরুদ্ধে একা লড়াই করতে হবে ওকে। পেরে ওঠার প্রশ্নই আসে না! থমকে দাঁড়ালো লেভিন।

'ভেতরে চলো,' প্রায় নির্দেশের সুরে বললো জেরি। 'তোমার হাতের অবস্থা দেখা দরকার!'

'পরে!' প্রায় কঠিনই শোনালো লেভিনের কণ্ঠস্বর, নিজের ওপর বিরক্ত সে, এভাবে হেরে যাবে, চিন্তাও করেনি।

একটু আগে ও যে স্টোর রুমটায় আত্মগোপন করেছিলো সেটার সামনে সমবেত লোকজনের দিকে এক নজর তাকালো লেভিন।

'একটা পসি গঠন করতে চাই আমি,' সবাই যাতে শুনতে পায় সেজন্যে গলা চড়িয়ে বললো ও। 'ধাওয়া করে কনরয়কে পাকড়াও করে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঘোড়া আর বন্দুক চালাতে জানো তারা সবাই পনেরো মিনিটের মধ্যে জেলখানার সামনে হাজির হবে! কেউ যেন বাদ না পড়ে!'

খানিক ইতস্তত করলো লেভিন, শহরবাসীদের সাড়া পাবার অপেক্ষায় রইলো। কিন্তু হ্যাঁ-না কোনো জবাবই পাওয়া গেল না।

দ্রুত আবার জটলার দিকে নজর ফেললো লেভিন। কেমন মানুষ এরা?

'তোমাদের হলোটা কি? আমার সঙ্গে যাবে না? জবাব দিচ্ছো না কেন? কনরয়কে ধরতে হবে তো!'

তবুও শুধুই নীরবতা।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো দুজন লোক, আস্তে আস্তে সরে যেতে শুরু করলো। অন্যরাও তাদের অনুগামী হলো।

রাগে জ্বলে উঠতে লাগলো লেভিন। ওর মনের অবস্থা বুঝতে পারলো জেরি, হাত রাখলো বাহুতে।

'ওরা কেউই তোমাকে সাহায্য করতে আসবে না, মার্ক। কিন্তু সেজন্যে ওদের দোষ দিতে পারবে না তুমি। এর আগে কয়েকবার জন ল্যানজের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলো ওরা—ওদের সব চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এবারও সবাই ধরে নিয়েছে, একই পরিণতি অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। তারপর ল্যানজের রোষানলে পড়তে হবে ওদের। ওরা তাই সন্ত্রস্ত! চলো, এবার ভেতরে চলো, তোমার হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিই।'

'ওসবের সময় নেই!' ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিলো লেভিন। 'কেউ যদি আমার সঙ্গে যেতে রাজি না হয়, আমি একাই যাবো! কনরয়কে ফিরিয়ে আনতেই হবে। কেউ একজন আমাকে পথ বাতলে দিলেই হবে—আর ল্যানজের র‍্যাঞ্চ সম্পর্কে

একটা ধারণা দিতে হবে।'

ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলো লেভিন। স্টর্ম, প্যাট ওয়াটস আর ডাচ হেলমুট স্মিট দৌড়ে আসছে।

'চোট পেয়েছো তুমি, মার্শাল?' কাছে আসার পর জানতে চাইলো স্যালুন মালিক।

'ও কিছু না, সামান্য আঁচড় মাত্র। এখুনি আমার একটা পসি দরকার। তোমরা কেউ ঘোড়া চালাতে পারো না?'

'পারতাম,' জবাব দিলো ওয়াটস। 'কিন্তু অনেক দিন অভ্যেস নেই তো, ভুলে গেছি হয়তো!'

প্রৌঢ় স্টর্ম আর বিশালদেহী ডাচ স্মিটও কোনো সাহায্যে আসবে না, বুঝতে পারলো লেভিন। প্রশ্ন করার সময়ই বোঝা হয়ে গেছে সেটা। প্রচণ্ড ক্ষোভে জায়গায় ঘুরে দাঁড়ালো ও, নিজের অফিসের দিকে পা বাড়ালো।

অফিসে এসে ঢুকলো লেভিন। ওকে অনুসরণ করলো সবাই। একটু পরে এলো হেনরি গিলবার্ট। সবার শেষে স্যাম হান্ট।

স্যুইভেল চেয়ারে গিয়ে বসে পড়লো মার্শাল। ওর ক্ষতস্থান পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো জেরি হ্যানসেন। পাঁজরের সামান্য ক্ষতটার কথা কাউকে জানানোর প্রয়োজন মনে করলো না ও।

'তুমি মারাত্মকভাবে আহত হওনি দেখে স্বস্তি পেলাম,' ডেস্কের সামনে সমবেতদের সঙ্গে মিলিত হলো হোটেল মালিক স্যাম হান্ট, সে-ই বললো কথাটা। 'গুলির আওয়াজে মনে হচ্ছিলো মারাত্মক লড়াই বেধে গেছে!'

'একতরফা যুদ্ধ ছিলো ওটা, আমি কিছুই করতে পারিনি,' বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিলো লেভিন।

'তোমার সাধ্যে যতোটা কুলিয়েছে, ঝুঝেছো তুমি,' বললো স্যাম হান্ট। 'এখন কি করার কথা ভাবছো?'

কৌতূহলী চোখে হোটেল মালিকের দিকে তাকালো লেভিন। 'ভাবা-ভাবির কি আছে এখানে? কনরয়ের পিছু নেবো। এছাড়া আর কি করার আছে এখন?' জোর গলায় বললো ও।

লেভিন একথা বলার পর অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এলো অফিস কামরায়।

দৃষ্টিতে চ্যালেঞ্জ ফুটিয়ে তুলে হেনরি গিলবার্টদের দিকে তাকালো মার্ক লেভিন।

'তোমরা কি তা-ই চাও না? এ শহর পরিষ্কার করার জন্যেই তো আমাকে চাকরি দেয়া হয়েছে—নাকি? কনরয়কে আবার ধরে আনা না গেলে সেটা কিভাবে সম্ভব হবে?'

স্বস্তির সঙ্গে নড়েচড়ে দাঁড়ালো স্যাম হান্ট। 'ইয়ে, কথাটা ঠিকই বলেছো তুমি, মার্শাল। আইন প্রতিষ্ঠার জন্যেই তোমাকে আনা। আমরা—অবশ্য সবাই না হলেও কেউ কেউ—মনে করেছিলাম একটু অন্যভাবে কাজটা করবে তুমি, মানে, বলতে চাইছি, এভাবে হুড়মুড় করে কাজে না নেমে ধীরে সুস্থে এগোতে পারতে, আইন তার শিকড় ছড়াতে পারতো—'

'মার্শালকে খামোকা দোষারোপ করছো,' বাধা দিয়ে বললো গিলবার্ট। 'ল্যানজই ঝামেলা বাধিয়েছে, দোষটা তার। আমার মতে লেভিন নয়, ল্যানজই গোলমালের হোতা।'

'তুমি ঠিকই বলেছো,' বললো লেভিন। 'কিন্তু সেটা এখন আমার কাছে কোনো ব্যাপার নয়। আসল কথা হচ্ছে, ল্যানজ আউটফিটকে যদি সত্যি দমন করতে চাও তোমরা, এটাই তার উপযুক্ত সময়; এই সুযোগ হয়তো আর পাওয়া যাবে না। আমরা আজ রাতের ঘটনাটাকে এখানে আইন প্রতিষ্ঠার স্বার্থে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হলে শহর পরিষ্কার বা ল্যানজকে ঠেকানোর কথা ভুলে যেতে হবে চিরদিনের জন্যে।'

'আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত,' বললো প্যাট ওয়াটস। 'কিন্তু কাজটা কিভাবে করার কথা ভাবছো তুমি? একা একা তো আর স্পেড র‍্যাঞ্চে যেতে পারছো না, তাহলে আর জান নিয়ে ফিরে আসতে হবে না। ল্যানজের রাইডাররা, বলে দিতে হবে না, খুবই খারাপ। কনরয় ঠাণ্ডামাথার খুনী, আগেই শুনেছো, বেশ কয়েকটা খুন করেছে সে, হেবার তার প্রথম বা একমাত্র শিকার নয়। অনেককেই পেছন থেকে পিঠে গুলি করে হত্যা করেছে সে। আর ল্যানজ নিজেও ভালো গানফাইটার, চমৎকার সিক্সগান চালায়। এতগুলো লোকের সঙ্গে পেরে উঠবে না। আর সবচেয়ে বড় কথা, র‍্যাঞ্চটা ঠিক মতো চেনো না তুমি, ফাঁদে পড়ে যাবে না হক।'

'কেউ যদি আমার সঙ্গে যেতে রাজি না হয়,' বললো লেভিন। 'একাই যেতে হবে, আর কোনো উপায় নেই। কিভাবে স্পেড র‍্যাঞ্চে গেলে বিপদের আশঙ্কা কম বলে দাও, আশপাশের এলাকা সম্পর্কেও একটা ধারণা দিয়ো। কনরয়কে ধরে আনার সব রকম চেষ্টা করবো আমি। কিছুতেই চুপচাপ বসে থাকবো না!'

'আমি যাবো তোমার সঙ্গে,' চট করে বলে উঠলো হেনরি গিলবার্ট।

আরো স্বেচ্ছাসেবক পাবে ভেবে অপেক্ষা করলো মার্ক লেভিন। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পেরিয়ে যাওয়ার পর আর কেউ সাড়া দিচ্ছে না দেখে শীতল ক্রোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইলো ওর মধ্যে। সেই একই কাহিনির পুনরাবৃত্তি, ভাবলো ও।

'আমি এখনো বলি পরিস্থিতি একটু শান্ত হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত,' বললো হান্ট। 'ল্যানজের মাথা ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখ, হয়তো আলাপ আলোচনা করে তাকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝাতে সক্ষম হবো আমরা। কনরয়কেও হয়তো বিচারের জন্যে আমাদের হাতে তুলে দিতে রাজি হবে সে।'

'সে আমাদের কথা শুনবে, একথা ভাবছো কি হিসাবে?' জিজ্ঞেস করলো গিলবার্ট। 'এতদিন আমাদের মতামতের থোড়াই পরোয়া করেছে। আজ তার ব্যতিক্রম হবার কোনো কারণ দেখছি না আমি। একটা কথা তোমার মাথায় ভালো করে গেঁথে নাও—শহরটা তার হাতের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবে তার ল্যানজ সেটা চুপচাপ বসে দেখবে, এটা কখনোই হবার নয়—অন্তত যতক্ষণ অটিস কনরয় আর হ্যাংক জনসনের মতো লোক তার সঙ্গে আছে ততক্ষণ তো নয়ই। ল্যানজ যা

বলবে, মুখ বুজে তা-ই করবে ওরা।'

লেভিনের বাহুতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করলো জেরি হ্যানসেন। মেয়েটার দিকে তাকালো লেভিন, মৃদু প্রশংসা ঝরে পড়লো ওর হাসিতে।

এবার উঠে দাঁড়ালো লেভিন, কামরার উল্টোদিকে গানর‍্যাকের সামনে এসে রাইফেলটা তুলে নিলো হাতে, গুলি ভরা আছে কি-না দেখে নিলো আবার।

তারপর ঘুরে গিলবার্টের মুখোমুখি হলো। 'এই মুহূর্তে আমার যেটা করা উচিত,' অবিচল কণ্ঠে বললো ও। 'আস্তাবল থেকে ঘোড়া বের করে ওটার পিঠে স্যাডেল চাপিয়ে চলে যাওয়া শহর ছেড়ে। তোমরা কেউই ঠিক মতো জানো না সত্যি সত্যি কি করতে চাও। সেটা বোঝাতে গিয়ে আমার প্রাণ হারাতে হতে পারে। কিন্তু এখানে আইন প্রতিষ্ঠা করার, আইনের মর্যাদা রাখার শপথ নিয়েছি আমি। আমি আমার শপথের মূল্য দিই। সবচেয়ে বড় কথা, জন ল্যানজ কিংবা ওর মতো যারা তাদের আমি পছন্দ করি না। সম্ভবত একারণেই এখানে থাকবো আমি।

'হ্যাঁ, স্বীকার করছি, তোমরা চাইলে এখুনি আমাকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা রাখো। পরবর্তী পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার সাহস না থাকলে আমার বুকে সাঁটা ব্যাজটা খুলে নিয়ে লেনদেন চুকিয়ে বিদায় করে দিতে পারো আমাকে, আমি আপত্তি করতে পারবো না। তবে সেটা যদি করো, এখানেই শেষ হয়ে যাবে তোমাদের সব স্বপ্ন, সমৃদ্ধি হবে সোনার হরিণ। এই সামান্য বেয়াদবির জন্যে জন ল্যানজ হয়তো মারাত্মক কোনো সাজার ব্যবস্থা না করেই ছেড়ে দেবে তোমাদের। সেই সঙ্গে শহরটাও চিরকালের জন্যে জন ল্যানজের দখলে চলে যাবে।

'আমার এত কথা বলার কারণ, আমার অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেতে চাই। কমিটির প্রত্যেকেই এখানে হাজির রয়েছো, একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও। যদি আমাকে আমার পদে বহাল রাখো, যেভাবেই হোক আমার দায়িত্ব পালন করবো। যদি বিদায় করতে চাও, সাফ সাফ বলে দাও, এক মিনিটও দেরি করবো না, চলে যাবো এখান থেকে।'

স্যাম হান্ট বললো, 'ভেবেচিন্তে দেখার জন্যে আমাদের একটু সময় দাও, তারপর না হয় সিদ্ধান্ত—'

এবার জেরি হ্যানসেনের নীল চোখজোড়া জ্বলে উঠলো। 'যা ভাবার এখুনি ভাবো!' চেঁচিয়ে উঠলো সে। 'আমি যদি পুরুষ হতাম—তোমার সঙ্গে যেতাম আমি, মার্ক। আচ্ছা, তোমাদের কি হলো বলো দেখি? এখানে মার্শাল হিসাবে একজনকে নিয়োগ করেছো, এখন আর কিছু না পারো, ওর পাশে তো দাঁড়ানো উচিত।'

'আমার মনের কথা বলেছে জেরি,' বললো অ্যারন স্টর্ম। 'তোমাকে সাহায্য করতে পারলে সত্যি খুশি হতাম আমি, মার্শাল, মানে অস্ত্র হাতে পাশে দাঁড়ানোর কথা বলছি। তারপরও আমার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে পারো, আমি আছি তোমার সঙ্গে, যেভাবে পারি সাহায্য করবো। আমরা প্রথম যেদিন ল-লেসে আইন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেদিন থেকেই আমি জানি, আমাদের পদক্ষেপ সহজে মেনে নেবে না ল্যানজ।' স্যাম হান্টের দিকে তাকালো সে। 'তুমিও জানো এটা। এখন কেন মত পাল্টাচ্ছো?'

'আমি মত পাল্টাইনি,' সরাসরি বললো গিলবার্ট। 'আমি মনে করি মার্শালের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন দেয়া উচিত। ও যখন কাজটা শুরু করেছে এখন সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ইতিমধ্যে ল্যানজ কিছুটা হলেও দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছে বলে আমার ধারণা। এটাকে কাজে লাগাতে হবে। সুযোগ হারানো ঠিক হবে না।'

মাথা নাড়লো স্যাম হান্ট। 'সবাই একসঙ্গে হুজুগে মেতে উঠো না। আমি শহর আর শহরবাসীদের নিরাপত্তার কথা ভাবছি। ঘটনাপ্রবাহ যেদিকে এগোচ্ছে পরিণামে অনেকেরই মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তোমরা ইচ্ছা করলে লেভিনের পক্ষে ভোট দিতে পারো, কিন্তু আমি বাদ। আমার জবাব—না। আমি মনে করি ধীরে সুস্থে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়া উচিত আমাদের। তাড়াহুড়ো করে কোনো দিনই ভালো কিছু করা যায় না। এটা খুবই সাধারণ কথা—যুক্তির কথা। জেদ করলে তো হবে না!'

কথা শেষ করেই চট করে ঘুরে দাঁড়ালো হোটেল মালিক, অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। চুপচাপ তার গমনপথের দিকে চেয়ে রইলো সবাই।

এবার অবশিষ্টদের দিকে তাকালো মার্ক লেভিন।

'তোমাদের সিদ্ধান্ত?'

'আমাদের এই কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে থাকে। আমি তোমার পক্ষে আছি, যে কোন জায়গায় যেতে রাজি আছি, প্রয়োজনে।'

বিশাল দুহাত এক করলো হেলমুট স্মিট। 'তোমার বিবেচনায় যা ভালো মনে হয়, তা-ই করো, মার্শাল। আমার সমর্থন থাকবে। বাকবোর্ড চালিয়ে যাবার যদি অনুমতি দাও, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে ল্যানজের ওখানে।'

'আমিও তোমার পক্ষে,' এবার বললো প্যাট ওয়াটস। 'এখন আর স্যাডলে চাপার ক্ষমতা নেই আমার, তবে ডাচ বাকবোর্ড নিয়ে গেলে ওর পাশের সিটে বসতে পারবো আমি, হাতের টিপও কিছুটা ভালো করে নেয়া যাবে এ সুযোগে। আমরা সঙ্গে থাকলে র‍্যাঞ্চ চিনতে কষ্ট করতে হবে না তোমাকে। অনেক সময় বাঁচবে।'

গম্ভীর হাসলো অ্যারন স্টর্ম। 'অনেক দিন হলো অস্ত্র চালিয়েছি—তবু স্মিট আর ওয়াটসের সঙ্গে বাকবোর্ডে করে যেতে পারলে—'

'চমৎকার,' বললো লেভিন। 'আমি আসলে জানতে চাইছিলাম তোমাদের সত্যিকার ইচ্ছা কি। বুঝতে পারছি, তোমরা চাইছো আমি পরিকল্পনামাফিক অগ্রসর হই। বেশ, তা-ই করবো। আমি কথা দিচ্ছি, শহর এলাকায় যাতে কোনোরকম গানপ্লে না হয় সেদিকে লক্ষ রাখবো। আমি চাই না নিরীহ কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হোক। কিন্তু এব্যাপারে গ্যারান্টি দিতে পারবো না কিছুতেই—সম্ভবও নয়। কারণ ল্যানজ উল্টোটাই চাইবে। শহরকে বশে রাখার কৌশল হিসাবে এখানেই ফয়সালা করার চেষ্টা চালাবে।'

একটু থামলো এবার মার্ক লেভিন, স্মিটের দিকে তাকালো। 'ডাচ, তোমার অসল্যারকে গিয়ে বলো আমার ঘোড়া রেডি করতে—'

'আমারটাও,' ওকে বাধা দিয়ে বলে উঠিলো গিলবার্ট।

'—তুমি আর ওয়াটস বাকবোর্ডে করে যদি যেতে চাও, আমার আপত্তি করার প্রশ্নই ওঠে না—তোমাদের বরং সাদরে আমন্ত্রণ জানাবো দলে। দল যত ভারি হবে আমাদের দিক থেকে তত লাভ, অন্তত ক্ষতি নেই। অ্যারন,' ব্যাংকারের উদ্দেশে বললো লেভিন। 'তুমি শহরে থাকলেই ভালো হবে। জাজ এলে তাকে সবকিছু বোঝাতে হবে, তোমার কথা শুনবে জাজ। আমরা না ফেরা পর্যন্ত যেভাবে হোক আটকে রাখতে হবে তাকে। জাজ আসার সঙ্গে সঙ্গে আসামীকে হাজির করতে পারবো, তেমন সম্ভাবনা কম। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ঠিকই আদালতে দাঁড় করাবো তাকে, এব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে ওকে নিশ্চয়তা দিতে পারো তুমি। এখানেই বিচার হবে অটিস কনরয়ের, যদি বেঁচে থাকি।'

ইতিমধ্যে দরজার দিকে এগিয়ে গেছে আস্তাবল মালিক, তার এক কদম পেছনে প্যাট ওয়াটস। গিলবার্টও পা বাড়ালো তাদের অনুসরণ করতে। 'ওরা ঘোড়া আর বাকবোর্ড তৈরি করার ফাঁকে আমার রাইফেলটা নিয়ে আসি। ওদিকে নিরস্ত্র যাওয়া ঠিক হবে না। দশ মিনিটের মধ্যে আসছি আমি, মার্ক।'

'জাজের ব্যাপারে কোনো চিন্তা করো না,' বললো অ্যারন স্টর্ম। 'যথাসময়ে হাতের কাছেই পাবে তাকে, অন্তত এটুকু আশ্বাস দিতে পারি। আমি তাহলে এবার যাই। তুমি যাবে, জেরি?'

'একটু পরে,' জবাব দিলো মেয়েটা।

ব্যাংকার চলে যাবার পর মার্ক লেভিনের দিকে তাকালো জেরি হ্যানসেন। কিন্তু লেভিন তখন ব্রুশ জ্যাকেটের পকেটে রাইফেলের কার্ট্রিজ ঢোকাতে ব্যস্ত।

'স্যাম হান্টের কথায় রাগ করো না যেন,' ওকে বললো জেরি। 'ল্যানজের বিরোধিতার ব্যাপারে প্রথম থেকেই সতর্ক পদক্ষেপের পক্ষপাতি সে। ল্যানজকে খেপালে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড হয়ে যাবার ভয় করে সে।'

'কিন্তু বিষাক্ত সাপের সঙ্গে বসবাস করে তার ছোবল থেকে বাঁচার আশা করা মূর্খতার লক্ষণ,' শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিলো লেভিন। 'কথাটা হান্টের অন্তত বোঝা উচিত।'

'অনেকের মতো স্যামও মনে করছে প্রচণ্ড গোলমাল হতে পারে এখানে—এমনকি খুনখারাবিও—এবং তারপরেও শেষ পর্যন্ত আগের মতোই ব্যর্থ হবে আমাদের সব চেষ্টা।'

'এবার অন্যরকম ফলাফল হতে যাচ্ছে,' শান্ত কণ্ঠে বললো লেভিন।

পুরো এক মিনিট ওর দিকে তাকিয়ে রইলো জেরি হ্যানসেন, জরিপ করলো ওকে, অবশেষে বললো, 'এই ব্যাপারটা তোমার মান-সম্মানের প্রশ্ন হয়ে গেছে, না? সেজন্যেই ল্যানজের মোকাবিলা করার জন্যে খেপে উঠেছো?'

পকেটে রাইফেলের গুলি ভরা শেষ হয়েছে লেভিনের, এবার গান-বেল্টের ল্যুপে গুলি ঢোকাতে শুরু করলো সে। 'বললাম তো,' কাজ করতে করতেই জবাব দিলো ও। 'জন ল্যানজকে আমার পছন্দ নয়। এদিক দিয়ে দেখলে ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত সংঘাত বলা যেতে পারে অবশ্য।'

ওর আরো কাছাকাছি এগিয়ে এলো জেরি। সহসা উদ্বেগের ছাপ পড়েছে তার দৃষ্টিতে। 'ল্যানজের শক্তিকে খাটো করে দেখতে যেয়ো না, মার্ক। বিপজ্জনক

লোক সে, সঙ্গে ওর গানম্যানরা না থাকলেও তাকে সামলানো সহজ হবে না। অনেক দিন ধরে এ অঞ্চলটা নিয়ন্ত্রণ করে আসছে সে আর তুমি একেবারে নতুন।'

আড়চোখে জেরির দিকে তাকালো লেভিন। 'আমি কখনো কাউকে হালকাভাবে নিই না। আমি জানি, কেবল ওস্তাদ লোকের হাতে নয়, আনাড়ি বাচ্চাদের পিস্তলের গুলিতেও মারা যেতে পারে মানুষ।'

মাথা দোলালো জেরি, কিন্তু হাসলো না। 'তোমাদের ফিরতে কতক্ষণ লাগতে পারে?'

'কনরয়কে ধরতে যতক্ষণ লাগে—আর ওরা যদি আমাকে কায়দা করে ফেলে, তাহলে অবশ্য আর ফেরা হবে না।'

'সাবধানে থাকার—'

দরজায় এসে হেনরি গিলবার্ট জানালো, 'আমি রেডি, মার্ক। ডাচ আর ঘোড়া কোথায়?' বলে আবার উধাও হয়ে গেল সে। ঘোড়ার খোঁজ করতে নিজেই যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে, বলাই বাহুল্য।

'তোমার সঙ্গে যদি আরো কয়েকজন যেতো,' বললো জেরি। 'পুরো স্পেড আউটফিটের বিরুদ্ধে তোমরা মাত্র দুজন, জেতার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়।'

'মুখোমুখি লড়াই হলে কোনোই সম্ভাবনা নেই,' স্বীকার করলো লেভিন নিঃসঙ্কোচে। 'তবে ওদেরকে যদি ভড়কে দিতে পারি—আচ্ছা, ভালো কথা, পাদ্রীর কি অবস্থা? জানো তো ব্যাপারটা?'

মাথা দেলালো জেরি। 'এখন মনে হয় ভালোই আছে,' বললো সে।

'বেচারার জন্যে খারাপ লাগছে। আমার ধারণা শহরবাসীরা ইচ্ছা করেই ওকে অপদস্থ করার চেষ্টা করে এবং তাতে আমোদ পায়। ল্যানজের রাইডাররা নিশ্চয়ই আগেও ওকে নিয়ে এমন করেছে, তখন কেউ বাধা না দেয়ায় সাহস বেড়ে গেছে।'

'হ্যাঁ,' সায় দিলো জেরি, 'আসলে ল-লেস শহরে ধর্মের বাণী প্রচার করা কঠিন কাজ।'

'আমরা রেডি, মার্শাল!' অন্ধকার রাস্তা থেকে চিৎকার করে জানালো গিলবার্ট।

রাইফেল তুলে নিলো মার্ক লেভিন। জেরির দিকে তাকালো। 'ডাক্তারির জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি ভবিষ্যতে এমনটি আর ঘটবে না। আমাদের জন্যে ভেবো না—ঠিক ঠিক ফিরে আসবো।'

'আমি জানি,' বললো জেরি। 'তবু সাবধান থেকো।'

অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে এলো লেভিন। আগেই স্যাডলে উঠে বসেছে গিলবার্ট, বাম হাতে লেভিনের ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছে।

'ডাচ আর প্যাট এখুনি এসে যাবে,' মার্শালের হাতে ঘোড়ার লাগাম তুলে দেয়ার সময় বললো গিলবার্ট।

রেকাবে ভর দিয়ে স্যাডলে উঠে বসলো লেভিন। ওদের অপর দুই সঙ্গীর ওপর তেমন ভরসা করতে পারছে না। গা ঢাকা দিয়ে যেতে হবে ওদের, বাকবোর্ড আর ঘোড়ার দল নিয়ে সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু কথাটা ওদের বলা যাবে

না। ওরা সাহায্য করতে চায়, করুক—অন্তত ওর দিক থেকে কোনো ক্ষতি তো নেই।

অন্ধকার ভেদ করে ওয়াটস আর স্মিট উদয় হলো।

'তোমার পরিকল্পনাটা কি, মার্শাল?' জিজ্ঞেস করলো ওয়াটস।

'আমি আর গিলবার্ট আগে আগে যাচ্ছি, গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে আমাদের। তোমরা ট্রেইলেই থাকবে, স্পেডের কাছাকাছি যাবার পর বাকবোর্ড থামিয়ে অপেক্ষা করবে। গুলির আওয়াজ কানে গেলেই ছুটে আসবে জলদি করে, ঠিক আছে?

'ঠিক আছে,' সায় জানালো স্যালুন মালিক। 'লড়াই যদি বেধেই যায়, খোলা জায়গায় যেন হয় সেটা, সেদিকে খেয়াল রেখো, তাহলে আমরা সাহায্য করতে পারবো।'

'নিশ্চয়ই,' বললো লেভিন। 'চলো!'

সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলো ওরা। লেভিনকে পথ দেখানোর দায়িত্ব নিলো গিলবার্ট। জেরি হ্যানসেন ওর ক্যাফের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের গমন-পথের দিকে চেয়ে থাকলো; স্যালুনের সামনে হাঁটাহাঁটি করছিলো কয়েকজন, তারাও দেখলো নীরবে। আর কেউ বেরোলো না।

শহর থেকে বেরিয়ে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া নিয়ে বাকবোর্ড থেকে অনেকটা দূরে সরে এলো গিলবার্ট আর লেভিন। অচিরেই বেড়ে উঠলো ওদের মাঝখানের দূরত্ব।

'সরাসরি ল্যানজের ওখানে যাবে?' জানতে চাইলো গিলবার্ট।

'ল্যানজের র‍্যাঞ্চে হামলা করতে যাচ্ছি না,' বললো লেভিন। 'আমরা মুখোমুখি সংঘর্ষে যাবো না। আদালতে দাঁড় করাতে কনরয়কে ফিরিয়ে নেয়াই আমাদের লক্ষ্য। কৌশলে কাজটা শেষ করতে চাই।'

'আমাদের তাহলে গাছপালার আড়ালে থাকাই ভালো,' বললো গিলবার্ট। 'দক্ষিণ দিক থেকে স্পেডে হাজির হলে সুবিধা হবে, ঝোপঝাড় এদিকটায় র‍্যাঞ্চহাউসের প্রায় দেয়াল ছুঁয়েছে।'

'চমৎকার বুদ্ধি।'

'কনরয়কে ধরা সহজ হবে না। আচ্ছা, সে যদি বাংকহাউসে থাকে, কি করবে?'

'আমরা যাচ্ছি, এ কথা ওদের জানা নেই। তারমানে কোনোরকম বিপদের আশঙ্কা করছে না তারা। অপ্রস্তুত অবস্থায় ওকে অ্যারেস্ট করতে পারবো আমরা, বাংকহাউসে থাকলেও, তারপর ওরা পাল্টা ব্যবস্থা নেয়ার আগেই ঝটপট্ সটকে পড়বো। দুএকজনকে হয়তো বাঁধতে হতে পারে, সে পরে দেখা যাবে।'

বহুলব্যবহৃত ট্রেইল ছেড়ে অনেকটা সরে এলো ওরা। নিবিড় বনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললো ধীর গতিতে। একটা ছোটো টিলা অতিক্রম করলো ওরা। এখান থেকে খানিক দূরে ছড়ানো ছিটানো কয়েকটা আলোকবিন্দুর দিকে ইশারা করলো গিলবার্ট।

'ওই যে, স্পেড,' বললো সে। 'মনে হচ্ছে এখনো জেগে আছে ওরা।'

'যতটা ভেবেছিলাম কনরয়কে ধরা মনে হয় ততটা কঠিন হবে না,' বিড়বিড় করে বললো লেভিন।

ওর দিকে তাকালো গিলবার্ট।

'আমি বুঝতে পারছি না কিভাবে—'

কথাটা শেষ করতে পারলো না সে, আচমকা গুলির শব্দে খানখান হয়ে গেল চারপাশের নীরবতা। নিকষ অন্ধকার চিরে দিলো কমলা রঙের অগ্নি-ঝলক। ওদের আশপাশ দিয়ে উড়ে চললো বুলেট, বাতাসে শিস কেটে; ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়েছে যেন, শত্রুর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে পতঙ্গদল হুল ফোটাতে! চারপাশের গাছের কাণ্ড আর পাতা বিলীন হতে লাগলো গুলির আঘাতে।

'অ্যাম্বুশ!' চিৎকার করে বলে উঠলো লেভিন, পরক্ষণে দ্রুত ঘোড়া ছোটালো নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে। কনরয়কে ধরা সহজ হবে না! তিক্ত মনে ভাবলো সে।

ছয়

অ্যাম্বুশ!

বিরামহীন গুলি-বৃষ্টি থেকে নিস্তার পেতে সরে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালালো মার্ক লেভিন। ওর ঠিক পেছনেই গায়ে গা ঠেকিয়ে ছুটছে হেনরি গিলবার্ট। ওদের এখানে আসার কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছে কেউ জন ল্যানজকে, ভাবলো লেভিন, সতর্ক ছিলো সে আগে থেকেই! এছাড়া আর কোনোভাবে এঘটনার ব্যাখ্যা করা যাবে না। এত তাড়াতাড়ি ওরা হাজির হবে, এটা আন্দাজ করতে পারার কথা নয় ল্যানজের। আপনমনে অজ্ঞাত বিশ্বাসঘাতকের উদ্দেশে খিস্তি দিতে লাগলো লেভিন। আর কিইবা করার আছে! প্রায় মরিয়া হয়ে দ্রুত গতিতে গাছপালা আর ঝোপঝাড় ভেঙে এঁকেবেঁকে ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটতে লাগলো লেভিন। নিরাপদ আশ্রয় চাই, জলদি!

চারদিক থেকেই শত্রুপক্ষের গুলি ছুটে আসছে বলে মনে হচ্ছে ওর। ল্যানজ আর তার রাইডাররা অবশ্য আন্দাজের ওপর গুলি চালাচ্ছে, অন্ধকারে তারা কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ওদের ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজের ওপর ভরসা করে লক্ষ্যভেদের চেষ্টা করছে। এটাই লেভিনের জন্যে আশার কথা। এযাত্রা হয়তো বেঁচে যাবে, ভাবলো ও। এমন কিছু ঘটতে পারে, কল্পনাতেও আসেনি ওর। কিন্তু ল্যানজ জানলো কিভাবে? কে খবর দিলো? জবাব নেই। সেজন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

'গুলি করো না যেন!' গিলবার্টকে চিৎকার করে সতর্ক করলো মার্ক লেভিন। 'তাহলে আলোর ঝলকানি দেখে আমাদের অবস্থান জেনে যাবে ব্যাটারা!'

গিলবার্ট ওর কথা শুনতে পেয়েছে কিনা বুঝলো না লেভিন। তবে দোকানি গুলি ছুঁড়ছে না দেখে ধরে নিলো কথাটা তার কানে গেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো ও। গিলবার্ট পাল্টা গুলি চালানো শুরু করলে বাঁচার আশা তিরোহিত

হতো!

'ধাওয়া করো ব্যাটাদের!'

জন ল্যানজের কণ্ঠস্বর চিনতে পারলো লেভিন, ওদের পেছনে খানিকটা বামদিকে কোথাও আছে সে, গলার আওয়াজ শুনে আন্দাজ করলো। চট্ করে সেদিকেই ঘোড়াকে ঘুরিয়ে দিলো সে। বেপরোয়া এবং বিপজ্জনক একটা কাজ! ধরা পড়ে যাবার ঝুঁকি আছে। কিন্তু নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিলো লেভিন, এভাবে ল্যানজ আউটফিটের পেছনে চলে যাবার একটা আশা আছে। সেটা যদি সম্ভব হয়, বিভ্রান্তিতে পড়ে যাবে প্রতিপক্ষ, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে হলেও দিশা হারিয়ে ফেলবে। এবং সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা চালানো যাবে। বিপজ্জনক হলেও এটাই একমাত্র রাস্তা, মনে মনে বললো লেভিন।

ছোটার ওপরই হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করে আনলো ও, এমনভাবে ধরলো যাতে দরকারের সময় লাঠির মতো ব্যবহার করা যায়। যতক্ষণ সম্ভব গুলি ছোঁড়া থেকে বিরত থাকতে চায় সে। অ্যাম্বুশ লাইনের শেষ লোকটাকে বোধ হয় এতক্ষণে পেছনে ফেলে আসা গেছে, ভাবলো লেভিন, শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে এসে গেছে তাদের পেছনে। কিন্তু বলা যায় না, ঝোপঝাড়ের আড়ালে স্পেডের একআধজন কাউবয় ঘাপটি মেরে থাকতে পারে। যদি থাকে, তাদের মুখ বন্ধ করতে হবে। গুলি না ছুঁড়েই সেটা করতে চায় লেভিন। এক বাড়িতে বেহুঁশ করে দেবে, ব্যস!

'কোন্ দিকে—' ঘোড়া নিয়ে লেভিনের প্রায় গা ঘেঁষে এগোতে এগোতে জিজ্ঞেস করলো হেনরি গিলবার্ট। 'কোথায় চলেছো তুমি?'

'ওদের পিছে চলে যাবার চেষ্টা করছি! ওরা ভাববে সামনে কোথাও আছি আমরা, ভাবতে থাকুক!'

মাথা দুলিয়ে সায় জানালো হেনরি গিলবার্ট, স্যাডলের ওপর ঝুঁকে পড়লো সে। ডান দিকে গাছপালার আড়ালে ছোটাছুটি করছে ল্যানজ তার দলবল নিয়ে, আওয়াজ পাচ্ছে ওরা। বড় জোর পঞ্চাশ ফুট দূরে আছে শত্রুপক্ষ, আন্দাজ করলো লেভিন। খুবই কম। তবু মনে হচ্ছে বুদ্ধিটা কাজে লেগেছে। একেবারে সামনে বেশ ঘন একটা ঝোপ দেখতে পেলো মার্ক লেভিন। জোর কদমে ঘোড়া ছোটালো ওদিকে। ঝোপের ভেতর ঘন অন্ধকারে পৌঁছে রাশ টানলো। মাত্র গজ খানেক পেছনেই হাজির হলো গিলবার্ট। ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে দুজনই।

এবার কি করা, ভাবলো লেভিন।

'কয়েক মিনিট চুপচাপ এখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকবো আমরা। আমাদের খোঁজে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ুক ওরা। আমাদের তাহলে সুবিধা হবে,' গিলবার্টের কাছে ওর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলো লেভিন। 'ওদের মধ্যে মিশে গিয়ে অটিস কনরয়কে খুঁজে বের করবো। টেরই পাবে না ওরা। কনরয় সব সময় একটা প্রকাণ্ড সাদা টুপি পরে থাকে, অন্ধকারেও অনায়াসে চেনা যাবে তাকে, যদি বাইরে থাকে। না, স্যাডল থেকে নামার দরকার নেই!' গিলবার্ট নামতে যাচ্ছে দেখে মানা করলো লেভিন। 'যে কোনো মুহূর্তে ফের ছোটার দরকার হতে পারে

আমাদের, বলা যায় না।'

অস্বস্তির সঙ্গে আবার স্যাডলে নড়েচড়ে বসলো হেনরি গিলবার্ট। 'স্যাডল যে এতো শক্ত, একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম আমি। এতদিনের অনভ্যাস। নিয়মিত ঘোড়া না হাঁকালে আসলেই নরম হয়ে যায় মানুষ,' হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো দোকানি। চাঁদ-জ্বলা রাতে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলো—স্পেড রাইডারদের হাঁকডাক শুনে মনে হলো দক্ষিণে সরে যাচ্ছে তারা।

'চুপচাপ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলো ওরা, কোনো সন্দেহ নেই!' হিংস্র শোনালো গিলবার্টের কণ্ঠস্বর। 'নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আগেভাগে খবর পাঠিয়েছে জন ল্যানজের কাছে! তা না হলে তো এমন হবার কথা নয়!'

'এ ব্যাপারে লক্ষ টাকা বাজি রাখতে পারি আমি!' সায় দিয়ে বললো লেভিন। 'ল্যানজের পক্ষে এমন কেউ কাজ করছে যাকে আমরা বিশ্বস্ত বলে জানি, আমাদের লোক হিসাবে বিশ্বাস করি।'

কথাটা নিয়ে একটু ভাবলো গিলবার্ট, তারপর বললো, 'আমরা এখানে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছি দেখেছে, এমন কেউও তো হতে পারে!'

'হ্যাঁ—কিন্তু তাহলে সে শহর ছেড়ে আসার সময় আমাদের কারো না কারো চোখে ধরা পড়তোই, অন্তত ঘোড়ার আওয়াজ পেতাম আমরা। কিন্তু কই, ট্রেইলেও তো তেমন কোনো শব্দ শুনিনি আমি। তুমি শুনেছো?' জিজ্ঞেস করলো লেভিন।

'কই, নাহ্,' জবাব দিলো গিলবার্ট।

'তাহলে?'

'বোধ হয় ঠিকই বলেছো,' বিড়বিড় করে আবার বললো গিলবার্ট। 'কিন্তু লোকটা কে, দুদিকেই তাল মেলাচ্ছে?'

'সেটাই তো প্রশ্ন,' চিন্তিত কণ্ঠে বললো মার্ক লেভিন।

ল্যানজ আউটফিট শহর ছেড়ে আসার মুহূর্তটির প্রতিটি ঘটনা মনে করার চেষ্ট করলো ও। ঠিক ওই সময় ওর ইচ্ছার কথা জানতো না কেউ যে ল্যানজ আসার সময় বলে দেবে। গিলবার্টসহ টাউন কমিটির অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে আলাপ করার সময় পিছু ধাওয়ার কথা প্রকাশ পেয়েছে। ওর নিজের অফিসে আলোচনা করেছে ওরা। সুতরাং তখনও বাইরের কারো জানার কথা নয়।

স্যাম হান্ট অবশ্য সবার আগে বেরিয়ে যায় অফিস ছেড়ে। সে ওর পরিকল্পনার কথা জানতো, কোনো ঘোড়সওয়ারের হাতে খবর পাঠানোর মতো যথেষ্ট সময় পেয়েছে হান্ট। এরপর রয়েছে আস্তাবল মালিক হেলমুট স্মিট আর স্যালুন কিপার প্যাট ওয়াটস। ঘোড়া তৈরি করতে গিয়ে মাত্রাতিরিক্ত সময় ব্যয় করেছে তারা, ওদের দেরি দেখে গিলবার্টও বিরক্তি প্রকাশ করেছিলো। এত দেরি হলো কেন ওদের? সুযোগ পেলে জানার চেষ্টা করতে হবে। আচ্ছা, গিলবার্টের ব্যাপারটাই বা কেমন? অস্ত্র আনতে যাচ্ছে বলে বেরিয়ে গিয়ে বেশ অনেকটা সময় অনুপস্থিত ছিলো সে, তার পক্ষে কোনো লোকের হাতে খবর পাঠানো অসম্ভব নয়। কিন্তু গিলবার্ট তো ওর সঙ্গেই রয়েছে এ মুহূর্তে। এই হামলার পেছনে ওর হাত থাকলে নিশ্চয়ই যেচে এখানে আসতো না! নাহ্, গিলবার্টকে বাদ দিতে

হচ্ছে। কনরয়কে ধরার ব্যাপারে ওর মাঝে আন্তরিকতার ঘাটতি নজরে পড়েনি লেভিনের।

'চেঁচামেচি শুনে মনে হচ্ছে এদিকে ফিরে আসছে ওরা,' অনেকক্ষণ পর আবার কথা বললো গিলবার্ট।

শব্দের উৎস লক্ষ্য করে কান পাতলো লেভিন। বিক্ষিপ্ত চিৎকারের আওয়াজ ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে। দ্রুত চারপাশে তাকালো ও, অন্ধকারে দিক চেনার চেষ্টা চালালো। ওদের আশ্রয়স্থল, ঝোপটা জরিপ করলো।

'এক কাজ করা যাক, আমরা বরং আলাদা হয়ে যাই,' বললো ও। 'তাহলে হঠাৎ ওদের চোখে পড়ে যাবার আশঙ্কা কমবে।'

গেল্ডিংকে নিয়ে সামনে বাড়লো মার্ক লেভিন, দশবারো গজ দূরের একটা ঝোপের দিকে চললো, লম্বা লম্বা গাছ ওখানে। 'কনরয়ের সাদা টুপি দেখা যায় কিনা খেয়াল রেখো, বুঝেছো?'

একটু যদি আলো থাকতো! ভাবলো লেভিন। এই অন্ধকারে সামান্য দূরের একটা ঘোড়া আর রাইডারের অবস্থান বোঝা গেলেও সহজে তাকে চেনা যাবে না। অটিস কনরয় একটা ভিন্ন ধরনের টুপি মাথায় দেবে মনে পড়তে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলো লেভিন, তাকে চেনা যাবে!

গিলবার্টের অবস্থানের দিকে তাকালো ও। স্যাডলের ওপর ঝুঁকে রয়েছে দোকানি, কান পেতে শোনার চেষ্টা করছে, সতর্ক।

'বোধ হয় ভেগে গেছে ব্যাটারা!' অবিশ্বাস্যরকম কাছ থেকে আচমকা কথা বলে উঠলো কে যেন।

চমকে উঠলো ওরা।

'কারা ছিলো ওরা?' জানতে চাইলো আরেকজন।

গিলবার্টের কাছাকাছি কোথাও রয়েছে লোকটা, কাশলো সে, খিস্তি করলো।

রাইডারদের এই অভাবনীয় নৈকট্যে একেবারে পাথর বনে গেল গিলবার্ট, লক্ষ্য করলো লেভিন।

'নয়া মার্শাল আর কোনো বেকুব বোধ হয়!' জবাব শোনা গেল।

'মার্শাল ব্যাটা দেখছি মহা তাঁদোড়! আমি তো মনে করেছিলাম ওকে ঘাবড়ে দিতে পেরেছে বস্।'

'বস্ নিজেও সেরকমই ভেবেছিলো...আরে! ওটা আবার কে?'

গিলবার্টের ঘোড়া হঠাৎ মাথা দোলানোয় শব্দ করে উঠলো ওটার গলার ধাতব জিনিসগুলো, নীরব অন্ধকারে ভয়ঙ্করভাবে কানে বাজলো।

প্রমাদ গুনলো লেভিন।

'কি ওটা?' আবার প্রশ্ন।

'ওই ঝোপটার আড়ালে কিছু একটা আছে—সাবধান!'

হেনরি গিলবার্টের গুলির আওয়াজে আচমকা খানখান হয়ে গেল রাতের নিস্তব্ধতা। কমলা রঙের অগ্নিশিখা চিরে দিলো অন্ধকার। পরক্ষণে রাইডারদের হতভম্ব করে দিয়ে ছুটতে আরম্ভ করলো গিলবার্টের ঘোড়া, প্রায় উড়াল দিয়ে ঢুকে পড়লো নিবিড় গাছপালার মধ্যে।

'আরে, ওই তো একজন!' সংবিৎ ফিরে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো স্পেড রাইডারদের একজন, 'ধর, ব্যাটাকে?'

একসঙ্গে গিলবার্টকে ধাওয়া করলো দুই রাইডার। সঙ্গে সঙ্গে গেল্ডিংয়ের পেটে সজোরে স্পার দাবালো মার্ক লেভিন। দৌড়ে গেল দুই শত্রুর দিকে। শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো ওরা। চেহারায় একই সঙ্গে আতঙ্ক আর বিস্ময়ের ছাপ পড়লো ওদের। অটিস কনরয় নেই ওদের মধ্যে। কিন্তু এখন আর সেকথা ভাববার অবকাশ নেই। এদের কবল থেকে গিলবার্টকে বাঁচাতে হবে। রক্ষা করতে হবে নিজেকেও। নইলে বরবাদ হয়ে যাবে সব। সবচেয়ে কাছের রাইডারের দিকে রিভলভার তাক করে ট্রিগারে টান দিলো লেভিন, ছুটে গেল তপ্ত বুলেট। সাঁই করে সরে গেল দুজনই, গা ঢাকা দিলো একটা ঝোপের আড়ালে। সামনে এগিয়ে গেল লেভিন, গিলবার্ট যেদিকে গেছে সেদিকে।

'এখানে!'

স্পেডের অবশিষ্ট রাইডারদের উদ্দেশে চিৎকার করলো ঝোপের দুই রাইডার, শুনতে পেলো লেভিন।

'এই যে, এদিকে!' আবার বললো একজন। 'দুটোকেই পাওয়া গেছে! আটকে ফেলেছি!'

গিলবার্টকে দেখা যাচ্ছে না, কেবল তার ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের প্রবল শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ঝোপঝাড় ভেঙে গাছপালার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে সামনের দিকে এগিয়ে চললো ও। ওর পেছনে, আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলো, এগিয়ে আসছে প্রতিপক্ষের রাইডাররা, দূরত্ব কমে আসছে ক্রমশ। শিগগিরই ধরে ফেলবে!

গুলির আওয়াজ আর চেঁচামেচি কানে গেছে সবার। হঠাৎ গেল্ডিংয়ের গতিপথ পরিবর্তন করলো লেভিন, গিলবার্টের কাছ থেকে সরে আসতে লাগলো। ল্যানজ আর তার গানম্যানদের তার কাছে নিয়ে যাবার কোনো যুক্তি নেই। ওরা বরং ওকে ধাওয়া করুক। গিলবার্টের ক্ষতি হোক, চায় না ও।

হঠাৎ ঝোপঝাড় পাতলা হতে শুরু করলো, এদিকে গাছপালা বেশ লম্বা, লক্ষ্য করলো লেভিন। আরো সামনে ফাঁকা জায়গা দেখা যায়। লেভিন বুঝতে পারলো, ঢাল বেয়ে একটা টিলার ওপর উঠছে ও। এখানে বিপদের মাত্রা আরো বেশি। স্পেড রাইডাররা ওকে দেখে ফেলবে, নিচে রয়েছে তারা। গা ঢাকা দেবার কোনো জায়গা নেই।

ঠিকই ওকে দেখে ফেললো স্পেড রাইডাররা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো অস্ত্রের গর্জন, অনেকগুলো। এখনো বেশ খানিকটা দূরে রয়েছে ল্যানজরা। কিন্তু তারপরও বিপজ্জনক দূরত্ব দিয়ে ছুটে যাচ্ছে বুলেটের ঝাঁক। ওকে কায়দা করা গেছে, বুঝে গেছে শত্রুপক্ষ। কি করা যায়, ভাবলো লেভিন। চট্ করে ডানদিকে মোড় নিলো, দীর্ঘ অথচ সংকীর্ণ একটা খাদে নেমে এলো ঘোড়া নিয়ে। এতক্ষণ চড়াই বাইতে গিয়ে পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে গেছে ওর ঘোড়াটা। গেল্ডিংকে তাই দম ফেলার সুযোগ দিয়ে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো আবার, সহজ রাস্তা, ঘোড়াটাকে গতি ফিরে পেতে সাহায্য করবে, আশা করছে ও। তাহলে বর্তমান

বিপদ থেকে হয়তো রেহাই পাবে দু'জনই।

খানিক আগে পেছনে ফেলে আসা ঘন জঙ্গলে আবার নতুন করে গুলির শব্দ শোনা গেল। তার মানে গিলবার্টের নাগাল পেয়েছে ওরা, ভাবলো লেভিন, সেজন্যেই ওকে ধাওয়া করার চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়েছে। সাঁই করে আবার গেল্ডিংকে ঘুরিয়ে নিলো লেভিন, পাহাড়ী ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলো দ্রুত, কিন্তু অ্যারোয়ো থেকে সরলো না, অংশত গোপন রইলো ওর অবস্থান। গিলবার্টকে সাহায্য করতে হবে। জানে মাঝবয়সী ছোটখাট দোকানি সাহসী হলেও তার একার পক্ষে ল্যানজের এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে পেরে ওঠা সম্ভব হবে না; তাছাড়া সে বন্দুকবাজ নয়। স্রেফ ওকে সাহায্য করার জন্যেই এখানে এসেছিলো। এখন যেভাবে হোক তাকে খুঁজে বের করতে হবে। তারপর নিজের দিকে স্পেডের নজর ফেরাবে ও, আবার ছুটতে শুরু করবে; সন্দেহ নেই তখন আবার ওকে ধাওয়া করবে ল্যানজ আউটফিট, কারণ গিলবার্ট নয়, ওকেই পাকড়াও করতে চায় ল্যানজ। গিলবার্টকে বাঁচাতে নিজেকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করতেই হচ্ছে।

অ্যারোয়ো ছেড়ে উঠে এলো লেভিন, দ্রুত এক চিলতে ফাঁকা জায়গা পার হলো, তারপর আবার সমতলের ঝোপে ঢুকলো। আচমকা ডান দিকে উদয় ঘটলো এক রাইডারের। এক সঙ্গে পরস্পরের উদ্দেশে গুলি করলো ওরা। দুটো গুলির শব্দকে একটা শব্দ বলে মনে হলো। লেভিনের গাল ঘেঁষে চলে গেল শত্রুর বুলেট, বাতাসের ছোঁয়া অনুভব করলো ও, শিউরে উঠলো, অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে। ওদিকে স্পেড রাইডারের অবয়বটা ঝাঁকি খেলো, দেখতে পেলো লেভিন; পরক্ষণে স্যাডল থেকে হড়হড় করে পিছলে পড়ে গেল লোকটা। পেছনে তাকালো না লেভিন, যেমন ছুটছিলো, ছুটতে থাকলো। নষ্ট করার সময় নেই। সামনের গুলির আওয়াজ অস্পষ্ট হয়ে গেছে এখন, তবে খুব বেশি দূরে নেই ল্যানজরা।

ফ্যাকাসে অন্ধকারে একটা নড়াচড়া ধরা পড়লো লেভিনের চোখে। নিমেষে রিভলভার উঁচু করে ধরলো ও, কিন্তু দূরে সরে গেল রাইডার, ওকে দেখতেই পায়নি। এখন ল্যানজ রাইডারদের পেছনে রয়েছে ও, সামনে কোথাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তারা। যেখানেই থাকুক, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। গিলবার্টেরও চিহ্ন নেই। কোথায় সে? বেঁচে আছে? আহত হয়েছে? পরিশ্রান্ত গেল্ডিংটাকে থামালো লেভিন। কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো। বাতাসের জন্যে আঁইটাই করছে ওর ঘোড়াটা। ঘোড়ার হাপানোর শব্দ ছাপিয়ে স্পেড রাইডারদের হাঁকডাক শোনা যাচ্ছে, সড়সড়-খসখস শব্দ হচ্ছে ঝোপঝাড়ে; ঘোড়ার খুর শব্দ তুলছে নরম মাটিতে; হ্রেষারব ছাড়ছে দুএকটা ঘোড়া।

হঠাৎ একটা ঘোড়ার এগিয়ে আসার শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেলো লেভিন। ধীর গতিতে সামনে বাড়ছে ওটা। কে হতে পারে?

একেবারে কাছে চলে এলো ঘোড়াটা। স্যাডলে স্থির হয়ে গেল লেভিন, কান খাড়া করে রেখেছে। সবগুলো ইন্দ্রিয় সজাগ। চারপাশের ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারে তীক্ষ্ণ নজর বোলালো ও। কয়েক মুহূর্ত পর জঙ্গলের নরম মাটিতে ঘোড়ার খুরের লোহার নালের চাপা খটাং খটাং শব্দ শুনে ওটার অবস্থান বুঝতে পারলো লেভিন।

ডান দিকে রয়েছে। হাতের রিভলভার প্রস্তুত, অপেক্ষায় রইলো ও, দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত পেরিয়ে গেল। অবশেষে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এলো ঘোড়াটা—লেভিনের গেল্ডিংটাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। সামনে ঝুঁকে রয়েছে স্যাডলে বসা লোকটা, একহাত দিয়ে ধরে আছে ঘোড়ার কাঁধ, অন্য হাতটা একপাশে ঝুলছে নিঃসাড় অবস্থায়। দেখেই তাকে চিনতে পারলো লেভিন। হেনরি গিলবার্ট।

দ্রুত সামনে বাড়লো মার্ক লেভিন। ঝট্‌পট্‌ দোকানির ঘোড়ার লাগাম হাতে নিলো, তারপর ঝুঁকে পড়লো তার দিকে।

'গিলবার্ট,' বললো ও। 'আমি লেভিন। আঘাতটা কি মারাত্মক?' জানতে চাইলো।

'মনে হচ্ছে খুবই খারাপ!' বিড়বিড় করে জবাব দিলো গিলবার্ট—সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করলো। 'তুমি ঠিক আছো তো?'

'হ্যাঁ, ঠিক আছি। চুপ করে থাকো। ল্যানজ রাইডাররা এখনো আশপাশেই আছে। তবে চিন্তা নেই, ঠিকই উদ্ধার পাবো আমরা। কিছু সময় তোমাকে লুকিয়ে রাখার জন্যে একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে আপাতত। তোমার বিশ্রাম দরকার বুঝতে পারছি। ওরাও খুঁজতে খুঁজতে হাল ছেড়ে দেবে, তখন আবার রওনা দেবো।'

'নিশ্চয়ই—স্যাডল থেকে অন্তত মিনিটখানেকের জন্যে হলেও নামতে চাই আমি—' কোনোমতে বললো গিলবার্ট, তারপর আবার ঝুঁকে পড়লো স্যাডলের ওপর।

গিলবার্টের ঘোড়াটাকে টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি ফাঁকা জায়গা থেকে সরে এলো লেভিন। ঘন ঝোপের আড়ালে চলে এলো। স্পেড রাইডাররা আবার ডান দিক থেকে ঢাল বেয়ে নেমে আসছে কিনা বোঝার জন্যে দুই কান পেতে শোনার চেষ্টা করছে ও। গিলবার্টকে ধাওয়া করে যারা বিফল হয়েছে তারাও ফিরে আসতে পারে যেকোনো সময়। তল্লাশি অব্যাহত রাখবে নিশ্চয়ই। একটা জিনিস পরিষ্কার বুঝতে পারছে মার্ক লেভিন, প্রতিপক্ষের বিশাল বাহিনীর সঙ্গে বেশিক্ষণ এই লুকোচুরি খেলা চালানো যাবে না। ওরা মাত্র দুজন; তায় আবার গিলবার্ট অসুস্থ। মারাত্মক আঘাত পেয়েছে সে, শহরে ফিরে যাবার আগেই জরুরি ভিত্তিতে ওর ক্ষতস্থানের পরিচর্যা করতে হবে, বিশ্রামের সুযোগ দিতে হবে ওকে।

হঠাৎ সামনে ঘন গাছপালার একটা বন দেখতে পেলো লেভিন। ওদের আক্রান্ত হবার জায়গা থেকে যতটা দূরে হলে সন্তুষ্ট হওয়া যেতো ততটা দূরে না হলেও আর কোনো উপায় দেখলো না সে। সোজা গাছপালার মাঝে ঢুকে পড়লো, মুহূর্তের জন্যেও না থেমে একেবারে বনের মাঝখানে চলে এলো। স্যাডল থেকে নেমে তাড়াতাড়ি গিলবার্টের ঘোড়ার পাশে চলে এলো লেভিন, বগলের নিচে হাত দিয়ে আলগোছে স্যাডল থেকে নামিয়ে আনলো দোকানিকে, শুইয়ে দিলো মাটির ওপর। শার্টের সামনের দিকটা রক্তে ভিজে সপসপ করছে, শার্টটা সরিয়ে ক্ষতস্থান পরীক্ষা করলো লেভিন। বুকের ডান পাশে গুলি খেয়েছে গিলবার্ট। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে; যদিও ফুসফুসে লাগেনি গুলিটা, কিন্তু বেচারার বয়স হয়েছে, সামলে উঠতে পারবে কি-না খোদাই জানেন!

গেল্ডিংয়ের কাছে এসে দাঁড়ালো লেভিন। স্যাডলব্যাগ খুলে ভেতর থেকে কয়েক টুকরো কাপড় আর একটা শার্ট বের করলো। আবার ফিরে এলো আহত দোকানির কাছে। যত্নের সঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলো গিলবার্টের ক্ষতস্থানে। তারপর আসন পেতে বসলো তার পাশে। ওর পক্ষে যতটা সম্ভব করেছে।

'ডাক্তারের কাছে না যাওয়া পর্যন্ত সহ্য করে থাকতে হবে তোমাকে,' বললো ও। গিলবার্টকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা ওর বলার ভঙ্গিতে। 'কিন্তু একটু অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।'

'ল্যানজরা এখন কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো গিলবার্ট। 'আশপাশেই আছে?'

'না, ওধারে কোথাও, খুঁজে মরছে আমাদের,' বললো লেভিন। 'চিন্তা করো না। এখানে আমাদের খুঁজে পাবে না ওরা। তোমাকে যে গুলি করেছে তাকে চিনতে পেরেছো?'

ক্লান্তভাবে মাথা নাড়লো গিলবার্ট। 'অন্ধকারে ঠিক মতো দেখতেই পাইনি।'

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো লেভিন। 'কে যেন আসছে!' ফিসফিস করে বললো ও।

একদল অশ্বারোহী এগিয়ে আসছে, বেশ কয়েকজন রাইডার রয়েছে দলটায়, আন্দাজ করলো লেভিন। ওদের অবস্থানের সামান্য দূর দিয়ে চলে যাচ্ছে তারা। শুরুতে ওদের কথাবার্তা কিছু বুঝতে পারলো না লেভিন, গুঞ্জনের মতো মনে হলো। লোকগুলো কাছে আসার পর স্পষ্ট হলো ওদের কথোপকথন। কান পেতে শুনতে লাগলো লেভিন।

'ঠিক জানো, একটাকে গেঁথেছো তুমি?' জন ল্যানজের কণ্ঠস্বর চিনতে পারলো লেভিন, ভুল হবার প্রশ্নই আসে না।

'হ্যাঁ, আমি একশো ভাগ নিশ্চিত। স্যাডল থেকে প্রায় পিছলে পড়তে দেখেছি ব্যাটাকে। কিন্তু তার ঘোড়াটা হঠাৎ করে পাগলের মতো ছুটতে শুরু করলো অন্ধকারে, আর ধরতে পারলাম না। কিন্তু ভালো আঘাতই পেয়েছে সে!'

'চমৎকার!' বললো ল্যানজ। 'লোকটা মার্শাল ছিলো কিনা বলতে পারছো না?'

'না। বলেছি তো, এত দ্রুত ঘটে গেল পুরো ব্যাপারটা—তাছাড়া অন্ধকার ছিলো—'

'আচ্ছা, আচ্ছা!' লোকটাকে চুপ করিয়ে দিলো ল্যানজ। 'ধরে নিলাম মার্শাল ব্যাটাই গুলি খেয়েছে সেটাই দরকার ছিলো। গুলিটা যেই খেয়ে থাকুক তাতে এখন আর কিছু আসে যায় না। আসল কথা ওদের পরিকল্পনা পণ্ড করে দেয়া গেছে। এবার সবাইকে ফিরে আসতে বলতে পারো। খামোকা আর সময় নষ্ট করার দরকার নেই এখানে। ওই দুজন এখনো এদিকে থাকলেও গাছপালার অনেক ভেতরে চলে যাবে, অন্ধকারে পাওয়া যাবে না এখন। সবাইকে বলে দিয়ো, কাল রাতে শহরে যাবো আমরা। ওখানকার হদ্দ বোকাগুলোকে বুঝিয়ে দিতে হবে কার হুকুমে চলবে ল-লেস। বড় বাড় বেড়েছে ওদের! এখুনি শায়েস্তা করা দরকার, নইলে শেষে আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। ওদের বিষদাঁত উপড়ে ফেলবো আমি!'

'ছোটখাট একটা কামড় বসাবে, তাই না?'

'হ্যাঁ। ওদের যেন শিক্ষা হয়—'

র‍্যাঞ্চারের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল, পরের কথাগুলো আর বোঝা গেল না। ওর শ্রুতিসীমার বাইরে চলে গেল ল্যানজ আউটফিট, আস্তে আস্তে। ল্যানজের শেষের কথাগুলো মনে মনে উল্টেপাল্টে দেখলো মার্ক লেভিন। আবার শহরে হাজির হবে স্পেড, রাতে, শহরে আইন প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের বিরুদ্ধে ল্যানজ তার ক্ষোভ প্রকাশ করবে, নিজস্ব কায়দায়—এবং সেটা ভয়াবহ হতে বাধ্য। ল্যানজের জন্যে ওটাই স্বাভাবিক। তার কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করা বৃথা। এবার যদি সে শহরবাসীদের দমন করতে সক্ষম হয়, ভাবলো লেভিন, ভবিষ্যতে আর কোনোদিন স্বাধীনতার কথা চিন্তাও করতে পারবে না ল-লেস। স্পেডের পায়ের নিচে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে সবাইকে। সেটা হতে দিতে পারে না ও। মনস্থির করে ফেললো লেভিন, ঠেকাবে ল্যানজকে।

আবার গিলবার্টের কাছে ফিরে এলো সে, হাঁটু গেড়ে আহত স্টোর মালিকের পাশে বসে পড়লো। ঘুমিয়ে পড়েছে গিলবার্ট, গভীর ঘুম। আরাম করে বসলো লেভিন। অপেক্ষা করতে হবে আরো কিছুক্ষণ। কান পেতে রাতের নানান শব্দ শুনতে লাগলো ও। কোথাও একটা প্যাঁচা ডাকলো। আরো দূরে একটা নিঃসঙ্গ কুকুর করুণ সুরে ককিয়ে উঠলো, যেন অশুভ সঙ্কেত দিচ্ছে। পুরো একটা ঘণ্টা পার হয়ে গেল। আরো এক ঘণ্টা। স্পেডের আর সাড়া শব্দ পেলো না লেভিন। অনেক বিশ্রাম হয়েছে, ভাবলো ও। গিলবার্টকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললো। 'এবার শহরের উদ্দেশে রওনা হবো আমরা। বেশ দূরের রাস্তা, কষ্ট হবে তোমার; আমি চেষ্টা করবো যতটা সম্ভব দেখেশুনে এগোনোর, তারপরও যদি তোমার কোনো কষ্ট হয়, আমাকে বলবে, ঘোড়া থামিয়ে কয়েক মিনিট বিশ্রাম নিয়ে নেবো।'

'আমার কোনো অসুবিধা হবে না,' বললো গিলবার্ট।

ওকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো মার্ক লেভিন, স্যাডলে বসিয়ে দিলো তাকে। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলো গিলবার্ট, কিন্তু কিছু বললো না। মনে মনে তার সহ্য শক্তির প্রশংসা না করে পারলো না লেভিন।

'স্যাডলের সঙ্গে বেঁধে দিই তোমাকে?' জানতে চাইলো ও।

'না, লাগবে না, এমনিই পারবো,' আবার বললো গিলবার্ট। 'আমার জন্যে বেশি চিন্তা করার দরকার নেই।'

জঙ্গলের আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এলো ওরা দুজন, ল-লেস শহরের উদ্দেশে ফিরতি পথ ধরলো। আপাতত ল্যানজের দিক থেকে হামলার আশঙ্কা নেই, ভাবলো লেভিন, তাই ইচ্ছে করে সমভূমির ওপর দিয়ে কোনাকুনিভাবে রাস্তার দিকে এগোলো। হেনরি গিলবার্টের কষ্ট খানিকটা হলেও লাঘব হবে। হেলমুট স্মিট আর প্যাট ওয়াটসের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার ক্ষীণ হলেও একটা আশা আছে।

কিন্তু হতাশ হতে হলো ওকে, দুজনের কারোরই দেখা পাওয়া গেল না। ধীর, ক্লান্তিকর যাত্রার পরদিন মাঝ সকালে ওরা যখন ল-লেস শহরে পৌঁছুলো তখনও

ট্রেইলে কারো দেখা মিললো না। কোথাও না থেমে সরাসরি ডাক্তার করবেটের অফিসের সামনে হাজির হলো লেভিন। বুঝতে পারছে বেশ কয়েকজন ওকে লক্ষ্য করছে, গ্রাহ্য করলো না ও।

ডাক্তার বেরিয়ে এলো। গিলবার্টকে ভেতরে নেয়ার সময় তাকে সাহায্য করলো লেভিন। একটা কাউচে শুইয়ে দেয়া হলো গিলবার্টকে। পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো ডাক্তার। চুপচাপ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো লেভিন ডাক্তারের জবাবের জন্যে।

প্রাথমিক পরীক্ষা শেষে মুখ তুলে ওর দিকে তাকালো ডাক্তার করবেট।

'সিরিয়াস,' বললো সে। 'তবে আশা করি সেরে উঠবে; আরো আগে যদি ওকে নিয়ে আসতে পারতে তাহলে ভালো হতো—প্রচুর রক্ত হারিয়েছে।'

'সবচেয়ে ভালো হতো ওকে গুলি খেতে না হলে,' পরিষ্কার বিরক্তির সঙ্গে বললো লেভিন।

ডাক্তারের অফিস থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এলো ও, ঘোড়া নিয়ে এগোলো নিজের অফিসের দিকে। অফিসের সামনে স্যাডল থেকে নামার সময় লক্ষ্য করলো অ্যারন স্টর্ম ব্যাংক থেকে বেরিয়ে এসেছে, রাস্তা ধরে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে এদিকে। তার সামনে হেলমুট স্মিট, দৌড়ে আসছে সে-ও, ওর কাছে। ওদের জন্যে অপেক্ষা না করে অফিসে ঢুকে পড়লো লেভিন, ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দিলো স্যুইভেল চেয়ারে। ফ্যাকাসে চেহারায় ভেতরে ঢুকলো অ্যারন স্টর্ম।

'ডাক্তার করবেটের ওখানে গিলবার্টকে রেখে আসতে দেখলাম না তোমাকে?'

মাথা দোলালো মার্শাল। 'বুকে গুলি খেয়েছে। ডাক্তার অবশ্য বলেছে সেরে উঠবে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো অ্যারন স্টর্ম, তারপর বললো, 'প্রচণ্ড ধকল গেছে তোমাদের ওপর দিয়ে, তাই না?'

লেভিন বললো, 'হ্যাঁ, মারাত্মক—কিন্তু কোনো কাজই হয়নি।'

দরজা জুড়ে দাঁড়ালো হেলমুট স্মিট। 'মার্শাল! তোমাকে ফিরে আসতে দেখে স্বস্তি পেলাম। গুলির শব্দ ঠিকই শুনতে পেয়েছিলাম আমরা, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তোমাদের দেখা পাইনি। হেনরি কি মারাত্মক আঘাত পেয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'মারাত্মকই বলতে পারো।'

'আর ওরা—মানে ল্যানজের রাইডাররা?'

'আমি একজনকে ঘায়েল করেছি, কাকে বলতে পারবো না। গিলবার্টও বোধ হয় নিকেশ করেছে একটাকে। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। আর এমুহূর্তে কথা বলার মতো অবস্থা নেই গিলবার্টের।'

'আমরা তোমাদের সাহায্য করার চেষ্টা করেছি,' ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললো স্মিট। 'কিন্তু তোমরা গাছপালার আড়ালে ছিলে। আওয়াজ শুনে মনে হয়েছে পাহাড়েও উঠেছো একবার। বাকবোর্ড নিয়ে আমাদের পক্ষে ওকাজ সম্ভব ছিলো না—'

'বাদ দাও, ডাচ,' বললো লেভিন। 'হয়তো এভাবে স্পেডে যাওয়াটা বোকামি

হয়ে গেছে। কিন্তু আগে হোক পরে হোক আমাদের এমন কিছু করতেই হবে যাতে ল্যানজ বুঝতে পারে তাকে তোমাদের ইচ্ছা মেনে নিতেই হবে।'

পায়ের আওয়াজে মাথা তুলে তাকালো ও। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো এবার জেরি হ্যানসেন। ট্রে ভর্তি করে নাশতা নিয়ে এসেছে ওর জন্যে, এক পট ধূমায়িত কফিও আছে। হেসে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো লেভিন।

'এতক্ষণে একটা শুভ ঘটনা ঘটলো আমার ভাগ্যে,' হাসি মুখে বললো ও।

ওর সামনে ডেস্কে নাশতাসহ ট্রেটা নামিয়ে রাখলো জেরি, পট থেকে কড়া কফি কাপে ঢেলে দিলো। 'তুমি সুস্থ আছো দেখে খুশি হলাম,' শান্ত কণ্ঠে বললো সে। 'হেনরি—'

'মারা গেছে কিনা?' ওর মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে প্রশ্নটা শেষ করলো লেভিন। তারপর জবাব দিলো, 'না। ডাক্তার বলেছে ওর সেরে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। আমাদের ভাগ্যবানই বলতে হবে, কারণ আমরা যাবো ল্যানজ জানতো, আমাদের জন্যে ওত পেতে ছিলো সে সদলে, যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ চালিয়েছে।'

'ওত পেতেছিলো!' পুনরাবৃত্তি করলো অ্যারন স্টর্ম। 'অ্যাম্বুশে পড়েছিলে তোমরা? কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব? ল্যানজ জানলো কিভাবে?'

কফির কাপে লম্বা একটা চুমুক দিলো লেভিন, তারপর বললো, 'নিশ্চয়ই কেউ আগাম খবর পাঠিয়েছে তার কাছে, নইলে আর কিভাবে জানবে!'

'এটা তো রীতিমতো কল্পনাতীত!' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো জেরি। 'কখন—আশ্চর্য, ল্যানজের কাছে কিভাবে পাঠালো খবরটা—কে?'

'আমরা যখন রওনা দেবার তোড়জোর করছিলাম বোধ হয় তখনই—'

কথা বলার সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনজনের চেহারা জরিপ করছিলো লেভিন, ওদের বিস্ময়ের মাত্রা পরিমাপ করার জন্যে, ভান হলে যেন ধরতে পারে। স্যাম হান্ট আর প্যাট ওয়াটস উপস্থিত থাকলে সুবিধা হতো, ওদের প্রতিক্রিয়াও দেখে নেয়া যেতো এই সুযোগে। দরকার ছিলো। যাহোক, অ্যারন স্টর্ম, স্মিট আর জেরির দৃষ্টিতে ফুটে ওঠা বিস্ময় নিখাদ বলেই মনে হলো ওর।

এবার ওদের রাতের ঘটনা বিস্তারিত খুলে বললো লেভিন। রাইডারদের উদ্দেশে দেয়া ল্যানজের শেষ নির্দেশের কথা জানাতে ভুললো না। 'এখানে আবার আসবে ওরা,' সবশেষে বললো ও। 'তোমাদের শিক্ষা দেয়ার জন্যে হাঙ্গামা বাধাবে শহরে। তাই আগে থেকে তৈরি থাকতে হবে সবাইকে, ধৈর্য ধরতে হবে উস্কানির মুখে।'

'কিন্তু তুমি কি করার কথা ভাবছো?' জানতে চাইলো স্টর্ম।

'সারাদিন সবার চোখের আড়ালে থাকবো। শহরে ফিরে আসার ব্যাপারটা গোপন রাখতে চেয়েছিলাম আমি, তাহলে ল্যানজ ধরে নিতো আমি পালিয়ে গেছি, কিন্তু সেটা তো সম্ভব হয়নি। গিলবার্টকে নিয়ে ফিরে আসতে দেখেছে আমাকে অনেকেই। তো এখন যদি সারাদিন না বেরোই, গুজব রটে যাবে ল্যানজের ভয়ে সটকে পড়েছি আমি।'

'তাতে কি লাভ হবে?'

'রাতে স্পেড শহরে আসার পর তক্কে তক্কে থাকবো, সুযোগ পেলেই ফের পাকড়াও করবো অটিস কনরয়কে, ল্যানজের সঙ্গে আসবে সে-ও। এবার আর ছাড়া পাবে না বাছাধন।'

মাথা চুলকালো স্টর্ম। 'একটা কথা মানতেই হচ্ছে, মার্শাল, হাল ছাড়ার বান্দা তুমি নও। আমাদের কিছু করার আছে?'

স্টর্মের দিকে তাকালো লেভিন। 'বোধ হয় না। আমি চাই না আর কেউ আঘাত পাক। তবে একটা কথা, কাল রাতে ওরা পাদ্রীকে যেভাবে হেনস্তা করেছে আর কারো সঙ্গে যেন অমন করতে না পারে, সেদিকে সবাইকে একটু খেয়াল রাখতে হবে। ওদের শিকারে পরিণত হতে পারে এমন কেউ যেন আজ রাতে রাস্তায় না বেরোয়। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কারো বের হওয়ার দরকার নেই। রাস্ত াঘাট খালি থাকলে ওরা খুব একটা বাড়াবড়ি করবে না।'

'আমাদের দিক থেকে যদ্দূর সম্ভব করবো। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকছো কোথায় তুমি?'

জেলের পেছনে নিজের কোয়ার্টারের দিকে ইশারা করলো লেভিন। 'কেবিনেই থাকবো, দরজায় তালা আটকে, জানালার পর্দা টেনে সারাদিন ঘুমাবো, রাতের জন্যে তৈরি থাকতে হবে।'

'তোমার অবশ্য এমনিতেও ঘুম দরকার,' বললো স্মিট। 'সারারাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছো, প্রচণ্ড বিপদ মাথায় করে।'

'তোমাকে যাতে কেউ অযথা বিরক্ত করতে না যায় সেদিকে দেখবো আমরা, নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারো,' বললো স্টর্ম। 'জরুরি কোনো প্রয়োজন হলে অবশ্য আলাদা কথা, জাগাতেই হবে।'

'কি যে হতে পারে আমার বুদ্ধিতে আসছে না,' বিড়বিড় করে বললো মার্শাল, তারপর জেরির দিকে তাকালো। 'নাশতা আনার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। সত্যি, দারুণ খিদে পেয়েছিলো আমার। ডাচ,' এবার আস্তাবল মালিকের উদ্দেশে বললো সে, 'আমার আর হেনরির ঘোড়ার অবস্থা একেবারে কাহিল; যদি যত্ন নেয়ার ব্যবস্থা করো খুশি হবো।'

'নিশ্চয়ই, মার্শাল, ও নিয়ে মোটেই চিন্তা করো না,' বললো স্মিট। 'সন্ধ্যার আগেই দেখবে দৌড়ুনোর জন্যে অস্থির হয়ে গেছে ওরা।' কথা শেষ করে দ্রুত বেরিয়ে গেল সে। তাকে অনুসরণ করলো অ্যারন স্টর্ম। অবশেষে ট্রে হাতে তুলে নিলো জেরিও, লেভিনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো, চোখে কোমল দৃষ্টি; চমৎকার লাগছে, ভাবলো মার্শাল।

'তুমি ফিরে আসায় সত্যি ভালো লাগছে,' বললো মেয়েটা। 'কিন্তু আজ রাতে-ল্যানজ আর ওর রাইডারদের বিরুদ্ধে ফের একা লাগতে যাওয়া কি ঠিক হবে?'

'সবার সঙ্গে লাগার কোনো ইচ্ছা নেই আমার,' জবাব দিলো লেভিন। 'আমি কনরয়কে চাই, তাকে একা পাওয়ারই চেষ্টা করবো। কোনো চিন্তা করো না, দেখো ঠিক সফল হবো এবার।'

উদ্বিগ্ন চেহারা নিয়ে কামরা ত্যাগ করলো জেরি।

কয়েক মুহূর্ত তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকলো লেভিন, তারপর নিজের ছাপরার উদ্দেশে পা বাড়ালো।

সাত

দরজায় দমাদম করাঘাতের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মার্ক লেভিনের, পলকে সজাগ হলো সে, চট্ করে, প্রায় লাফ দিয়ে নামলো কট থেকে। কেবিনের সামনের দিকের জানালার দিকে এগিয়ে গেল দ্রুত। পর্দাটা আলগোছে একপাশে সরিয়ে উঁকি দিলো বাইরে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে শুরু করেছে চারদিকে, মিলিয়ে যাচ্ছে দিনের আলো। তবু পাদ্রী জেমস কার্টারকে চিনতে বেগ পেতে হলো না। কি ব্যাপার, ভাবতে ভাবতে জানালা থেকে সরে দরজার কাছে চলে এলো লেভিন, কবাট খুলে দিলো। প্রায় হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকলো কার্টার। 'মার্শাল, দলবল নিয়ে হাজির হয়েছে ল্যানজ, তাই ভাবলাম তোমাকে জাগিয়ে দেয়া দরকার, ঠিক আছে তো!' বিনয়ের সুর তার কণ্ঠে।

আবার কটের কাছে ফিরে এসে বসে পড়লো লেভিন। 'কোনো গোলমাল শুরু করেনি তো ল্যানজ?' জুতোজোড়া টেনে নিয়ে পরতে শুরু করলো। 'ভালোই করেছো জাগিয়ে দিয়ে, আমার নিজেরই আরো আগে জেগে ওঠা উচিত ছিলো!'

'এখন পর্যন্ত গোলমাল করেনি,' জানালো পাদ্রী। 'একটু আগে তো দেখলাম ব্যাংকের সামনে অ্যারন স্টর্ম আর বেশ কয়েকজন লোকের সঙ্গে আলাপ করছে সে।'

'কিসের আলাপ?'

'তা বলতে পারবো না,' অজ্ঞতা প্রকাশ করলো কার্টার।

কাজ বন্ধ রেখে কৌতূহলী দৃষ্টিতে পাদ্রীর দিকে তাকালো লেভিন। হ্যাংলাপাতলা লোকটার গালে গতকাল রাতের গুলির আঁচড়ের দাগ জ্বলজ্বল করছে, একটু যেন ফুলে গেছে। ঘনায়মান অন্ধকারেও ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে বেচারাকে। ভয় পেয়েছে বোধ হয়। 'কখন থেকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছো তুমি?' জানতে চাইলো ও।

'বিকেল থেকেই,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো কার্টার।

অবাক হলো লেভিন, বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আবার তাকালো পাদ্রীর দিকে। 'আশ্চর্য, কেন?'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকালো জেমস কার্টার। 'আমি ভাবলাম এখানে থাকলেই তোমাকে খানিকটা সাহায্য করতে পারবো। তুমি যতক্ষণ ঘুমাচ্ছো ততক্ষণ এদিকে নজর রাখলে সুবিধা হবে মনে করেছিলাম আমি। সত্যি বলতে কি বর্তমান পরিস্থিতির জন্যে আমি নিজেই তো অনেকটা দায়ী, তাই না? আমার জন্যেই কালরাতে কনরয়কে বের করে নিয়ে যেতে পেরেছে ওরা। আমি যদি বোকার মতো ওদের কথায় না ভুলতাম, জেলখানা খালি রেখে আমাকে উদ্ধার করতে

যেতে হতো না তোমাকে—বলতে পারো অপরাধের খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত করার চেষ্টা এটা আমার,' ব্যাখ্যা শেষ করলো পাদ্রী।

লোকটার বিনয় আর অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হলো মার্ক লেভিন, মমতা বোধ করলো তার প্রতি। এমন সহজ সরল মানুষ সত্যি বিরল।

'ওসব মনে রাখতে নেই,' বললো ও। 'তোমাকে না পেলে অন্য কাউকে বেছে নিতো ওরা মতলব হাসিলের জন্যে। তোমার কোনো দোষ নেই। এখন কেমন বোধ করছো তুমি বলো?'

'আসলে যতটা না শারীরিক তারচেয়ে মানসিকভাবে বেশি আহত হয়েছি আমি,' বললো পাদ্রী। 'আমার মান ইজ্জত নিয়ে খেলেছে ওরা, সম্মান ছাড়া একটা মানুষের আর কি আছে বলো!' দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলো না লেভিন। কি জবাব দেবে? কট থেকে উঠে পড়লো সে, ভারি রিভলভারসহ হোলস্টারটা কোমরে বেঁধে নিলো। গুলি ভরা আছে কিনা নিশ্চিত হতে খাপ থেকে রিভলভারটা বের করে পরখ করলো। আছে। আবার খাপে ঢোকালো ওটা। তারপর কার্টারকে বললো, 'আমাকে পাহারা দিয়ে রাখার জন্যে ধন্যবাদ, ঋণী মনে হচ্ছে নিজেকে। আচ্ছা, জাজ এসেছে কিনা বলতে পারো?'

'না, এখনো আসেনি। অবশ্য স্টর্ম ধারণা করছে ওদিকে কোনো বিচারের কাজে আটকা পড়ে যাওয়ায় বোধ হয় একটু দেরি হচ্ছে তার। তবে জাজ আসবেই, এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। জাজের ওপর স্টর্মের আস্থা আছে।'

মাথা দোলালো লেভিন। জাজ এলেও এ মুহূর্তে কোনো কাজ হতো না। আসামী নেই। আগে তাকে ধরার ব্যবস্থা করতে হবে।

দরজার দিকে এগিয়ে গেল মার্শাল, কিঞ্চিৎ ফাঁক করলো কবাট। অন্ধকার আরো নিবিড় হয়ে এসেছে এখন। রাস্তার দুপাশের দালানগুলোর একটা দুটো করে বাতি জ্বলতে শুরু করেছে।

'ল্যানজের চোখে না পড়ে ব্যাংকের কাছে যাওয়া যাবে? আড়ি পেতে ওদের কথাবার্তা শুনতে চাই আমি,' পাদ্রীর দিকে না ফিরেই জানতে চাইলো লেভিন।

'নিশ্চয়ই যাবে, গলিপথ আছে না!' বললো পাদ্রী। 'এসো আমার সঙ্গে।'

কথা শেষ করে আর দাঁড়ালো না সে, বাইরে চলে এলো। ওকে অনুসরণ করে লেভিনও বের হলো, ভিড়িয়ে দিলো কেবিনের দরজাটা। এবার দুজন একসঙ্গে দালান কোঠার পেছনের অন্ধকার ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে গলিপথ বরাবর ব্যাংকের উদ্দেশে হাঁটা ধরলো।

ব্যাংক আর একটা ছাপাখানার মাঝখানের একটা গলিপথের শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লো ওরা। গলির ওমাথায় পায়চারি করছে একটা লোক, চেনা গেল না তাকে। ব্যাংকের সামনে জটলার লোকগুলোকেও চেনার উপায় নেই, এতদূর থেকে, অন্ধকারে। ব্যাংকের দেয়াল ঘেঁষে যতটা সম্ভব সামনে এগিয়ে গেল লেভিন আর কার্টার।

জন ল্যানজের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনতে পেলো ওরা। মনোযোগ দিয়ে শুনলো

লেভিন, কাজে লাগার মতো তথ্য মিলে যেতে পারে, ল্যানজের মোকাবিলা সহজ হবে তাহলে।

'তোমাদের একজন ল-ম্যান দরকার,' বলছে ল্যানজ। 'ঠিক আছে, পাবে—সত্যি বলতে কি ইতিমধ্যে এ কাজের জন্যে উপযুক্ত, যোগ্য লোককে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি আমি এখানে আসার জন্যে। তোমাদের ভালোমন্দ সব দেখবে সে, শহরকে ঠিক রাখবে। আজই এসে যাবার কথা ছিলো তার, কেন যে দেরি করছে বুঝতে পারছি না। হয়তো আগামীকাল এসে যাবে। সুতরাং বুঝতেই পারছো, তোমাদের আর অনর্থক অকর্ম গানস্লিংগার ভাড়া করতে হবে না—ওই লোকটা সাহসী হলে একটা কথা ছিলো, বিপদ আসামাত্র লেজ গুটিয়ে কেমন কেটে পড়েছে!'

অন্ধকারে আপনমনে হাসলো লেভিন। ওর বুদ্ধিটা কাজে লেগেছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ও কেটে পড়েছে ধরে নিয়ে বসে আছে জন ল্যানজ।

ওদিকে কথা বলেই চলেছে র‍্যাঞ্চার।

'ওর মতো লোক তোমাদের জন্যে কেবল ঝামেলা বয়ে আনবে, আর কিছু না। এই দেখো না, ওর কারণে খামোকা গুলি খেলো গিলবার্ট, হয়তো মরতে বসেছে সে এখন। এর জন্যে দায়ী কে, লেভিন নয়?'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে পাদ্রীর দিকে তাকালো লেভিন।

মাথা নাড়লো জেমস কার্টার। 'হেনরির অবস্থা খুব খারাপ। প্রচুর রক্ত হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে; বয়স হয়েছে তো! করবেট অবশ্য এখনো আশাবাদী।'

অ্যারন স্টর্মের জবাব শুনতে পেলো এবার লেভিন। 'আমরা আমাদের পছন্দসই একজন মার্শাল চাই, জন, তোমার বশংবাদ কাউকে নয়। এখানেই তো তোমার সঙ্গে আমাদের মতের অমিল। তুমি বুঝতে পারছো না, তোমার এ দৃষ্টিভঙ্গিই স্পেড আর শহরের বিরোধের মূল কারণ। তুমি যদি আমাদের স্বাধীনভাবে চলার দাবি মেনে নাও তাহলেই আর কোনো সমস্যা থাকে না, কিন্তু সেটা মানছো না তুমি!'

'আমি তো কোনো সমস্যাই দেখছি না,' একরোখা স্বরে জবাব দিলো ল্যানজ। 'বললাম না, সত্যিকার একজন ল-ম্যান দায়িত্ব নিতে আসছে এখানে। কোনো চিন্তা করো না, নিরপেক্ষভাবে এখানে সবকিছু সামাল দেবে সে।'

'কিন্তু কনরয়ের কি ব্যবস্থা হবে?' অচেনা একটা কণ্ঠস্বর জানতে চাইলো এবার। 'খামোকা হেবারকে খুন করেছে সে—শাস্তি হবে না?'

'আমি নিজে অটিসের জামিন হলাম,' বললো ল্যানজ। 'নতুন মার্শাল এসে দায়িত্ব নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে অটিস। দুর্ঘটনাক্রমে হেবারকে হত্যা করেছে বলে তাকে বিচারের জন্যে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে কিনা সে-ই স্থির করবে। বিচারের দরকার হলে, আমি নিজে দেখবো যাতে সুষ্ঠু বিচার হয়।'

এবার অন্য একজন কথা বললো। 'কথাটা আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হচ্ছে। আমার তো মনে হয় মার্শাল একজন পেলেই চলে আমাদের, কোত্থেকে আসছে তা নিয়ে এত মাথা ঘামানোর দরকার কি! আমাদের উচিত

ল্যানজের কথা মেনে নেয়া!'

তা বটে! তিক্ত মনে ভাবলো লেভিন। জনতার মন গলিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে জন ল্যানজ। অবশ্য অ্যারন স্টর্মসহ কয়েকজন আছে যারা জানে ল্যানজের আসল মতলব কি! তবে এটা বোধ হয় একদিক দিয়ে ভালো হলো, মনে মনে বললো লেভিন, খানিক আগের মনোভাব বদলালো শহরবাসীরা তার পক্ষে আছে ভেবে ল্যানজ যদি আত্মতৃপ্তি বোধ করে, মন্দ কি! বরং সতর্কতায় ঢিল পড়বে তার তাহলে, কনরয়কে আবার ধরা কঠিন হবে না।

'আমাদের মধ্যে তাহলে আর কোনো মতপার্থক্য থাকলো না, কি বলো? চলো, এবার তাহলে প্যাট ওয়াটসের স্যালুনে যাওয়া যাক, আমার তরফ থেকে ড্রিঙ্ক করানো হবে সবাইকে। বকবক করতে করতে গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে!'

একথায় একসঙ্গে সায় জানালো জনতা। ঘুরে দাঁড়ালো সবাই, বুল রিভার স্যালুনের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো।

গলিপথ দিয়ে পিছিয়ে এলো লেভিন চট্ করে।

'এখন কি করবে, মার্শাল?' জানতে চাইলো কার্টার।

'সবে তো সন্ধ্যা,' একটু ভেবে বললো লেভিন। 'আপাতত সাপার সারতে যাচ্ছি আমি। যাবে নাকি আমার সঙ্গে?'

'সানন্দে,' জবাব দিলো পাদ্রী।

দালানকোঠার পেছন দিয়েই আবার ফিরতি পথ ধরলো ওরা। আমেরিকান ক্যাফের পেছনে পৌঁছুলো। থামলো লেভিন। দরজা বন্ধ, এগিয়ে গিয়ে আলতো টোকা দিলো ও। অপেক্ষা করার দরকার হলো না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিলো জেরি হ্যানসেন। মাথা উঁচু করে ওর পেছনে দেখার চেষ্টা করলো মার্শাল, কেউ আছে কিনা দেখতে। ফাঁকা রেস্তরাঁ, একাই ছিলো জেরি।

'দুটি ক্ষুধার্ত লোক খাবারের জন্যে এসেছে,' হাসিমুখে জেরির দিকে তাকিয়ে বললো লেভিন।

'সোজা ঢুকে পড়ো ভেতরে, অনাহারীরদল, খাবারের অভাব হবে না,' হেসেই জবাব দিলো জেরি, তারপর ওদের ঢুকতে দেবার জন্যে সরে গেল দোরগোরা থেকে।

কিচেনের উষ্ণ পরিবেশে ঢুকলো ওরা দুজন। ইশারায় একটা ছোট টেবিল দেখালো ওদের জেরি, বললো, 'ইচ্ছা করলে এখানে বসে খেতে পারো, কেউ দেখতে পাবে না। তোমার ইচ্ছার কথা আমাকে বলেছে অ্যারন, জানি তুমি আপাতত চাইছো না এখানে তোমার উপস্থিতির কথা জানাজানি হোক। স্পেড রাইডারে গিজগিজ করছে এখন পুরো শহর। ওরা রেস্তরাঁয়ও আসতে পারে।'

'বুদ্ধিটা চমৎকার,' বললো লেভিন। রান্নাঘরের টেবিলেই বসে পড়লো সে, ওর উল্টোদিকের চেয়ারটায় বসলো জেমস কার্টার, বাধ্যগতের মতো, কথা বলছে না সে।

সময় নষ্ট না করে দ্রুত দুটো প্লেটে খাবার বাড়তে আরম্ভ করলো জেরি।

থালা দুটো ওদের দুজনের সামনে নামিয়ে রাখলো সে। এবার কাপ আর পিরীচ নামানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো, কফি ঢালার জন্যে। কাজ করতে করতেই লেভিনকে জিজ্ঞেস করলো, 'ল্যানজের বক্তৃতা শুনেছো তোমরা? অনেক বড় বড় কথা বললো।'

'শেষের দিকে খানিকটা,' জবাব দিলো মার্শাল। উঠে দাঁড়ালো সে, একটা চেয়ার এগিয়ে দিলো জেরিকে বসার জন্যে, তারপর আবার বসলো। 'আমি সটকে পড়েছি, এই ধারণা তোমরা সবাই মিলে ওর মাথায় গেঁথে দিয়েছো দেখে খুশি হয়েছি আমি। আমার কাজের সুবিধা হবে; কেউ কিছু সন্দেহ করবে না কিংবা সতর্ক থাকবে না।'

'ওকে কিন্তু কেউ বলেনি যে তুমি চলে গেছ, নিজেই ধরে নিয়েছে,' বললো জেরি হ্যানসেন। ছোট একটা গ্রানিট পট থেকে ওদের জন্যে কাপে কফি বানাতে শুরু করলো সে। 'আসলে ওরা আসার আগে বা পরে তোমাকে কেউ দেখেনি তো—সেজন্যেই হয়তো; আস্তাবলে তোমার ঘোড়াটা লুকিয়ে রেখেছিলো ডাচ স্মিট। ল্যানজের চিন্তাভাবনা বিচিত্র, সে ধরেই নিয়েছে ভয়ের চোটে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেছ তুমি।'

'গিলবার্টের কোনো খবর জানো তুমি?' জিজ্ঞেস করলো লেভিন।

'ওর অবস্থা খুবই খারাপ,' জবাব দিলো জেরি।

'ওর দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, আমাকে সাহায্য করতে গিয়ে আহত হলো, ভাবতে খারাপ লাগছে,' বললো লেভিন।

'কিভাবে ঘটেছে ব্যাপারটা?' জানতে চাইলো কার্টার।

মাথা নাড়লো মার্ক লেভিন। 'আসলে ঠিক মতো বলতে পারবো না আমি। পরস্পর থেকে এক সময় আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। হঠাৎ ওর অবস্থানের দিক থেকে গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ওকে সাহায্য করতে ছুটে গেলাম। কিন্তু আমি যখন ওকে খুঁজে পাই, তার আগেই চোট পেয়েছে সে। ওকে নিয়ে একটা জায়গায় গা ঢাকা দিয়েছিলাম অনেকক্ষণ। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব ওর শুশ্রূষা করার চেষ্টা করেছি।'

'তোমরা নাকি অ্যাম্বুশে পড়েছিলে, শুনলাম, এখনো সেরকমই ধারণা তোমার?' জিজ্ঞেস করলো কার্টার।

কয়েক মুহূর্ত পাদ্রীর বিক্ষত চেহারা জরিপ করলো লেভিন। 'অ্যাম্বুশ যে ছিলো এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই,' বললো সে। 'আমি বাজি ধরে বলতে পারি।'

লম্বা করে একটা দম ফেললো জেমস কার্টার। 'চিন্তাটা খুবই ভয়ানক, আমাদের কমিটির একজন ল্যানজের হয়ে কাজ করছে, অবিশ্বাস্য! আচ্ছা, কমিটির বাইরের কেউ তাকে খবর পাঠিয়েছে, এমন হতে পারে না?'

'পারে,' বললো লেভিন। 'তবে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কারণ অন্য কারো পক্ষে এমন কিছু করার মতো যথেষ্ট সময় বা সুযোগ ছিলো না।'

'কিন্তু আমাদের মধ্যে কে আছে যে এমন কাজ করতে পারে?' জিজ্ঞেস করলো জেরি, আরো কিছু বোধ হয় বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু চুপ করে গেল পরক্ষণে। বাইরের দিকে তাকালো চট্ করে। ওদিকে স্ক্রিন ডোর খোলার শব্দ

লেভিনরাও শুনতে পেয়েছে। কেঁপে উঠলো পুরো রেস্তরাঁ। কয়েক মুহূর্ত খোলা রইলো কবাটটা; তারপর আবার ঝনঝন শব্দে বন্ধ হয়ে গেল। ভারি বুটের প্রতিধ্বনি শোনা গেল। খদ্দের এসেছে। সটান উঠে দাঁড়ালো জেরি, এগিয়ে গেল কাউন্টারের দিকে, তাদের সেবা করতে।

কান খাড়া করলো লেভিন।

'অ্যাপ্‌ল পাই আর কফি, লেডি,' অটিস কনরয়ের কণ্ঠস্বর, চিনতে ভুল হবার কথা নয়। মনে মনে খুশি হয়ে উঠলো ও। খোঁজ পাওয়া গেছে, এবার কায়দা মতো পাবার অপেক্ষা!

'আমাকেও,' বললো তার সঙ্গী।

খুব সতর্কতার সঙ্গে, যেন শব্দ না হয়, কাটাচামচ আর ছুরি টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো জেমস কার্টার। খাওয়া বন্ধ রাখলো মার্ক লেভিন। পরবর্তী করণীয় খতিয়ে দেখলো মনে মনে। পার্টিশনের এপাশ থেকে আচমকা গিয়ে আউট-লকে ভড়কে দিয়ে তাকে পাকড়াও করার চেষ্টা করতে পারে। কঠিন হবে না কাজটা। অনায়াসে, কেউ টের পাবার আগেই, দরজা দিয়ে বের করেও নেয়া যাবে। দালান কোঠার পেছন পেছন একেবারে বিনাবাধায় জেলখানায় পৌঁছানো যাবে। ওর দিকে তাকিয়ে ছিলো পাদ্রী, একই কথা ভাবছিলো বোধ হয় সেও; কিন্তু তার উদ্দেশে মাথা নাড়লো মার্শাল।

সেটা করতে গেলে জেরির মারাত্মক বিপদ হতে পারে। কনরয় আর তার সঙ্গী—যেই হোক সে—আত্মরক্ষার জন্যে বাধা দেয়ার চেষ্টা করতে পারে, সেক্ষেত্রে গোলাগুলি হতে বাধ্য। জেরির আহত হবার আশঙ্কা দেখা দেবে। বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তবে ওরা ক্যাফে থেকে বের হবার পর একটা চেষ্টা চালানো যেতে পারে। অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলো লেভিন।

সামনের দিকে রইলো জেরি। স্পেড রাইডাররা ওকে সাহায্য করার উসিলায় যাতে কোনোমতেই কিচেনে ঢুকে পড়তে না পারে সেদিকে কড়া নজর রাখছে। মনে মনে তার প্রশংসা করলো লেভিন। খেতে শুরু করলো আবার, তবে দুইকান খাড়া, অটিস কনরয়দের আলাপ শুনছে।

এখান থেকে গ্রেট ওয়েস্টার্ন হোটেলে যাবে ওরা, জানা গেল; ওখানে জুয়া খেলবে। নিজেকে ভাগ্যবান ভাবছে কনরয়, তার বিশ্বাস আজ তার সামনে কেউ টিকতে পারবে না, প্রচুর টাকা হাতে আসবে, সুখ মিটিয়ে মদ খেতে পারবে।

শুনে আপনমনে হাসলো লেভিন। ভাগ্যবান না ছাই! ভাবলো ও। বিরাট এক বিস্ময় অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। শিগগিরই গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

একটু পর কাউন্টারে কয়েন ফেলার ধাতব শব্দ শুনতে পেলো লেভিন। দাম মিটিয়ে বেরিয়ে গেল কনরয়রা। দরজা খোলা আর বন্ধ হবার শব্দ হলো। জেরি ফিরে আসার পর আর দেরি করলো না লেভিন। বিদায় নেবে বলে উঠে দাঁড়ালো। ও কি করতে যাচ্ছে বলতে গেল না মেয়েটাকে, খামোকা উদ্বেগের মধ্যে থাকবে। পেছন দরজা গলে ফের অন্ধকার গলিপথে নেমে এলো ওরা। পাদ্রীকে চলে যেতে বললো লেভিন, পরের কাজটা একাই করতে চায়।

'দরকার হলেই আমাকে খবর দিয়ো,' বললো কার্টার। 'যথাসাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করবো।'

'ঠিক আছে,' কথা দিলো লেভিন।

অন্ধকারে মিশে গেল কার্টার।

একটু অপেক্ষা করার পর ছায়ায় ছায়ায় গ্রেট ওয়েস্টার্নের দিকে এগিয়ে গেল লেভিন। হোটেলের উল্টোদিকে এসে হাজির হলো। গলিপথ ধরে রাস্তার কাছে এলো, তাকালো এদিক ওদিক, তারপর এক দৌড়ে রাস্তার উল্টোদিকে চলে এলো। আবার ঢুকে পড়লো অন্ধকার গলিতে, দ্রুত হাজির হলো হোটেলের পেছনে। হৈ চৈ আর কোলাহলের শব্দ ভেসে আসছে ভেতর থেকে, ফুর্তিতে মেতে আছে স্পেড রাইডাররা। এখনো গোলমাল শুরু করেনি। পেছনের দরজার কাছে এলো লেভিন, ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলো। জুয়া খেলছে কনরয়, যদি আশানুযায়ী জেতে, নিশ্চয় মদ আর বিয়ারও গলায় ঢালবে; তাহলে অন্তত একবার বাথরুমে যেতে হবে তাকে। এই সুযোগটা গ্রহণ করার কথাই ভাবছে লেভিন।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওকে। আধ ঘণ্টাটাক পর বেরিয়ে এলো অটিস কনরয়, একা, অসতর্ক-একপাশের টয়লেটের দিকে এগোলো। সে টয়লেটে ঢুকলে দরজার কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো লেভিন। কয়েক মিনিট পরেই বেরিয়ে এলো আউট-ল, কোনো দিকে নজর নেই। কনরয় ওকে পেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো লেভিন, তারপর বেড়ালের মতো নিঃশব্দ পদক্ষেপে গিয়ে হাজির হলো তার পেছনে, আগেই হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করে নিয়েছে সে। ওর উপস্থিতি টেরই পেলো না কনরয়। আস্তে করে তার পিঠে রিভলভারের মায্‌লটা ঠেকালো লেভিন, বরফ শীতল কণ্ঠে বললো, 'টুঁ শব্দ করেছো কি, বিচারের জন্যে অপেক্ষা করবো না, ঠুস করে একটা ফুটো তৈরি করে দেবো হৃৎপিণ্ডে। তারপর আমার যা হবার হবে পরোয়া করি না। মাথার ওপর হাত তোলো লক্ষ্মী ছেলের মতো।'

শব্দ করতে ভুলে গেল কনরয়, ভয়ে ভয়ে হাত দুটো সরিয়ে নিলো পিস্তলের কাছ থেকে। কিন্তু মাথার ওপর হাত তুললো না, হিসহিসিয়ে বললো, 'কেন আবার বোকামি করছো! একবার তো দেখলে, আমাকে আটকে রাখার সাধ্য তোমার নেই!'

'এবার আর রেহাই পাবে না তুমি,' জবাব দিলো লেভিন।

'না পালিয়ে মারাত্মক ভুল করেছো, মার্শাল। এইবার আর তোমাকে মাফ করবে না বস্!'

'সে দেখা যাবে!' নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলো লেভিন। 'আর বকবক করো না, চুপচাপ এগোও জেলখানার দিকে। সাবধান-সামান্য এদিক-ওদিক করলেই টেঁসে দেবো।'

আর আপত্তি করার সাহস হলো না কনরয়ের, হার মানলো সে। ছায়ায় ছায়ায় থেকে কনরয়কে নিয়ে জেলখানার দিকে এগোলো লেভিন। হোটেল বিল্ডিংয়ের কোণে এলো। ওর রিভলভারের মায্‌ল ঠেকে রয়েছে কনরয়ের শিরদাঁড়ার ওপর।

দেয়াল ঘেঁষে রাস্তার কাছে এলো এরা। এমাথা ওমাথায় নজর বোলালো। রাস্তায় কাউকে না দেখে ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানালো লেভিন। কনরয়কে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে রাস্তা পেরিয়ে জেলখানার সামনে চলে এলো। দরজা খুলে আউট-লকে ভেতরে ঠেলে দিলো সে, তারপর নিজেও ঢুকলো, দরজা বন্ধ করে তালা আটকালো। কনরয়ের দিকে ফিরলো, রিভলভারের নিশানা একটুও নড়েনি। লোকটাকে চেঁচামেচি করতে দেয়া যাবে না, তাহলে ওপাশের হোটেল থেকে 'হারে রেরে' করে তেড়ে আসবে তার বন্ধুরা। কনরয়কে নিয়ে একটা সেলের দিকে এগিয়ে গেল ও, ভেতরে ঢোকালো তাকে, তারপর গরাদ আটকে দিলো আবার। দৃষ্টি দিয়ে ওকে ভস্ম করে দেয়ার চেষ্টা করলো আউট-ল, পারলো না অবশ্য। অফিস কামরায় এসে চেয়ারে বসলো লেভিন। এখানে বেশিক্ষণ রাখা যাবে না কনরয়কে। খোঁজ পড়বেই তার, তখন স্বভাবতই এখানে একবার ঢুঁ মারবে ল্যানজরা। আবার ছিনিয়ে নেবে খুনীটাকে, হয়তো হত্যা করবে ওকে। কিন্তু কোথায় নেয়া যায়? এমন কোথাও নিতে হবে যেখানে খোঁজার কথা কেউ চিন্তা করবে না। অবশেষে একটা জায়গার কথা মনে পড়লো। হ্যাঁ, পাওয়া গেছে! কেউ সন্দেহ করবে না। জাজ না পৌঁছুনো পর্যন্ত নিশ্চিন্তে লুকিয়ে থাকা যাবে আসামীকে নিয়ে।

উঠে দাঁড়ালো লেভিন, সেলের কাছে ফিরে এলো আবার। একজোড়া হাতকড়া সহ কনরয়ের সেলে ঢুকলো।

কটে বসেছিলো কনরয়, তাকে নির্দেশ দিলো, 'উঠে দাঁড়াও, পেছন ফিরে দুহাত পেছনে আনো!'

'জাহান্নামে যাও!'

'বাড়াবাড়ি করো না, যা বলছি করো!' গর্জে উঠলো লেভিন। 'নইলে পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে এমন বাড়ি লাগাবো চাঁদিতে যে দুমড়ে যাবে একবারে! আমার কোনোই ক্ষতি হবে না!'

লেভিনের রুদ্রমূর্তি দেখে আবার নতি স্বীকার করলো কনরয়, চট্ করে তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলো লেভিন।

'কি করছো তুমি, অ্যাঁ?' ভীত কম্পিত স্বরে জিজ্ঞেস করলো কনরয়।

'রাতটা শান্তিতে কাটানোর জন্যে একটা জায়গায় যাচ্ছি আমরা, এখানে লোকে বিরক্ত করবে,' বললো লেভিন। রাইডারের গলার স্কার্ফটা খুলে ফেললো ও, তারপর ওটা দিয়ে তার মুখ বাঁধতে শুরু করলো, যাতে চিৎকার করতে না পারে। কনরয় অবশ্য মৃদু বাধা দেয়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু কোনো ফায়দা হলো না। কনরয়ের মুখ শক্ত করে বাঁধলো লেভিন। এখন লোকটার চোখজোড়া আর মাথার উপরের অংশ ছাড়া সব কিছুই অদৃশ্য। চূড়ান্ত সতর্কতার অংশ হিসেবে এবার এক টুকরো আলগা দড়ি জোগাড় করলো, ওটা দিয়ে একটা ফাঁস তৈরি করে পরিয়ে দিলো কনরয়ের গলায়, দড়ির প্রান্তটা রইলো ওর হাতে।

'যাতে পালানোর চেষ্টা না চালাও,' ওকে বললো লেভিন।

মুখের মধ্যে কাপড় ঠাসা, তবু কি যেন বলার চেষ্টা করলো, ঘড়ঘড় একটা শব্দ শোনা গেল শুধু, মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা গেল না। জেলের সামনের

দরজাটা ভালো করে আটকে দিলো লেভিন, ডেস্কের ওপর রাখলো জ্বলন্ত ল্যাম্পটা, জানালার পর্দা আগেই টানানো।

'পেছন দরজার দিকে চলো,' কনরয়কে ইশারা করে বললো লেভিন।

স্কার্ফের নিচে ফের গর্জালো স্পেড রাইডার। তবে ঠিকই পেছনের দরজা গলে অন্ধকারে বেরিয়ে এলো। ওর পিঠের সঙ্গে লেপ্টে রইলো লেভিন, বাইরে এসে এদিকের দরজায় তালা দিলো। কোনো শব্দ শোনা যায় কিনা বোঝার জন্যে থামলো এক মুহূর্ত। রাস্তার ওদিকে উঁচু গলার আওয়াজ শোনা যায়, বাড়ছে ক্রমশ। তার মানে, বোঝা যাচ্ছে, কনরয়ের নিখোঁজ হওয়ার কথা জানাজানি হয়ে গেছে।

কনরয়ের গলার ফাঁসটা ধরে মৃদু টান দিলো লেভিন। জেলখানার পেছনের ছায়া ছেড়ে সরে এলো ওরা, তারপর এক চিলতে খোলা জমির ওপর দিয়ে কোনাকুনিভাবে গির্জার দিকে এগিয়ে গেল। দরজা খোলাই ছিলো, ঢুকে পড়লো ওরা। খুদে দালানের ভেতরে অন্ধকার। সংকীর্ণ একটা হলঘরে ঢুকেছে ওরা। চারপাশে নজর বোলালো লেভিন। আলো জ্বালানোর সাহস হলো না, তাতে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হবে, অনুসন্ধান করার জন্যে হাজির হতে পারে কেউ।

বাম দিকে একটা দরজা দেখতে পেলো লেভিন, চট্ করে নব ঘুরিয়ে ওটা খুললো। বেল টাওয়ারে ঢোকার দরজা। একপাশের দেয়ালের সঙ্গে একটা মই লাগানো, লক্ষ করলো ও। ওপর দিকে তাকালো। মিনারের কাছে স্কাইলাইট গলে চাঁদের আলো ঢুকছে, আবছা আলোর একটা ছোট ল্যাণ্ডিং দেখা যাচ্ছে। গা ঢাকা দেয়ার একেবারে উপযুক্ত জায়গা, ভাবলো লেভিন। কনরয়ের দিকে তাকালো ও।

'মই বেয়ে ওপরে উঠতে হবে এবার,' বললো, তারপর কনরয়ের হাতকড়া খুলে দুই হাত সামনে আনতে বললো তাকে। হুকুম তামিল করলো আউট-ল; ফের হাতকড়া পরানো হলো। 'মই বেয়ে যাতে উঠতে পারো তাই এটা করা হলো। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি আগেই, যদি বেচাল করো, তোমার গলায় ফাঁস পরানো, রিভলভারের নলটা তাকিয়ে আছে পিঠের দিকে, সোজা জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, এবার উঠতে শুরু করো।'

কোনো ঝামেলা করলো না অটিস কনরয়। মই বেয়ে মিনারের সংকীর্ণ প্লাটফর্মে উঠে এলো ওরা হামা দিয়ে। বেলটাওয়ারে ঘটা নেই, তাই প্লাটফর্মে বিশ্রাম নেয়ার মতো যথেষ্ট জায়গা পাওয়া গেল। শহরের বেশ উঁচুতে ওদের অবস্থান, এখন লেভিনের পক্ষে চারদিকে নজর রাখতে সুবিধে হবে। অন্ধকারে অবশ্য কাউকে চেনা যাবে না, তবে কে কোন্ দিকে যাচ্ছে বোঝা যাবে। সেটাই দরকার। জুৎ করে বসে স্কাইলাইটের কাঠের ফোকর দিয়ে তাকালো লেভিন। জেলের সামনে ক্রমশ জড় হচ্ছে লোকজন, ব্যস্তসমস্ত ভাব। খানিকক্ষণ যেতে না যেতে মশাল হাতে আরো কয়েকজন এসে যোগ দিলো তাদের সঙ্গে।

'ঠিক সময় মতোই ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছি আমরা,' কনরয়ের উদ্দেশে কায়দা করে বললো লেভিন। 'জেল ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখবে তুমি গায়েব, একেবারে হাবা বনে যাবে তোমার দোস্তরা!'

বিড়বিড় করলো গানম্যান, বোঝা গেল না তার কথা। লেভিন আবার বললো,

'তুমি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নাও, ইচ্ছা করলে ঘুমিয়ে নিতে পারো। যতক্ষণ জাজকে আসতে না দেখছি ততক্ষণ এখান থেকে নড়ছি না আমরা। নামার আগে নিশ্চিত হয়ে নেবো যে তোমার সঙ্গীরা বিদায় নিয়েছে। তোমাকে আবার হাতছাড়া করার এতটুকু ইচ্ছা নেই আমার।'

জেলখানার পেছনে অন্ধকারে আচমকা একটা চৌকো আলো দেখা গেল। জেল ভাঙতে সক্ষম হয়েছে ওরা। হঠাৎ যেমন শুরু হয়েছিলো তেমনি ঝিম ধরলো ওদের তৎপরতায়। জেলখানা ফাঁকা, জানা হয়ে গেছে স্পেড রাইডারদের। আবার রাস্তায় ফিরলো লোকগুলো। মশালের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো জেলখানার সামনের দিক। নিজেদের মধ্যে বোধ হয় পরামর্শ করছে, মনে হলো লেভিনের। তারপর একে একে স্টোর আর দালানকোঠায় তল্লাশি চালানো শুরু করলো, মিছিল করে। ওদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো লেভিন।

তল্লাশি চালাতে চালাতে শহরের শেষপ্রান্তে গিয়ে হাজির হলো সবাই, দাঁড়ালো। এবার শুরু হলো তদন্তের দ্বিতীয় দফা—শহরের ওপাশের ঘড়বাড়িগুলোও অনুসন্ধান চালাতে লাগলো ওরা। এবারও হতাশ হলো। হঠাৎ লেভিন দেখলো, দুজন লোক, একজনের হাতে মশাল, দল থেকে নিজেদের আলাদা করে নিলো, তারপর সোজা এগোলো গির্জার দিকে। উত্তেজিত হয়ে উঠলো ও, কড়া নজর রাখলো ওদের ওপর। মশালের কম্পিত আলোয় ছায়া দেখা যাচ্ছে লোক দুটোর। এখানেও খোঁজার কথা ভাবলো? মনে মনে বললো লেভিন। সাবধানে রিভলভার কক করলো ও, নীরব টাওয়ারে প্রচণ্ড শোনালো শব্দটা।

'একটু এদিক সেদিক করেছো,' কনরয়কে হুমকি দিলো। 'একদম এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবো, মনে থাকে যেন!'

মাথা দোলালো অটিস কনরয়। চাঁদের আলোয় তার চেহারা দেখা গেল, রক্ত সরে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

অবশেষে গির্জায় পৌঁছলো দুই স্পেড রাইডার। নিচ থেকে দরজা খোলার শব্দ ভেসে এলো, পরমুহূর্তে হলঘর থেকে গলার আওয়াজও শুনতে পেলো লেভিন। ঢুকে পড়েছে ওরা। বুটের শব্দ শুনে লেভিন অনুমান করলো ওখানে আইল বরাবর এগোচ্ছে তারা। অপেক্ষা করতে লাগলো লেভিন, জরুরি অবস্থার জন্যে তৈরি।

এক এক করে কেটে গেল বেশ কয়েক মিনিট। তারপর আবার দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনলো লেভিন। স্কাইলাইটের ফোকরে আবার চোখ রাখলো। শহরের দিকে ধীর কদমে এগিয়ে যাচ্ছে রাইডার দুজন।

লম্বা করে শ্বাস টানলো মার্ক লেভিন, কনরয়ের দিকে তাকালো, 'এবার বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছো তুমি,' বিড়বিড় করে বললো ও, রিভলভার হোলস্টারে ঢোকালো।

অবজ্ঞার সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকালো আউট-ল, নাকচ করে দিলো ওকে। বোঝা যাচ্ছে ল্যানজ শেষ পর্যন্ত ওকে বাঁচাবেই—এ বিশ্বাসে অটল থেকে এই মুহূর্তে খামোকা মৃত্যুর ঝুঁকি নেয়া থেকে বিরত থাকাই উপযুক্ত কাজ মনে করেছে সে।

আট

মাঝ রাত যখন পেরিয়ে গেল তার কিছুক্ষণ পর তল্লাশি চালানো বন্ধ করলো স্পেড আউটফিট। মার্ক লেভিন লক্ষ করলো একে একে নিভে যেতে শুরু করেছে মশালগুলো। আরেকটু পর বেশ কয়েকজন রাইডার রাস্তা বরাবর ঘোড়া হাঁকিয়ে উত্তর দিক দিয়ে বিদায় হয়ে গেল শহর ছেড়ে, রাতের অন্ধকারে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল ছুটন্ত খুরের শব্দ। ওদের গমনপথের দিকে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে রইলো লেভিন। নিশ্চয়ই সবাই চলে যায়নি, ভাবলো ও, বাছাই করা কয়েকজন রাইডারসহ ল্যানজ সম্ভবত রয়ে গেছে। কনরয়ের খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত দেবে না একরোখা লোকটা। কতক্ষণ এখানে লুকিয়ে থাকা যাবে তাকে ফাঁকি দিয়ে?

আস্তে আস্তে জমাট বেঁধে উঠলো নিস্তব্ধতা। চুপ করে বসে ফোকরে চোখ রাখছে লেভিন। শহরের বাতিগুলো একের পর এক নিভে গেল, লক্ষ করলো ও। অবশেষে কেবল স্যাম হান্টের গ্রেট ওয়েস্টার্ন হোটেলেই প্রাণের চিহ্ন রয়ে গেল। ওখানেই বোধ হয় আবার অবস্থান নিয়েছে স্পেড।

অটিস কনরয়কে নিয়ে আবার জেলখানায় ফিরে যাবে কিনা, ভাবলো লেভিন। সেলের ভেতর ব্যাটাকে ঢুকিয়ে তালা মেরে অফিস রুমে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নেয়া যেতো—নিশ্চয়ই আবার জেলখানায় আসবে না ল্যানজ; ওকেও সতর্ক পাহারা দিতে হবে না আপাতত। কিন্তু ভাবনাটা বাতিল করে দিলো লেভিন। গির্জার চূড়াতেই ওরা নিরাপদ। জেলখানায় ফিরে অনর্থক ঝুঁকি নেয়ার কোনো দরকার নেই।

মৃদু শব্দে নাক ডাকতে শুরু করেছে অটিস কনরয়। প্ল্যাটফর্মে শুয়ে থাকা আউট-লয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো মার্ক লেভিন। লোকটা কি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি মটকা মেরে পড়ে আছে? বুঝতে পারলো না। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। কিছুই করতে পারবে না কনরয়। নিজে পুরোপুরি সজাগ রয়েছে লেভিন, সারাদিন ঘুমিয়েছে, রাত্রিজাগরণের জন্যে তৈরি ওর শরীর, টানটান স্নায়ু। কনরয়ের হাতে হাতকড়া পরানো, গলায় ফাঁস; সে কোনো ঝামেলা করবে না বলেই ধরে নিলো লেভিন।

পুব দিকের নিচু পাহাড়গুলোর ওপাশে ভোরের প্রথম আলো ফুটতে দেখলো মার্ক লেভিন। সূর্য উঠলো। উজ্জ্বল রোদ ভাসিয়ে দিলো পথঘাট। আরেকটা নতুন দিনকে স্বাগত জানাতে দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো শহরবাসীরা, যেন কিছুই হয়নি কাল রাতে। ফোকর থেকে নজর সরালো না লেভিন। ঠিকই আন্দাজ করেছিলো ও জন ল্যানজ সম্পর্কে। সকাল আটটার দিকে র‍্যাঞ্চারের দেখা পেলো সে। তিনচারজন রাইডারসহ গ্রেট ওয়েস্টার্ন হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো লোকটা, সরাসরি এগোলো জেরি হ্যানসেনের আমেরিকান ক্যাফের দিকে। নাশতা

করতে যাচ্ছে। অপেক্ষা করতে লাগলো লেভিন। বেশ কিছু সময় পেরিয়ে গেল। ক্যাফে থেকে বেরিয়ে এলো জন ল্যানজ, সসৈন্যে চললো এবার অ্যারন স্টর্মের ভ্যালি ট্রাস্ট ব্যাংকের দিকে। কি করতে যাচ্ছে লোকটা? অনুমান করার চেষ্টা চালালো লেভিন।

ল্যানজ আর তার রাইডারদের সঙ্গে একটু পরেই ব্যাংক থেকে রাস্তায় নেমে এলো অ্যারন স্টর্ম। রাস্তা ধরে এগিয়ে এলো জেলখানার দিকে, ভেতরে ঢুকলো সবাই। রেস্তরাঁর বারান্দায় এসে দাঁড়ালো জেরি হ্যানসেন, খানিক ইতস্তত করলো, তারপর রাস্তায় নেমে এলো, হাঁটতে হাঁটতে হেনরি গিলবার্টের স্টোরের দিকে এগিয়ে গেল; ভেতরে ঢুকতে দেখলো ওকে লেভিন; বোধ হয় দোকানির অবস্থা দেখতে গেছে, ভাবলো ও।

অবশেষে লম্বা ঘুম থেকে জেগে উঠলো অটিস কনরয়, মুখে স্কার্ফ ঠাসা, আয়েস করে হাই তুলতে না পেরে গজরগজর করতে লাগলো সে, কোনোমতে আড়মোড়া ভাঙলো। অগ্নিদৃষ্টিতে একবার তাকালো লেভিনের দিকে। পাত্তা দিলো না ও। তাকানো ছাড়া কিছু করার নেই লোকটার।

একের পর এক গড়িয়ে যেতে লাগলো সকালের ঘণ্টাগুলো। উত্তাপ বেড়ে উঠছে ক্রমশ। একঘেয়ে লাগছে টাওয়ারের অবস্থান। কিন্তু ধৈর্য হারালো না লেভিন। অপেক্ষা করতে হবে।

চাকার ঘর্ঘর শব্দে চারদিকে কাঁপিয়ে দিয়ে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে এলো স্টেজ, গ্রেট ওয়েস্টার্নের সামনে থামলো ওটা। তিনজন যাত্রী নেমে এলো স্টেজের খাঁচা থেকে, নির্ধারিত বিরতির দশটা মিনিট ইতিউতি ঘুরে বেড়ালো তারা, কেউ বিরক্ত করলো না তাদের, সময় শেষ হলে আবার স্টেজে উঠে বসলো। সরব যাত্রা শুরু করলো স্টেজ, ধুলো উড়িয়ে বেরিয়ে গেল শহর ছেড়ে।

স্টর্ম, ল্যানজ আর রাইডারদের আবার দেখা গেল রাস্তায়। নিজের অফিসের দিকে ফিরে গেল ব্যাংকার ল্যানজকে পেছনে ফেলে। সঙ্গীদের নিয়ে ধীর পদক্ষেপে রাস্তা বরাবর হোটেলের দিকে এগোলো র‍্যাঞ্চার।

আবার অপেক্ষা।

দুপুর হলো।

বেল টাওয়ারের খুপরিতে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল গরম। দরদর ঘামছে ওরা। রাগে এখন রীতিমত ফুঁসছে অটিস কনরয়, যথারীতি চোখের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে লেভিনকে। অনেক চেষ্টার পর অবশেষে মুখ থেকে স্কার্ফটা সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হলো লোকটা।

আউট-লয়ের ওপর কড়া নজরে তাকালো লেভিন, তারপর বললো, 'ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, তবে সাবধান, যদি চেঁচামেচি শুরু করো, আগেই জানানো হয়েছে তোমাকে কি হবে, মনে করিয়ে দিতে হবে না আশা করি!'

'হতচ্ছাড়া স্কার্ফটার জন্যে দম আটকে আসছিলো আমার!' রুক্ষ স্বরে বললো কনরয়। 'আরেকটু হলে মরেই যেতাম! চিৎকার করার অবস্থা আছে নাকি? কিন্তু এখানে আর কতক্ষণ আটকে রাখবে আমাকে, অ্যাঁ?'

'যতক্ষণ না জাজ আসছে—'

ওকে শেষ করতে দিলো না কনরয়, খিস্তি করলো অকথ্য ভাষায়, বললো, 'জাজ আসতে তো সারা দিন লেগে যেতে পারে! আরে, কি মুশকিল, আমার খিদে পেয়েছে, চোঁ চোঁ করছে পেট; পিপাসায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে!'

এটাই তো চেয়েছিলাম, ভাবলো লেভিন।

'তাতে অবশ্য প্রাণে মারা যাবে না তুমি,' বললো ও। 'চিন্তা করো না,' আবার ফোকরে নজর রাখলো। 'এবার মনে হয় জাজ আসছে।'

মোচড় খেয়ে এগিয়ে এসে কাঠের ফোকর দিয়ে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলো অটিস কনরয়। শহরের দক্ষিণ দিক দিয়ে ঢুকছে দুই ঘোড়সওয়ার। একজনের পরনে লম্বা কালো সুট, স্যাডলের প্রান্ত ছাড়িয়ে নেমে এসেছে নিচে, ঘোড়ার চলার তালে তালে দুলছে পর্দার মতো। ছোটখাট লোকটাকে এত দূর থেকে হাস্যকর মনে হচ্ছে।

'একটা তো অ্যারন স্টর্মের মেয়ে-জামাই,' জানালো কনরয়। 'অন্যটাকে এখান থেকে চেনা যাচ্ছে না।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো লেভিন।

'ওটা তাহলে জাজই হবে,' বললো সে। অপেক্ষার পালা শেষ হলো বোধ হয়। 'ঠিক হ্যায়, এবার আমরা আবার জেলে ফিরে যেতে পারি, কি বলো? মই বেয়ে আমার পরে নামবে তুমি। যদি খামোকা সময় নষ্ট করার চেষ্টা করো, মনে রেখো আমার হাতে কিন্তু ফাঁসির দড়িটা থাকছে, অ্যায়সা টান মারবো, সারা দুনিয়ার সময় বরাদ্দ হয়ে যাবে তোমার জন্যে!'

'আমি আসছি!' বিড়বিড় করে বললো কনরয়। 'তাড়াতাড়ি জেলে যেতে পারলে বরং আমার সুবিধা, তোমার চোটপাট না করলেও চলবে। জেলে গেলে আমাকে উদ্ধার করতে সুবিধা হবে বসের। আমি ছাড়া পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। তারপর তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে আমার! টের পাবে অটিস কনরয় কি জিনিস, মিস্টার টিনস্টার! বহুত জ্বালিয়েছো আমাকে দুটো দিন, সহজে ছাড়ছি না তোমাকে!'

জবাবে শুধু মুচকি হাসলো লেভিন, এ ধরনের হুমকি বহুবার শুনতে হয়েছে। জানে যতো গর্জে তত বর্ষে না। দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো ও, একান্ত বাধ্যগতের মতো অনুসরণ করলো অটিস কনরয়। নিচে নামার পর আউট-লয়ের হাত দুটো আবার পেছনে নিয়ে হাতকড়া পরালো মার্ক লেভিন, স্কার্ফ বেঁধে দিলো মুখে। কনরয়কে কোনো সুযোগ দিতে চায় না সে।

'পেছন দরজা দিয়েই জেলে ঢুকবো আমরা, ঝটপট,' বললো লেভিন। 'কারো নজরে পড়ার আগেই। নাও, জলদি করে বেরোও,' নির্দেশ দিলো ও।

ল-লেসের কেউ যদি আসামীকে নিয়ে খোলা জায়গা পেরিয়ে জেলখানার পেছন-দরজার দিকে আসতে দেখেও থাকে তারা শহরের পেছনের ছাপরাগুলোর বাসিন্দাই হবে, গিলবার্টের স্টোর আর রাস্তা বরাবর দাঁড়ানো দালানকোঠা চমৎকার আড়ালের ব্যবস্থা করেছে ওদের জন্যে। ল্যানজরা যে দেখেনি, নিশ্চিত লেভিন।

জেলখানার ভেতরে ঢোকার পর কনরয়কে আবার তার সেলে ঢোকালো মার্ক লেভিন, হাত কড়া আর মুখ থেকে স্কার্ফ খুলে দিলো, এসবের আর দরকার নেই আপাতত। বাকেট থেকে এক গ্লাস পানি নিয়ে খাওয়ালো আউট-লকে।

'একটু দম নিতে দাও, তারপরই তোমার খাবারের ব্যবস্থা করবো আমি,' বললো লেভিন। 'অনাহারে তো আর মরতে দিতে পারি না তোমাকে!' বিদ্রূপ ঝরলো ওর শেষ কথাটায়।

পেছন-দরজার সঙ্গেই একটা চেয়ার ঠেস দিয়ে ওটা বন্ধ করলো লেভিন, গত রাতে তালা ভেঙে রেখে গেছে ল্যানজ রাইডাররা। যেমন ছিলো, তেমনি খোলা রইলো সামনের দরজা। ল্যাম্পটা এখনো জ্বলছে, ওটা নিভিয়ে কিছুক্ষণ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অ্যারন স্টর্মের ব্যাংকের সামনে দাঁড়ানো ক্লান্ত ঘোড়াদুটোকে জরিপ করলো। বোঝা যাচ্ছে প্রচণ্ড ধকল গেছে জানোয়ার দুটোর ওপর। ওখানে বোধ হয় ব্যাংকারের সঙ্গে আলাপ করছে জাজ, সব কিছু জেনে নিচ্ছে। জাজ আসার খবর পেয়ে অচিরেই ওখানে গিয়ে হাজির হবে ল্যানজ, সন্দেহ নেই, ভাবলো লেভিন, জাজের মন গলানোর চেষ্টা করবে।

'আমার খাবারের কি হলো?' সেল থেকে চেঁচিয়ে জানতে চাইলো কনরয়। 'আমি একজন বন্দী, আমাকে খাবার দেয়া উচিত, নাকি?'

'পরে,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিলো লেভিন।

ঠিক এই সময় আবার জন ল্যানজকে দেখতে পেলো ও। হোটেল থেকে বেরিয়ে এসেছে, সেই তিন রাইডার তার অনুগামী। রাস্তা ধরে এগোলো তারা, আবার ব্যাংকে ঢুকলো। নজর সরালো না লেভিন। পাঁচ মিনিট পর বেরিয়ে এলো র‍্যাঞ্চার, স্টর্ম আর ধূলিমলিন কালো ফ্রক-কোট পরা ছোটখাট লোকটা, যাকে ঘোড়ায় চেপে শহরে ঢুকতে দেখেছিলো তখন।

'আমার মনে হয়, অটিসকে শহর থেকে বের করে নিয়ে গেছে সে, গুলি করেছে,' জেলখানার কাছাকাছি আসার পর জন ল্যানজের কথাগুলো শুনতে পেলো লেভিন। 'খুন করে লাশটা গুম করে তারপর ভেগেছে তল্লাট ছেড়ে! আদপে মার্শাল ছিলো না লোকটা, খামোকা গোলমাল পাকানোর জন্যে একটা ছিঁচকে গানম্যান ভাড়া করেছিলো ওরা সবাই মিলে!' রাগ প্রকাশ পেলো তার কণ্ঠে।

জেলখানার সামনে পৌঁছুলো ছয়জনের মিছিলটা। এবার দরজার বাইরে পা রাখলো লেভিন। হঠাৎ ওকে দেখে চরম বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ালো সবাই। অ্যারন স্টর্মের চেহারায় স্পষ্ট স্বস্তির ছাপ পড়তে দেখলো লেভিন। ল্যানজের চোয়াল ঝুলে পড়লো। এমন কিছু আশা করেনি সে। তার পরিকল্পনা, যাই হোক, কেঁচে গেছে শুরুতেই।

'সুপ্রভাত,' দুপুর বেলায় ইচ্ছা করেই কথাটা বললো লেভিন, ফ্রক কোট পরা ছোটখাট মানুষটার দিকে নজর ফেরালো। 'তুমি নিশ্চয়ই জাজ, যার জন্যে অপেক্ষা করে আছি আমরা?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'বেনজামিন ভেন, মার্শাল লেভিন,' জবাব দিলো জাজ। বেনজামিনের চেহারা গোলগাল আর থলথলে কিন্তু চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বল—বুদ্ধিদীপ্ত; ছোট চেহারায়

বিচারকসুলভ গাম্ভীর্য। 'আমার সাধ্যমত তাড়াতাড়ি আসার চেষ্টা করেছি, মার্শাল। ক্যানিয়ন সিটিতে একটা জরুরি কেস ছিলো, ওটার রায় দিয়ে আসতে হয়েছে।'

'রাতভর ছিলে কোন্ চুলায়?' জানতে চাইলো জন ল্যানজ, বাকশক্তি ফিরে পেয়েছে সে অবশেষে।

'আমার গলায় ফাঁস পরিয়ে সারারাত গির্জার চূড়ায় নিয়ে আটকে রেখেছিলো!' জেলের ভেতর থেকেই গলা চড়িয়ে জবাব দিলো অটিস কনরয়, লেভিন কিছু বলার আগেই। 'এমন অবস্থায় রেখেছিলো যে কিছুই করার ছিলো না আমার। ব্যাটা মহাহারামি, শব্দ পর্যন্ত করতে দেয়নি, আমার মুখে কাপড় ঠেসে দিয়েছিলো!' লেভিনের মনে হলো বাপের কাছে বুঝি অভিযোগ জানাচ্ছে কোনো ছেলে।

মৃদু শব্দে হাসলো জাজ বেনজামিন। লেভিনের কৌশলের প্রশংসায় মাথা দোলালো ব্যাংকার স্টর্ম। ইতিমধ্যে ওদের সঙ্গে যোগ দিতে শুরু করেছে লোকজন।

ক্যাফে থেকে বেরিয়ে এলো জেরি হ্যানসেন, উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় সাইডওঅকে দাঁড়ালো সে, জেলখানার দিকে তাকিয়ে আছে।

'আমাদের যদি ভেতরে ঢোকার অনুমতি দাও, মার্শাল,' বললো জাজ বেনজামিন। 'পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারতাম,' কাজের কথা পাড়লো সে।

মাথা দোলালো লেভিন। 'তুমি আর স্টর্ম এসো। বাকি সবাই বাইরে থাকুক,' বললো ও।

'আরে, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে—' ক্রুদ্ধ স্বরে বলতে গেল ল্যানজ।

'মিস্টার ল্যানজ আসামীপক্ষের উকিল হিসাবে কাজ করছে,' মৃদু কণ্ঠে বললো জাজ বেনজামিন। 'বিচার সংক্রান্ত আলোচনায় আমার মনে হয় সে হাজির থাকতে পারে।'

জাজের কথায় আর আপত্তি করতে পারলো না লেভিন।

'ঠিক আছে,' বললো ও, 'কিন্তু আর কেউ না।' কথা শেষ করে আবার জেলের ভেতরে ঢুকলো সে। জাজ বেনজামিন, অ্যারন স্টর্ম আর জন ল্যানজও ঢুকলো। স্পেডের অবশিষ্ট তিন রাইডার কোনো চেষ্টাই করলো না ভেতরে আসার।

'তুমি আসায় যার পর নাই খুশি হয়েছি, জন!' সেল থেকে বলে উঠলো অটিস কনরয়, স্বস্তির সুর তার কণ্ঠে। 'জলদি আমাকে এখান থেকে বের করার ব্যবস্থা করো! একটা জরুরি কাজ সারতে হবে—'

'কোনো চিন্তা করো না তুমি,' ওকে আশ্বস্ত করে বললো র‍্যাঞ্চার। 'আজ পর্যন্ত কেউ স্পেডের কোনো রাইডারকে ফাঁসি দিতে পারেনি—এবারও পারবে না। তোমাকে ঠিকই উদ্ধার করবো আমি। একটু ধৈর্য ধরো।'

শীতল দৃষ্টিতে ল্যানজের দিকে তাকালো জাজ বেনজামিন। লেভিনের ডেস্কের উল্টোদিকে এসে বসে পড়লো স্যুইভেল চেয়ারে। কয়েক মুহূর্ত মনোযোগ

দিয়ে নিজের চৌকো হাতের তালু পরখ করলো, অবশেষে মুখ তুললো সে। 'আমার মনে হয় সময় নষ্ট না করে দ্রুত বিচারের কাজটা সেরে ফেলা দরকার। তোমরা সবাই তো সেটাই চাও, তাই না?' লেভিনের দিকে তাকালো। 'সাক্ষীরা আছে তো, মার্শাল?'

'কেউ সাক্ষী দেবে না!' কড়া সুরে বলে উঠলো জন ল্যানজ।

লেভিন বললো, 'দুএকজন আছে যারা সাহস করে ঠিকই সাক্ষী দেবে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, অন্তত দশবারোজন লোকের সামনে খুন করার কথা নিজের মুখে স্বীকার করেছে কনরয়।'

'তাতেই হবে,' বললো জাজ বেনজামিন। পকেট থেকে একটা কিম্ভূত আকারের মোটাসোটা নিকেল করা ঘড়ি বের করলো সে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, 'এখন সোয়া দুটো, ঠিক বেলা চারটায় বিচারের কাজ শুরু করবো আমি। এখানে, এই জেলখানাতেই বিচার হবে। চেষ্টা করবে দর্শকের সংখ্যা যেন ন্যূনতম রাখা যায়। তাহলে আমাদের কাজের সুবিধা হবে বলেই আমার ধারণা। আশা করি কারো আপত্তি নেই?' জানতে চাইলো সে।

'এটা বিচারের কোনো জায়গা হলো!' তীব্র আপত্তি জানালো ল্যানজ সঙ্গে সঙ্গে। 'দর্শকদের ব্যবস্থা রাখার অধিকার আছে আমাদের। আমি হোটেলের লবিতে বিচারের প্রস্তাব দিচ্ছি, যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যাবে ওখানে। বিচার করতে চাও, ঠিক আছে, সেজন্যে একটা ভালো জায়গা তো বেছে নেবে!'

'উঁহুঁ, এখানেই বিচার হবে কনরয়ের,' শান্ত কণ্ঠে বললো জাজ বেনজামিন। 'কাঁটায় কাঁটায় চারটায়। এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমার। ইচ্ছা করলে তুমি তোমার লোকজন নিয়ে হাজির থাকতে পারো; অ্যারন স্টর্ম, তোমাকেও সমান সুযোগ দেয়া হবে। তবে বেশি লোক না আনাই ভালো, অনর্থক হৈ চৈ হবে।'

'বেহুদা সময় নষ্ট,' গজগজ করে বললো ল্যানজ। আপত্তি গ্রাহ্য না করায় রাগে লাল হয়ে গেছে তার চেহারা। 'নিকুচি করি তোমাদের বিচারের! আমার একটা ছেলের জীবন নিয়ে কিছুতেই ছিনিমিনি খেলতে দেয়া হবে না তোমাদের!'

র‍্যাঞ্চারের দিকে কড়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো জাজ বেনজামিন। 'আদালতকে হুমকি দিচ্ছো নাকি, মিস্টার ল্যানজ! তাহলে অচিরেই তোমার ছেলের পাশের সেলটায় নিজেকে আবিষ্কার করবে তুমি—ওকে 'ছেলে' বলে নিজেই সম্বোধন করেছো এইমাত্র। মার্শালকে বলবো আদালত অবমাননার দায়ে তোমাকে গ্রেপ্তার করতে।'

কোনো জবাব দিলো না র‍্যাঞ্চার। দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত জাজের দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর চরকির মতো ঘুরে দাঁড়িয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেল জেলখানা থেকে। লম্বা করে শ্বাস টানলো জাজ বেনজামিন, লেভিন আর স্টর্মের দিকে তাকালো।

'এ ধরনের লোকদের পতন হয় খুব করুণ,' বিড়বিড় করে বললো সে। 'জেন্টলমেন, বুঝতেই পারছো, আজকের বিকেলটা বেশ ব্যস্ততার মধ্যে কাটবে আমাদের,' আবার বললো জাজ, তারপর উঠে দাঁড়ালো। 'এখন হোটেলে যাচ্ছি

আমি, ঘোড়া হাঁকিয়ে হয়রান হয়ে গেছি, একটু বিশ্রাম নিতে হবে, ক্যানিয়ন সিটি থেকে এখানে আসা চাট্টিখানি কথা নয়। তাছাড়া এমন একটা ছেলেকে পাঠিয়েছো তোমরা, একেবারে নাছোড়-বান্দা, কখন এখানে এসে পৌঁছুবে সারাটা পথ কেবল সেই চিন্তাই করেছে, এক মুহূর্তের জন্যে থামতে দেয়নি! যাকগে, বিকেল চারটায় তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে তাহলে!'

একপাশে সরে দাঁড়ালো মার্ক লেভিন, জাজকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ দিতে। এবার ওর দিকে তাকালো অ্যারন স্টর্ম।

'তোমাকে জেলখানা থেকে বেরোতে দেখে তখন এত খুশি হয়েছিলাম যে বলার নয়। জীবনে আর কোনোদিন বোধ হয় এত আনন্দ পাইনি!' বললো ব্যাংকার। 'স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমাদের সবাইকেই একটু চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে তুমি। ল্যানজ তো বুঝিয়ে ফেলেছিলো—কনরয়কে অপহরণের পর খুন করে তুমি পালিয়ে গেছো!'

'হ্যাঁ, ওর কথা শুনতে পেয়েছি আমি,' বললো লেভিন। 'আসলে দ্বিতীয় দফা কনরয়কে হারাতে চাইনি। তাই জাজ না আসা পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়েছিলাম। আচ্ছা, জাজ বেনজামিনের কোনো বিপদ হবে না তো?' জিজ্ঞেস করলো ও।

'ওর জন্যে চিন্তা করো না,' বললো স্টর্ম। 'জাজ এদিককার এত নামিদামি লোক যে ওর ক্ষতি করার সাহস হবে না ল্যানজের। বিচারের ব্যাপারটা কি? সবকিছু সামাল দিতে পারবে মনে করো?'

মাথা দোলালো লেভিন। 'যেভাবেই হোক!' দৃঢ় কণ্ঠে বললো ও। 'বিচার জেলখানায় হচ্ছে বলে কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছি। অবশিষ্ট সময়টুকু কনরয়কে কড়া নজরে রাখতে হবে, কে জানে, ওর শুভাকাঙ্ক্ষীরা হয়তো উদ্ধারের মতলব আঁটতে পারে। ইয়ে, আমাদের জন্যে কিছু খাবার পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারবে? ভালো হতো তাহলে। আর পেছনের দরজাটা মেরামত করার জন্যে কাউকে পাঠিয়ে দিয়ো। ওটা আটকানো থাকলে স্বস্তিবোধ করবো।'

'সব ব্যবস্থা করছি আমি,' বললো ব্যাংকার। তারপর বেরিয়ে যাবে বলে ঘুরে দাঁড়ালো, কি ভেবে থামলো আবার। 'গিলবার্টের অবস্থা এখনো একই রকম, তুমি জানতে চাইবে ভেবে বললাম।'

'দুঃখিত,' বললো লেভিন। 'বিচার অনুষ্ঠানের পেছনে এটাও একটা কারণ।'

'ঠিক বলেছো,' বললো অ্যারন স্টর্ম।

বেরিয়ে গেল সে।

চেয়ারে হেলান দিলো লেভিন। ভালোয় ভালোয় এবার ঝামেলাটা মিটে গেলেই হয়।

অটিস কনরয়ের পক্ষে সাক্ষী দিতে দাঁড়ালো না কেউ।

বিচারের কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধত স্বরে কিশোর হেবারকে খুন করার কথা স্বীকার করলো সে। বোঝা যাচ্ছে, পুরো ব্যাপারটাকে একটা বড় ধরনের রসিকতা ধরে নিয়েছে লোকটা, খুব একটা আমল দিচ্ছে না।

জাজ বেনজামিন বাদী পক্ষের সাক্ষী ডাকলো। একমাত্র জেমস কার্টারই উঠে

দাঁড়ালো কথা বলার জন্যে। হত্যাকাণ্ডের ঘটনা আদালতকে জানালো সে। পাদ্রীর সাক্ষী আর লেভিনের দেয়া তথ্যে সন্তুষ্ট হলো জাজ।

ঘটনা সম্পর্কে নিজের বক্তব্য তুলে ধরলো জন ল্যানজ। একেবারেই দুর্ঘটনাক্রমে ব্যাপারটা ঘটে গেছে বলে দাবি করলো সে, হেবারকে হত্যা করার ইচ্ছা কনরয়ের ছিলো না; এও বললো, হেবার স্বেচ্ছায় ওদের সঙ্গে 'ফাজলামো' করতে গিয়েছিলো, ছেলেটারও দোষ আছে! কিন্তু জেমস কার্টার তার যুক্তি খণ্ডন করলো, ল্যানজ আর তার রাইডারদের ক্রুদ্ধদৃষ্টি উপেক্ষা করলো সে। মাথা দুলিয়ে সায় জানালো জাজ বেনজামিন, আর কিছু জানতে চাইলো না, যথেষ্ট জানা গেছে। কয়েক মিনিট চুপ থেকে মনে মনে নিজের বক্তব্য গুছিয়ে নিলো সে। 'অটিস কনরয়,' বললো সে, তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন ভেদ করে যাবে আউট-লয়ের অন্তর। 'ঠাণ্ডা মাথায় একটা নিষ্পাপ কিশোরকে হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হলো তোমাকে। তোমার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, ফাঁসিতে ঝুলিয়ে কার্যকর করা হবে। টাউন মার্শালের প্রতি নির্দেশ, আগামীকাল সকালে সুবিধাজনক একটা জায়গায় ফাঁসির আদেশ কার্যকর করতে হবে। আদালত মুলতবি ঘোষণা করা হলো!'

চট্ করে কনরয়ের বাহু আঁকড়ে ধরলো মার্শাল লেভিন, আবার ওকে সেলে ঢুকিয়ে তালা মারলো। উত্তপ্ত কামরায় সঙ্গে সঙ্গে কোনো রকম হৈ চৈ শুরু হলো না, কেবল নীরবতা। আসামীকে নিরাপদে সেলে ঢোকানোর পর পার্টিশনের দরজায় এসে হাত দুটো বুকের কাছে ভাঁজ করে রেখে দাঁড়ালো লেভিন, চেহারা কঠিন। সবার ওপর একবার নজর বোলালো।

'আমাদের কাজ শেষ,' বললো ও। 'এবার সবাই বিদায় হও!'

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো জন ল্যানজ। প্রথমে জাজ বেনজামিন, তারপর মার্ক লেভিনের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানলো সে। 'চলো, ছেলেরা,' চাপা রাগের সুরে রাইডারদের উদ্দেশে বললো। 'জরুরী আলোচনায় বসতে হবে আমাদের। অটিসকে এরা কিভাবে ফাঁসি দেয়, দেখবো! এহ্, এতই সোজা…!'

গজগজ করতে করতে লাইন বেঁধে রাস্তায় বেরিয়ে গেল তারা। স্যাম হান্ট, ডাচ স্মিট আর প্যাট ওয়াটস তাদের অনুসরণ করলো। কেবল স্টর্ম, জেমস কার্টার আর জাজ রয়ে গেল। ডেস্কের সামনে এগিয়ে এলো ব্যাংকার, হাত বাড়িয়ে দিলো জাজের দিকে।

'ল-লেস শহরের তরফ থেকে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর অভিনন্দন, বেন। আজ আমরা শান্তিপূর্ণ একটা শহর গড়ে তোলার পথে একধাপ এগিয়ে গেলাম। তোমার সাহায্য ছাড়া ওটা সম্ভব হতো না।'

হাসলো জাজ, বিনয়ের সঙ্গে প্রশংসা গ্রহণ করলো, এবার লেভিনের উদ্দেশে মাথা দুলিয়ে ইশারা করলো সে। 'আসলে প্রশংসা করা দরকার এ ছেলেটার। স্পেডের মতো একটা বেপরোয়া আউটফিটকে চ্যালেঞ্জ করা কঠিন কাজ, লেভিন সেটাই করেছে।'

'সেটা আমরা জানি, ওর কথা কোনোদিন ভোলার নয়,' বললো ব্যাংকার। 'আমাদের মনের কথা তো তুমি জানোই, মার্শাল,' লেভিনের দিকে তাকালো সে।

মার্ক লেভিনের চেহারা গম্ভীর। 'নিশ্চয়ই জানি। কিন্তু ব্যাপারটা চুকে যেতে আরো কয়েক ঘন্টা বাকি আছে। উল্টো কিছু না ঘটলেই বাঁচোয়া। আজই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারলে সবচেয়ে ভালো হতো। কনরয়কে ফাঁসি দিতে যতো দেরি হবে ততোই বেড়ে যাবে বিপদের আশঙ্কা। কারণ ল্যানজ এবার খেপে উঠবে নির্ঘাত। যাচ্ছেতাই কাণ্ড ঘটিয়ে বসতে পারে। ওকে কোনোরকম সুযোগ দেয়া ঠিক হবে না।'

'ঠিকই বলেছো তুমি কথাটা,' বললো স্টর্ম, জাজ বেনজামিনের দিকে তাকালো। 'তোমার কি মত, জাজ? আজই—সূর্যাস্তের পর পর ফাঁসি দেয়া যায় না কনরয়কে?'

চট করে জবাব দিলো জাজ বেনজামিন। 'না। অমানবিক হয়ে যায় তাহলে ব্যাপারটা। তোমাদের সমস্যা আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু লোক-টাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে, ওকে অন্তত কয়েকটা ঘণ্টা সময় দেয়া উচিত অনুশোচনা করার জন্যে। এটা এক ধরনের নিয়ম, ভঙ্গ করা অনুচিত। উঁহুঁ, আগামীকাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হচ্ছে তোমাদের।'

'কিন্তু এতে করে বিপদ ডেকে আনা হবে,' যুক্তি দেখালো লেভিন, 'ল্যানজ তো কিছুতেই হার মানতে চাইবে না। সে যদি দলবল নিয়ে আবার চড়াও হয় এখানে, ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে কনরয়কে?'

'আমার ধারণা, পরিস্থিতি যে বদলে গেছে এতক্ষণে বুঝতে শুরু করেছে সে, আর কোনো ঝামেলা করবে না আশা করি,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললো জাজ। 'এখন আর আইন অমান্য করার সাহস দেখাবে না সে।'

'তোমার কথা ঠিক হলে তো ভালোই,' সন্দিহান কণ্ঠে বললো লেভিন।

'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো,' ওকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো জাজ, তারপর এগিয়ে গেল দরজার দিকে। 'আজ রাতে তো এখানেই থাকছি আমি, কোনো অসুবিধা যদি হয়, সঙ্গে সঙ্গে খবর দিয়ো।'

মিইয়ে এসেছে রোদের তেজ, রাস্তায় নেমে এলো জাজ বেনজামিন, ধীর পদক্ষেপে হাঁটতে শুরু করলো হোটেলের দিকে।

'সামনে দীর্ঘ একটা রাত পড়ে রয়েছে, মার্শাল,' বললো স্টর্ম। 'কিছু লাগবে তোমার?'

ম্লান হাসলো লেভিন। 'ভাগ্যদেবীর অকৃপণ সাহায্য আর,' বললো ও, 'শহরবাসীদের কিছুটা সহযোগিতা পেলেই চলবে। তবে ঠিক এইমুহূর্তে এক জোড়া শটগান দরকার। আগেরটা বরবাদ করে দিয়েছে ল্যানজ রাইডাররা।'

'আমি এনে দিচ্ছি,' বললো জেমস কার্টার।

পাদ্রীর কাঁধে হাত রাখলো লেভিন। 'না। কনরয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছো তুমি। আমার মনে হয় এখন স্পেডের সামনে না যাওয়াই তোমার জন্যে ভালো। ঝামেলাটা চুকে না যাওয়া পর্যন্ত সাবধান থাকাই উচিত হবে, রাস্তায় নামলে বিপদ হতে পারে।'

'আমি তোমার সঙ্গে একমত,' বললো অ্যারন স্টর্ম। 'আমি যাচ্ছি শটগান আনতে। গিলবার্টের স্টোর থেকে আসতে বেশিক্ষণ লাগবে না। আর

কিছু?'

'অন্য কিছুর কথা এখন বলতে পারছি না,' বললো লেভিন। 'শহরবাসীদের সম্পর্কে কি ধারণা তোমার, আমাদের সমর্থন দেবে? এখন তো মোটামুটি ল্যানজকে আয়ত্তে আনা গেছে—কি মনে হয়?'

অ্যারন স্টর্ম জবাব দেয়ার আগেই দরজায় এসে হাজির হলো এক লোক। 'মিস্টার স্টর্ম!' ডাকলো সে।

বেরিয়ে গেল স্টর্ম। কয়েক মিনিট বাক্য বিনিময় হলো দুজনের মধ্যে। আড়ষ্ট চেহারায় আবার ফিরে এলো স্টর্ম। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো লেভিন, নিশ্চয়ই কোনো দুঃসংবাদ, ভাবলো ও।

গম্ভীর চেহারায় জবাব দিলো অ্যারন স্টর্ম। 'একটু আগে হলে তোমার প্রশ্নের জবাবে হয়তো বলতে পারতাম শহরের লোকজন আমাদের পক্ষে এসে দাঁড়াবে—কিন্তু এখন যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার। কারণ হেনরি গিলবার্ট আর বেঁচে নেই!'

নয়

পাদ্রী জেমস কার্টারই প্রথম নীরবতা ভাঙলো।

'আমাকে এখন মিসেস গিলবার্টের ওখানে যেতেই হচ্ছে, আমার কর্তব্য এটা,' লেভিনের ভুরু কুঁচকে উঠছে দেখে তাড়াতাড়ি আবার বললো, 'জানি, মার্শাল, কিন্তু আমি নাচার। তাছাড়া এখন আর বিপদের ভয় করি না আমি, হোক যা হবার।'

একথার পর আর বাধা দেয়ার যুক্তি খুঁজে পেলো না লেভিন।

'পেছনের রাস্তা দিয়ে যাও,' বললো অ্যারন স্টর্ম। 'আমার ব্যাংকের ওধার দিয়ে বের হবে, তাহলে আর কারো চোখে পড়ে যাবার ভয় থাকবে না,' পরামর্শ দিলো সে।

মাথা দোলালো কার্টার, বললো, 'ঠিক বলেছো, অ্যারন,' এগিয়ে গেল সে পেছন দরজার দিকে।

'ওখানে কাজ শেষ করে আর রাস্তায় নেমো না,' পেছন থেকে ওকে ডেকে বললো মার্ক লেভিন। 'লোকজনের চোখে যাতে না পড়তে হয়, খেয়াল রেখো।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিলো পাদ্রী, আবার সামনে এগোলো।

লেভিনের দিকে তাকালো এবার অ্যারন স্টর্ম। 'এবার তাহলে তোমার জন্যে শটগান নিয়ে আসি,' বললো সে। 'কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসছি,' দরজার দিকে পা বাড়ালো ব্যাংকার।

'ঠিক আছে,' বললো লেভিন। 'আর কিছু যদি মনে না করো কষ্ট করে আমার হয়ে মিসেস হেনরিকে সমবেদনা জানিয়ে এসো তারপর। বুঝতেই পারছো,

আমার পক্ষে খুব শিগগির এখান থেকে বের হওয়া সম্ভব হবে না।'

'আচ্ছা, যাবো আমি মিসেস হেনরির কাছে,' বললো ব্যাংকার, বেরিয়ে গেল বন্দুক আনার জন্যে।

দরজা আটকে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লো মার্শাল লেভিন, একরাত একদিন না ঘুমোনোয় এখন আবার ক্লান্তি গ্রাস করতে চাইছে ওকে। কিন্তু সামনে পুরো একটা রাত পড়ে রয়েছে, বিপজ্জনক রাত-কি করে সামাল দেবে ও?

'কি হলো, মার্শাল?' ওপাশের সেল থেকে গলা চড়িয়ে বললো অটিস কনরয়। 'এখনই কাহিল হয়ে পড়লে নাকি?' বিদ্রূপ চাপা রইলো না তার কণ্ঠে।

জবাব দেয়ার প্রয়োজন মনে করলো না লেভিন। হেনরি গিলবার্টের কথা ভাবছে, মনে হচ্ছে ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধুকে হারিয়েছে ও; মাত্র কয়েক ঘন্টার পরিচয়, অথচ পরস্পরের কত কাছাকাছি চলে এসেছিলো ওরা। প্রয়োজনের মুহূর্তে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো সে। গিলবার্ট আহত হওয়ার পর তার পাশে বসে অপেক্ষা করার সময়টা মনে পড়লো। আশ্চর্য, একবারও নিজের যন্ত্রণার কথা মুখে আনেনি মানুষটা, সহ্য করে গেছে যেন লেভিনের বিপদ না হয়। গিলবার্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করলো লেভিন। এই শহরে অ্যারন স্টর্ম আর জেরি হ্যানসন বাদে একমাত্র গিলবার্টের ওপরই বিনাদ্বিধায় নির্ভর করা যেতো, ওর মতো বিশ্বস্ত মানুষের দেখা পাওয়া সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার। এখানে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করায় মরতে হলো বেচারাকে। ওর স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতেই হবে, ভাবলো লেভিন।

অ্যারন স্টর্ম কিংবা জেরি হ্যানসেন গিলবার্টের মতো সক্রিয় সাহায্য নিয়ে দাঁড়াতে পারবে না ওর পাশে, অবশ্য তার কারণও আছে; স্টর্মের একটা হাত পঙ্গু, ওদিকে জেরি মেয়ে মানুষ।

গিলবার্টের মৃত্যুর বদলা নিতে হবে। শাস্তি পেতে হবে অপরাধীকে। শুধু অটিস কনরয়কে ফাঁসি দিলে চলবে না। ব্যাপারটা আরো ব্যাপক। সেভাবেই ব্যবস্থা নিতে হবে। জন ল্যানজের নেতৃত্বে স্পেড আউটফিট আচমকা হামলা চালিয়েছিলো ওদের ওপর, ওই হামলায় আহত হয়ে মারা গেছে গিলবার্ট।

অর্থাৎ দোকানির মৃত্যুর জন্যে ল্যানজই দায়ী। তাহলে তাকে কেন বিচারের জন্যে আদালতে দাঁড় করানো যাবে না? অবশ্যই যাবে! ভাবলো লেভিন। জাজ বেনজামিনের সঙ্গে পরের বার দেখা হলে এনিয়ে আলাপ করতে হবে, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো ও। জাজ নিশ্চয়ই একমত হবে ওর সঙ্গে।

'আজ রাতে বেশ আরামেই ঘুমাতে পারবে তুমি, মিস্টার টিনস্টার!' কায়দা করে বিদ্রূপের সুরে ফের কথা বলে উঠলো কনরয়, 'বলা যায় না, এটাই হয়তো তোমার শেষ নিদ্রা! ইচ্ছা থাকলে মনে মনে খোদাকে ডাকতে পারো! লোকজন নিয়ে ঠিকই আসবে আমার বস্, এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো তুমি। নিজের কানেই শুনেছো, যাবার সময় কি বলেছে ল্যানজ-স্পেড রাইডারদের ফাঁসি দেয়ার সাধ্য নেই কারো! আমাকে সে উদ্ধার করবেই, দরকার হলে নিকেশ করে দেবে তোমাকে!'

এবার উঠে দাঁড়ালো মার্ক লেভিন, অটিস কনরয়ের সেলের সামনে এসে

দাঁড়ালো। এক মুহূর্ত জরিপ করলো কাউবয়কে, তারপর বললো, 'শোনো, অটিস, আমার কাছে তোমার জীবনের কানা কড়িও মূল্য নেই, তবু একটা পরামর্শ দিই; আর মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা আয়ু আছে তোমার—জীবনের শেষ রাত! ভোরেই ফাঁসি দেয়া হবে তোমাকে। জন ল্যানজ উদ্ধার করবে ভেবে মনকে চোখ ঠারলে ভুল করবে। আমি যদি বেঁচে থাকি, নিজের জীবন বাঁচাতেই অস্থির হয়ে উঠবে সে, তোমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার অবসর পাবে না। এবং সহজে মরছি না আমি। সুতরাং পরিস্থিতির আসল চেহারাটা বোঝার চেষ্টা করাই তোমার জন্যে ভালো হবে। বিবেক বলে যদি কিছু থাকে, সারা জীবনের পাপের অনুশোচনা করো এই কয়েকটা ঘণ্টা। তোমাকে এ সুযোগ দিতেই সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে জাজ। পাদ্রীর সঙ্গে দেখা করে স্বীকারোক্তির ইচ্ছা থাকলে বলো, ওকে তোমার কাছে পাঠাই, আমি আপত্তি করবো না।'

লেভিনের কথাগুলো শুনে ফ্যাকাসে হয়ে গেল অটিস কনরয়ের চেহারা, যেন সহসা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে: নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে সে, বাঁচার আশা ক্ষীণ। কিন্তু মাত্র এক মিনিট, তারপর আবার আগের চেহারা ফিরে এলো তার, কাঁধ ঝাঁকালো নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে, দৃষ্টিতে তীব্র ঘৃণা নিয়ে তাকালো লেভিনের দিকে।

'আরে, দূর, রাখো তোমার ফালতু প্যাচাল! স্বীকারোক্তি করবে, হাহ্! তোমার চেয়ে অনেক ভালো চিনি আমি বসকে। আমাকে সে উদ্ধার করতে আসবেই, দেখোই না!'

'ভুল করছো তুমি—' বলতে গেল লেভিন।

এমন সময় দরজায় করাঘাতের শব্দ এলো, সাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালো ও, দ্রুত এগোলো দরজার দিকে। উঁকি দিয়ে দেখলো বাইরে অপেক্ষা করছে অ্যারন স্টর্ম, কবাট খুলে দিলো ও। ভেতরে ঢুকলো না ব্যাংকার, বাইরে থেকেই একজোড়া শটগান আর শেলের বাক্স তুলে দিলো লেভিনের হাতে। লেভিনের দৃষ্টিতে প্রশ্ন দেখে জবাব দিলো, 'এবার বাড়ি ফিরতে হবে আমাকে, তবে আর কিছু যদি করার থাকে, বলো, করে দিচ্ছি।'

'না, আর কিছু করার দরকার নেই। অনেক ধন্যবাদ। আপাতত এতেই চলবে। ও হ্যাঁ, জেরিকে একটু বলো, আজ রাতে যেন ঘর থেকে না বেরোয়,' বললো লেভিন।

'ঠিক আছে, বলবো,' প্রতিশ্রুতি দিলো অ্যারন স্টর্ম। 'চলি, সকালে আবার দেখা হবে।'

রাতের অন্ধকারে ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে গেল ব্যাংকার, তার গমন পথের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো মার্ক লেভিন। অটিস কনরয়কে নিয়ে আবার নিরাপদ কোনো জায়গায় যেতে পারলে হতো, ভাবলো ও, রাতটা নির্ঝঞ্ঝাটে কাটানো যেতো। কিন্তু তেমন কোনো জায়গা খুঁজে পেলো না অনেক ভেবেও। গির্জার চূড়াটা গোপন আশ্রয় হিসাবে চমৎকার ছিলো। কিন্তু ল্যানজের কাছে ওটার কথা ফাঁস করে দিয়েছে কনরয়। ওখানে যাওয়া আর সম্ভব নয়। যাবার মতো আর জায়গা কই এ-শহরে? তার মানে এখানেই থাকতে হবে।

সুতরাং দ্রুত সুরক্ষিত করে তুলতে হবে জেলখানাটা, যদি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়। জাজ বেনজামিন ভিন্ন ধারণা প্রকাশ করলেও লেভিন মোটামুটি নিশ্চিত জেলখানায় হামলা চালানোর একটা চেষ্টা করবেই ল্যানজ আউটফিট। পরিকল্পনা করার কথা বলেই বিচারের পর বিদায় নিয়েছে তারা। কয়েকজন ডেপুটি নিয়োগের ব্যাপারে অ্যারন স্টর্মের সঙ্গে আলাপ করা উচিত ছিলো, ভাবলো ও। জেলখানা পাহারা দেয়ার জন্যে জনা ছয়েক লোক পাওয়া গেলে—ভাবনার রাশ টানলো লেভিন। অলীক চিন্তা করছে ও। অ্যারনকে অনুরোধ জানিয়ে লাভ হতো না। ওর কথায় হয়তো সায় দিতো ব্যাংকার, কিন্তু তারপর? পাহারা দেয়ার লোক পেতো কোথায়? কে আসতো স্বেচ্ছায় জান বাজি রাখতে? সেই সাহস নেই কারো, আর সাহস থাকলেও স্পেডের বিপক্ষে দাঁড়ানোর প্রত্যক্ষ ফল হেনরি গিলবার্টের মৃত্যু সবাইকে বিরত রাখবে এখন। এটাই বাস্তবতা।

দরজা আটকে পুরো জেলখানায় ঘুরে ঘুরে কৌশলগত অবস্থান বেছে শটগান বসালো লেভিন। ওকে একাই কয়েকজনের ভূমিকা পালন করতে হবে। অন্যান্য অস্ত্রও পরীক্ষা করলো। আস্তে আস্তে সম্ভাব্য আক্রমণ মোকাবিলার প্রস্তুতি নিলো সে। শটগান থেকে বাকশট ছোঁড়ার হুমকি যে কোনো মব ঠেকানোর চমৎকার একটা কৌশল, জানা আছে। ভয়ে ঠাণ্ডা মেরে যাবে যে কেউ, গোলার মুখে দাঁড়ানোর আগে হাজারবার চিন্তা করবে—প্রাণের ভয় সবার আছে। কিন্তু ওরা যদি সামনে-পেছনে উভয় দিক থেকে একসঙ্গে হামলা চালায়, ভাবলো লেভিন, ঠেকানোর আশা ছেড়ে দেয়াই ভালো। অন্তত একজন ডেপুটি থাকতো যদি!

জানালার সামনে এসে থামলো লেভিন, পর্দা খানিকটা ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিলো। অন্ধকার। কেউ নেই রাস্তায়। কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে সারা শহরে, যেন মহাপ্রলয়ের পূর্ব মুহূর্ত উপস্থিত! শহরবাসীরাও বিপদের আশঙ্কা করছে!

জেরি হ্যানসেনের ক্যাফে থেকে হঠাৎ একটা লোক বেরিয়ে এলো, নজর তীক্ষ্ণ হলো লেভিনের। লোকটার হাতে একটা ট্রে, ন্যাপকিনে ঢাকা। আরেকটু কাছে আসতেই তাকে চিনতে পারলো, জেমস কার্টার। চট্ করে দরজার কাছে চলে এলো লেভিন। কবাট খুলে দিলো পাদ্রীকে।

'খাবার নিয়ে এলাম,' ভেতরে ঢুকে বললো কার্টার। ডেস্কের ওপর নামিয়ে রাখলো ট্রে। 'রাতটা কাটানোর মতো প্রচুর কফিও আছে আমাদের জন্যে।'

পাদ্রীর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকালো লেভিন। 'আমাদের জন্যে মানে?'

কৃশ হাসলো কার্টার, তারপর বললো, 'তুমিই বলেছো সারারাত গা ঢাকা দিয়ে থাকতে। জেলখানার চেয়ে উপযুক্ত আর কোনো জায়গা খুঁজে পেলাম না, তাই চলে এলাম। তাছাড়া, আমার ধারণা ভোর হবার আগেই সাহায্যের দরকার হবে তোমার। অটিস কনরয়কে ছিনিয়ে নিতে আসবে স্পেড। আমি আমার সাধ্যমত তোমাকে সাহায্য করতে চাই, মার্শাল!' আবেদনের সুর ঝরলো শেষের

কথাটায়।

অদ্ভুত ব্যাপার, ভাবলো বিস্মিত মার্ক লেভিন। ওর পক্ষে দাঁড়িয়ে লড়াই করার জন্যে একটা মানুষই পাওয়া গেল সারা শহরে! এবং লোকটা ধর্মযাজক, পাদ্রী—শান্তির দূত! জেমস কার্টারের সঙ্গে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলো। 'তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ,' বললো ও।

অটিস কনরয়ের জন্যে এক প্লেট খাবার নিয়ে গেল মার্ক লেভিন, তারপর আবার ফিরে এলো নিজের ডেস্কে। ওর জন্যে অপেক্ষা করছিলো কার্টার। একসঙ্গে খেতে বসলো দুজন। টুকটাক কথাবার্তা হলো। খাওয়া শেষ হলে কফির কাপ হাতে তুলে নিলো দুই প্রহরী। কফিতে চুমুক দিতে দিতে নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো লেভিন।

'তুমি কোত্থকে এসেছো এখানে, রেভারেণ্ড?' জিজ্ঞেস করলো ও।

চট্ করে ওর দিকে তাকালো পাদ্রী, একটু যেন চমকে গেছে, পরক্ষণে হাসলো সে। 'ধন্যবাদ, মার্শাল, অনেকদিন পর আবার এই সম্বোধন শুনলাম। এখানে সবাই সাধারণত আমাকে 'হলি জো', 'স্যোল সেভার', নয়তো স্রেফ 'প্রিচার' ডাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। কখনোই কিন্তু রেভারেণ্ড বলে না। আচ্ছা, থাক ওসব কথা। আমি কোত্থেকে এসেছি জানতে চাইছিলে, বলছি। পেনসিলভেনিয়ায় কারলাইল নামে একটা ছোট্ট শহর আছে, ওখানেই আমার আদি বাস।'

'নিশ্চয়ই এশহরের মতো নয় জায়গাটা?' প্রশ্ন করলো লেভিন।

'একেবারে বিপরীতই বলতে পারো,' বললো কার্টার।

'এখানে এলে কি করে?' আবার জিজ্ঞেস করলো লেভিন। 'মানে, এরকম জায়গায় আসতে গেলে কেন?'

'আসলে যেখানে দরকার সেখানেই তো যেতে হয়, তাই না?' বললো পাদ্রী। 'তোমার পেশার মতো!'

'কিন্তু বলতেই হচ্ছে, কঠিন একটা জায়গা বেছে নিয়েছো তুমি,' বললো লেভিন। 'আমি যদ্দূর বুঝতে পেরেছি, এখানে খুব একটা এগুতে পারোনি তুমি, তাই না? ল্যানজের জন্যেই হয়তো এটা হয়েছে।'

একথায় দীর্ঘশ্বাস ফেললো জেমস কার্টার, শীর্ণ আঙুল দিয়ে মাথা চুলকালো সে, তারপর বললো, 'এধরনের কাজে প্রচুর সময় দরকার, তাড়াহুড়ো করলে চলে না। তাছাড়া জন ল্যানজ আর তার রাইডাররা যেভাবে প্রতিটি মুহূর্ত আতঙ্কের মধ্যে রেখেছে শহরের মানুষগুলোকে, বেশিদূর এগোনোর আশাও করতে পারছি না। অবশ্য স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, যতটা এগিয়েছি, আসলে তারচেয়ে আরো অনেক বেশি অগ্রসর হওয়া উচিত ছিলো। কি জানো, এখানকার লোকজন আসলে আমাকে গ্রহণ করতে পারেনি,' বলে চললো পাদ্রী। 'এর পেছনে কারণ আছে নিশ্চয়ই। ওরা মুগ্ধ হবে এমন কিছু তো করতে পারিইনি, বরং নিজেকে নানাভাবে হাসির খোরাকে পরিণত করেছি। বলতে পারো ব্যর্থই হয়েছি আমি। আসলে আমি একজন ব্যর্থ মানুষ!'

'তা কেন হবে? হতাশ হচ্ছো কেন, হয়তো তোমার কাজের পদ্ধতিতে কোথাও কোনো ভুল আছে,' আন্তরিক সুরে বললো লেভিন। 'রুক্ষ কঠিন জায়গা

এটা, এখানকার মানুষগুলোও রূঢ় প্রকৃতির। তুমি এখানে যেসব মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছো সেগুলো পুবে যতটা সহজে গ্রহণযোগ্য, এখানে তেমন নয়। এখানে সবাই সব কিছুকে—মানুষকেও—ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করে। এই মাত্র তুমি বলেছো, আমাদের পেশায় মিল রয়েছে, যেখানে প্রয়োজন দেখা দেয় আমরা সেখানেই যাই, কিন্তু আসল মিলটার কথা বলোনি তুমি; সেটা হচ্ছে, আমাদের দুজনের পেশাগত জীবনেই সাফল্যের জন্যে সবার আগে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়, সম্মান আদায় করতে হয় সবার।'

'হয়তো এখানেই ব্যর্থ হয়েছি আমি,' বললো কার্টার। 'তবে আমাদের দুজনের কৌশল কিন্তু একেবারে আলাদা। তোমাদের অস্ত্র আর সাহস দিয়ে সবার কাছ থেকে সম্মান আদায় করতে হয়। আমার পেশায় অস্ত্রের স্থান নেই, বরং অস্ত্রের বিরুদ্ধেই কথা বলি আমি।'

মাথা দোলালো মার্ক লেভিন, কথাটা মিথ্যে বলেনি পাদ্রী। তার পেশা ধর্মের বাণী প্রচারের মাধ্যমে শান্তি স্থাপন করা।

'মুখের কথাই কিন্তু অনেক সময় অস্ত্রের চেয়ে বেশি শক্তি ধরে,' বললো ও। 'যদি কথাগুলো তোমার বিশ্বাসে অন্তর্গত হয়।'

'কিন্তু আগে তো কথা শোনানোর মতো লোক থাকতে হবে!' বললো জেমস কার্টার। 'মুষ্টিমেয় কয়েকজন বয়স্কা মহিলা আর বাচ্চাদের সামনে যত বক্তৃতাই করি খুব বেশি দূর এগোনো যাবে না কোনোদিনই।'

'কিন্তু শুরু হিসাবে এটাও কম নয়,' বললো লেভিন। 'আজ রাতের পর, আগামীকাল হয়তো পরিস্থিতি বদলে যাবে।'

উঠে দাঁড়ালো মার্শাল, এগিয়ে গেল জানালার দিকে। পর্দা সরিয়ে অন্ধকার নীরব নির্জন রাস্তার দিকে তাকালো।

'আমি মনে করেছিলাম,' বললো ও, 'আরো আগেই ল্যানজ আউটফিটের আওয়াজ পাওয়া যাবে। লোকটা দেরি করছে কেন আমার মাথায় আসছে না। আচ্ছা, তুমি গিলবার্টের বাড়িতে যাবার সময় বা ফেরার পথে স্পেডের কাউকে দেখেছো?' জেমস কার্টারকে জিজ্ঞেস করলো।

'আমার মনে হয় এখন হোটেলে আছে ওরা,' বললো পাদ্রী। 'ল্যানজের ছ-সাতজন রাইডারকে শহরে ঢুকতে দেখেছি আমি, অপরিচিত একজন লোক ছিলো তাদের সঙ্গে, এর আগে কখনো তাকে দেখিনি।'

'দেরি করার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে,' বললো লেভিন। 'কি সেটা?' স্বগতোক্তির মতো করে বললো সে।

'হয়তো সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ল্যানজ,' নিজের ধারণার কথা জানালো পাদ্রী। 'কিংবা জাজের কথাও ঠিক হতে পারে, হয়তো আইনের কাছে নতি স্বীকার করার পথই বেছে নিয়েছে সে।'

'এ-কথায় বিশ্বাস করা গেলে খুশি হতাম,' জবাব দিলো লেভিন, জানালার কাছ থেকে সরে এলো।

ঘুমোনো জরুরি হয়ে পড়েছে ওর জন্যে, পেট ভরে খাওয়ার পর আরো প্রবল হয়ে উঠেছে ইচ্ছাটা। হাই তুললো ও, আড়মোড়া ভাঙলো; ঝিমুনি কাটানোর

জন্যে মাথা ঝাঁকালো একবার।

'পরিস্থিতি যখন শান্ত,' বললো জেমস কার্টার। 'এক কাজ করো, কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও না তুমি? ল্যানজ কিংবা ওর কোনো রাইডারকে এদিকে আসতে দেখলেই তুলে দেবো আমি তোমাকে। ঠিক আছে?'

'কয়েকটা মিনিট চোখ বুজে বিশ্রাম নিতে পারলে মন্দ হয় না অবশ্য,' বললো লেভিন। 'গত চব্বিশ ঘণ্টায় এক মিনিটের জন্যেও দুচোখের পাতা এক করতে পারিনি আমি। তুমি যদি পাহারা দিতে আপত্তি না করো, রেভারেণ্ড, আমি যাই, খালি সেলটার কটে একটু ঘুমিয়ে নিই।'

'আমার কোনো অসুবিধা নেই,' বললো কার্টার। 'তুমি ঘুমোতে যাও। বিপদ দেখলেই ডাক দেবো।'

জেলের পেছনে চলে এলো মার্ক লেভিন। নিজের সেলে কটে শুয়ে রয়েছে অটিস কনরয়, ঘুমের ভান করছে। পাশের সেলে ঢুকে কটে বসে পড়লো মার্শাল, ভারি লোহার শিকলের মতো প্রচণ্ড ক্লান্তি চেপে বসছে সারা শরীরে; টানছে ওকে। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো ও। ঘন্টা দুয়েক ঘুমোতে পারলে আবার ঝরঝরে হয়ে যাবে দেহ-মন; ল্যানজ চড়াও হলে মোকাবিলা করতে অসুবিধা হবে না। মনে মনে পাদ্রী কার্টারকে ধন্যবাদ জানালো ও। এই মুহূর্তে ভয়ের কিছু নেই। র‍্যাঞ্চার কিংবা ওর রাইডারদের দেখামাত্র জাগিয়ে দেবে বলেছে সে। লম্বা করে শ্বাস টানলো লেভিন, চোখ বন্ধ করলো। আরাম বোধ করছে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানলো না সে।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত—অন্তত মার্ক লেভিনের সেরকমই মনে হলো। কাঁধে কার যেন ধাক্কা অনুভব করলো ও, তারপরই কে যেন সজোরে চড় কষালো। ধড়মড় করে উঠে বসলো লেভিন, ঘুম টুটে গেছে।

জন ল্যানজের চেহারার ওপর নজর পড়লো প্রথমেই।

আবার ব্যর্থ হয়েছে জেমস কার্টার!

দশ

নিজের অজান্তেই কোমরের হোলস্টারের দিকে হাত চলে গেল মার্ক লেভিনের। নেই রিভলভারটা, না থাকারই কথা!

ঠা ঠা করে হেসে উঠলো র‍্যাঞ্চার জন ল্যানজ। 'তোমার বিষদাঁত উপড়ে ফেলেছি, মিস্টার!'

ল্যানজের আশপাশে আরো কয়েকজন রাইডারকে দেখতে পেলো লেভিন, সবাই চেয়ে আছে ওর দিকে, চোখেমুখে বিজয়ীর ছাপ—শত্রুকে শায়েস্তা করা গেছে। অটিস কনরয়···হ্যাংক জনসন···আর ক্যাল ট্যানার-এই তিনজনকে চিনতে পারলো লেভিন; আরো দুজন রয়েছে যাদের আগেও ল্যানজের সঙ্গে দেখেছিলো,

নাম জানা নেই। আরেকজন একেবারে অচেনা। আগন্তুক তাগড়া গড়নের, চোখ দুটো একেবারে কালো, দাড়ি গোঁফের জঙ্গল তার মুখে। লেভিন লক্ষ্য করলো তার ময়লা ভেস্টে ব্যাজ সাঁটানো।

বুকের কাছে হাত চলে গেল লেভিনের, ব্যাজ খুঁজলো, নেই।

আবার প্রাণখোলা হাসলো স্পেড মালিক। 'আরে, তোমার ব্যাজই তো পরেছে ও,' বললো সে। 'আমরাই পরতে দিয়েছি ওকে। নাও, ল-লেসের নতুন মার্শালের সঙ্গে পরিচয় করে নাও। ওর নাম মিস্টার ড্যান ক্ল্যাগ-ক্ল্যাগ, এর নাম মার্ক লেভিন, আগেই বলেছি। ও, লেভিন, তুমি নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিলে বলে আর বিরক্ত করিনি, ক্ল্যাগ দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।'

পাজোড়া ঘুরিয়ে কট থেকে মেঝেতে নামালো মার্ক লেভিন, উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো। বিশাল হাত বাড়িয়ে সজোরে একটা ধাক্কা মারলো ওকে ক্ল্যাগ। অগত্যা আবার বিছানায় বসে পড়লো লেভিন।

'একটুও নড়াচড়া করো না, মিস্টার। এখানেই থাকছো তুমি। শহরবাসীরা ভোরবেলা একটা ফাঁসি দেখবে বলে অপেক্ষা করে আছে, আমরা তোমাকেই ঝোলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি!' কড়া সুরে বললো সে। 'সেরাতে আমার একজন রাইডারকে গুলি করেছো তোমরা,' বললো জন ল্যানজ, 'ওর অবস্থা আশঙ্কা-জনক—সোজা কথা, তার বাঁচার কোনো আশাই নেই, মারা যাচ্ছে। আমরা তাই তোমাকে তার হত্যাকারী সাব্যস্ত করে নিচ্ছি। তার মানে তুমি একটা খুনী। এ শহরে খুনীকে ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, জানোই তো!'

নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করলো মার্ক লেভিন। অফিস কামরার সামনের দিকে তাকালো। সবাই ল্যানজ রাইডার। ব্যাপার কি? আবার ল্যানজের দিকে তাকালো ও। 'কার্টার কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো, 'কি করেছো ওকে?'

আবার শব্দ করে হাসলো র‍্যাঞ্চার, আজ তাকে হাসিতে পেয়েছে। 'আরে ওর জন্যে চিন্তা করো না,' বললো সে। 'কিছুই করিনি আমরা পুঁথিপাঠকের! আমারই দুজন ছেলে একটা জুৎসই জায়গায় রেখে আসার জন্যে সসম্মানে নিয়ে গেছে। ওর গায়ে ফুলের টোকাও দেয়া হয়নি। সুতরাং তোমার এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ দেখছি না। আসলে আমরা চাই না, পাদ্রী এবং শহরের কিছু লোক আমাদের কাজে বাধা দিক, ব্যস।'

একথা শুনে কিঞ্চিৎ স্বস্তি বোধ করলো মার্ক লেভিন। ল্যানজের কথায় বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছে। ওর কারণে পাদ্রীর ওপর অত্যাচার হোক, চায় না। 'জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করতে যাচ্ছো তুমি আজ, ল্যানজ,' বললো ও, 'সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো তুমি। এজন্যে তোমারও ফাঁসির আদেশ দেবে জাজ। এখনো সময় আছে ভুল শোধরানোর—'

আরো বিস্তৃত হলো র‍্যাঞ্চারের আন্তরিক হাসি। 'বুড়ো বেনের ভয় দেখাচ্ছো আমাকে! কি করতে পারবে সে? আমার সঙ্গে বেশি বাড়াবাড়ি করতে গেলে কি পরিণতি হবে ভালোই জানা আছে তার। এখান থেকে ক্যানিয়ন সিটিতে যাবার সময় পথে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, এখানে তোমার মাতব্বরি শেষ, কেউ পারবে না তোমাকে রক্ষা করতে।'

কথা শেষ করে ঘুরে দাঁড়ালো জন ল্যানজ, পা বাড়ালো দরজার দিকে। 'চলো ছেলেরা,' বললো সে। 'অনেক কাজ বাকি আছে আমাদের। ক্ল্যাগই এখন সামাল দিতে পারবে আসামীকে। আজ ল-লেসকে আমি এমন শিক্ষা দেবো, সারা জীবন মনে থাকবে সবার, আর কোনো দিন বেয়াদবির সাহস পাবে না। সারা শহরে ছড়িয়ে পড়তে বলে দাও সবাইকে। এমন ব্যবস্থা নিতে হবে, যা আর কখনো এরা দেখেনি। আজ রাতের পর আমার বিরুদ্ধে আবোল তাবোল কিছু করার আগে হাজারবার চিন্তা করবে! আমার কথা বুঝতে পারছো তো?'

র‍্যাঞ্চারের কথায় সমস্বরে সায় জানালো সবাই। কনরয়সহ একসঙ্গে প্রায় ছুটে গেল দরজার দিকে। হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেললো কবাট, তারপর বেরিয়ে গেল রাস্তায়, মাঝখানে রইলো পালের গোদা জন ল্যানজ। বলতে গেলে পর মুহূর্তেই গুলির আওয়াজ শুনতে পেলো লেভিন। ঝনঝন করে জানালার কাচ ভেঙে পড়ার শব্দ ভেসে এলো। গুলি করে চুরমার করে দিয়েছে কেউ একজন কোনো জানালা। মনে মনে নিজেকে খিস্তি করলো লেভিন ঘুমিয়ে পড়েছিলো বলে। কিন্তু পাদ্রীকে পরাস্ত করলো কিভাবে? জবাব নেই।

'আজ আবার এ শহরে পুরোনো দিনের আমেজ লাগবে,' হঠাৎ বলে উঠলো ক্ল্যাগ।

স্পেডের অবশিষ্ট রাইডারদের কাছে তাদের বসের মনোবাঞ্ছার কথা পৌঁছার পর আরো প্রবল হয়ে উঠলো গোলাগুলির আওয়াজ, মনে হলো প্রলয়কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। এলোপাতাড়ি গুলি চলছে তো চলছেই।

'ঘোড়া নাও!' চিৎকার করে নির্দেশ দিলো কে যেন, শুনতে পেলো লেভিন।

কটে নড়েচড়ে শুলো ও। অস্থির বোধ করছে। মহাবিপদ যাচ্ছে ল-লেসের, অথচ কিছুই করতে পারছে না সে। দায়িত্ব পালনে নিদারুণ ব্যর্থ হয়েছে। একবার নয়, দুবার। এ ব্যর্থতা ক্ষমার অযোগ্য। বিনা বাধায় সারা রাত তাণ্ডবলীলা চালাবে ল্যানজ আর তার আউটফিট, তারপর কাল সকালে হত্যা করবে ওকে। এবং তারপর মিলিয়ে যাবে শহরবাসীদের স্বপ্নসাধ; ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে সমৃদ্ধ শহর গড়ে তোলার চেষ্টা। ভাবনাটা রীতিমতো খেপিয়ে তুললো ওকে।

সেলের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্ল্যাগ। বিকট চেহারার লোকটাকে জরিপ করলো লেভিন।

শহরের রাস্তায় ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে গোলাগুলির আওয়াজ আর কোলাহল। কান পেতে শুনছে ক্ল্যাগ। উপভোগ করছে সে পুরোপুরি। লোকটাকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগলো মার্ক লেভিনের, কিন্তু কোথায় দেখেছে মনে করতে পারলো না।

'আচ্ছা, তোমার সঙ্গে এর আগে কি কখনো আমার দেখা হয়েছে কোথাও?' সরাসরি জিজ্ঞেস করলো লেভিন।

দুচোখে রাজ্যের বিষ নিয়ে লেভিনের দিকে তাকালো ক্ল্যাগ। 'কে জানে, হয়েছে হয়তো, বহু জায়গাতেই গেছি আমি। কেন জিজ্ঞেস করছো? আমরা পরস্পরের বন্ধু কিংবা কুটুম—এধরনের কিছু বলার ইচ্ছা আছে নাকি?' ব্যঙ্গের সুরে বললো দাড়িঅলা।

'তুমি যে তা নও, এব্যাপারে একশো ভাগ নিশ্চিত আমি,' চট্ করে জবাব দিলো লেভিন। 'আসলে কেন যেন আমার মনে হচ্ছে আগেও তোমাকে দেখেছি আমি কোথাও, মনে করতে পারছি না এমুহূর্তে!'

'সারা দেশে আমার ছবি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সেগুলোর কোনো একটা দেখেছো হয়তো,' নেহাত অবজ্ঞার সুরে বললো ক্ল্যাগ।

লেভিন বুঝতে পারলো ওঅন্টেড পোস্টারের কথা বলছে দাড়িঅলা। এবার চিনতে পারলো তাকে। চেহারা ঠিকই আছে, নামটা বদলে নিয়েছে কেবল। কিন্তু ফেরারী লোকটাকে এর আগে কোথায় দেখেছিলো মনে করতে পারলো না লেভিন, তার অপরাধ কি সেটাও ভুলে গেছে। একজন আউট-লকে ভাড়া করে এনেছে জন ল্যানজ, মার্শালের ব্যাজ পরিয়েছে। কৌতুককর ব্যাপার!

'ব্যাজ পরা তোমার জন্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন অভিজ্ঞতা, বলতেই হয়,' কায়দা করে বললো লেভিন।

ক্ল্যাগের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ও। এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে লোকটাকে কায়দা করতে হবে এবং শিগগিরই। কিন্তু ক্ল্যাগ সেয়ানা চিজ। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছে। আচমকা আক্রমণ করে পরাস্ত করার উপায় নেই। লেভিন ওর নাগাল পাবার অনেক আগেই অনায়াসে পিস্তল বের করে গুলি ছুঁড়তে পারবে সে। সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে আউট-ল। কিভাবে কাবু করা যায় তাকে? কোনো বুদ্ধি আসছে না মাথায়, অসহায় বোধ করছে ও।

'এটার কোনো দাম নেই আমার কাছে,' বললো ক্ল্যাগ। বুকের কাছে হাত তুলে আঙুল দিয়ে নাড়াচড়া করতে লাগলো ব্যাজটা। 'একটা কাজে আমাকে ভাড়া করে এনেছে ল্যানজ। আমি আমার কাজ করছি। কাজের অংশ হিসাবেই পরতে হয়েছে ব্যাজটা-আর কিছু না। কাজ শেষ হলেই ছুঁড়ে ফেলে দেবো, ব্যস!'

রাস্তার কোলাহল তুঙ্গে পৌঁছেছে এখন। দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে রাইডাররা, হৈ হৈ চিৎকার করছে। গুলির আওয়াজে কানপাতা দায় হয়ে পড়েছে। ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে কাচ ভাঙার ঝনঝন শব্দ। কোনো একটা দালানের বারান্দার ছাদের খুঁটি ধাক্কা দিয়ে ভেঙে ফেলা হলো। হুড়মুড় করে কাঠের ছাদ ভেঙে পড়ার শব্দ শুনতে পেলো লেভিন। ল-লেস শহরে তাণ্ডবলীলার চিহ্ন রেখে যাচ্ছে স্পেড। ল্যানজ তার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে।

ধীর পদক্ষেপে পিছিয়ে গেল ক্ল্যাগ। দড়াম করে আটকালো সেলের দরজা, তালা মারলো নিশ্চিত ভঙ্গিতে, তারপর চাবির গোছাটা ছুঁড়ে মারলো ডেস্কে। লেভিনের দিকে চোখ ফেরালো সে।

'এখানে খামোকা বসে থাকার কোনো যুক্তি দেখছি না আমি,' বললো সে। 'তারচেয়ে ওদের সঙ্গে মজা করি গিয়ে। তুমি বসে বসে খোদার নাম জপতে থাকো, মার্শাল। সকালে আবার দেখা হবে—তোমাকে লটকানোর সময়!'

রাস্তায় বেরিয়ে যাবার আগে জেলের দরজাও বন্ধ করে দিলো ক্ল্যাগ। বোকার মতো তাকিয়ে রইলো লেভিন। শক্ত কটে সহজ হয়ে শোয়ার চেষ্টা করলো। বন্দীদশা থেকে নিস্তার পাওয়া যায় কিভাবে? ভাবছে। কি করা যায়? সেলের তালা

ভাঙার মতো কিছু তো দেখা যায় না। জানে, জন ল্যানজ ঠিকই তার কথা রাখবে, অন্তত চেষ্টার ত্রুটি করবে না। ল-লেসের ওপর ঝড় বইয়ে দেবে সারারাত, তারপর সকালে ওকে সেল থেকে বের করে ঝুলিয়ে দেবে ফাঁসির দড়িতে। ওকে এই শহরের প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করছে সে, ওকে হত্যা করে সেই প্রতীক নিশ্চিহ্ন করে দেবে।

কিন্তু ল-লেসের কারো কাছ থেকে কোনোরকম সাহায্য আশা করা বৃথা। কেউ আসবে না, জানা কথা। আজ রাতের পর, কাল রাস্তায় নামতে পর্যন্ত ভয় পাবে ওরা। এখন অ্যারন স্টর্মসহ টাউন কমিটির সবাই পিছিয়ে গেলেও ওদের দোষ দিতে পারবে না লেভিন। ওদের কাছে জন ল্যানজ এখন অপ্রতিরোধ্য, অপরাজেয়। তাকে ঘাটাতে যাবে না কেউ।

কট থেকে নেমে সোজা হয়ে দাঁড়ালো মার্ক লেভিন। অল্প পরিসর সেলে ঘুরে ঘুরে কোথাও বেরোবার মতো কোনো ফোকর আছে কিনা পরখ করতে লাগলো। যদিও জানে, আশা খুব কম। একটু পরেই হতাশায় হাল ছেড়ে দিলো লেভিন, দরজা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। এবং ওটায় তালা আটকে গেছে ক্ল্যাগ।

আবার কটে বসলো লেভিন। ডেস্কের ওপর পড়ে রয়েছে চাবির গোছা। চেনাজানা কেউ যদি এদিকে আসতো, ভাবলো ও, তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা চালানো যেতো। অলীক চিন্তা, শুষ্ক হাসলো আপনমনে। এ পরিস্থিতিতে স্পেডের রাইডার ছাড়া আর কে আসতে যাবে এখানে? জন ল্যানজ আর তার রাইডারদের তাণ্ডব নৃত্য যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ তাদের নজর থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবে সবাই। বৃথাই আশা করছে ও।

এক এক করে গড়িয়ে চললো মিনিটের পর মিনিট। আরো বেড়ে উঠলো বাইরের হৈ চৈ, গোলমাল, গুলির আওয়াজ। সব সীমা ছাড়িয়ে গেল একসময়, তারপর আবার ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসতে শুরু করলো।

এখন আর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। গুলির শব্দও নেই বললেই চলে। গোলমাল করতে করতে হয়রান হয়ে গেছে স্পেড রাইডাররা, এখন বোধ হয় ক্লান্তি দূর করতে হোটেলে যাচ্ছে তারা, মদ খাবে আর জুয়া খেলবে, কাটিয়ে দেবে রাতের বাকি সময়টুকু। মাঝরাতের দিকে বেশ কয়েকটা ঘোড়া শহর ছেড়ে চলে যাবার আওয়াজ পেলো মার্ক লেভিন। উত্তর দিকে যাচ্ছে তারা, বোঝা গেল। স্পেড রাইডারদের একটা অংশ সম্ভবত ফিরে যাচ্ছে র‍্যাঞ্চে, দৈনন্দিন কাজের জন্যে, আন্দাজ করলো ও। ল্যানজ কি আছে ওই দলে? মনে হয় না। সকালে বিজয়ের চূড়ান্ত মুহূর্তে, নিশ্চয়ই শহরে উপস্থিত থাকতে চাইবে সে। এমন একটা ঘটনা দেখা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চাইবে না।

সহসা চিন্তায় ছেদ পড়লো লেভিনের। জেলখানার পেছনের শুকনো কঠিন মাটিতে বুটের শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে ও। কেউ একজন আসছে। চট্ করে উঠে দাঁড়ালো ও। এগিয়ে এসে সেলের গরাদ ধরে দাঁড়ালো। 'ক্লিক' করে শব্দ হলো পেছনের দরজায়, খোলার চেষ্টা করছে আগন্তুক। কিন্তু দরজায় তালা আটকানো। চুপ করে রইলো লেভিন। জানে না কে ওটা, শত্রু না মিত্র।

লোকটা যেই হোক, বোঝা যাচ্ছে, সামনের দরজা এড়িয়ে চলতে চাইছে। তারমানে ল্যানজ রাইডারদের চোখে পড়তে চায় না। যদি তা-ই হয়, আগন্তুক ওর মিত্রই হবে, অন্তত যুক্তিতে তাই বলে। তবু শব্দ করলো না লেভিন।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলো ও, দুই কান খাড়া করে রেখেছে। কিন্তু আর কোনো শব্দ শোনা গেল না। তারপর হঠাৎ দরজা খুলে ভেতরে পা রাখলো হোটেল মালিক স্যাম হান্ট।

'এই যে, এদিকে,' খসখসে গলায় ফিসফিস করে বললো লেভিন, আশান্বিত হয়ে উঠেছে।

ডেস্কের ওপর থেকে চট্ করে চাবির গোছাটা তুলে নিলো স্যাম হান্ট, তারপর দ্রুতপায়ে চলে এলো সেলের কাছে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো লেভিন।

'জন তোমার এমন ক্ষতি করবে, তা হতে দিতে পারি না আমি, মার্শাল,' বললো হোটেল মালিক। 'এখানে আমাদের হয়ে কাজ করার জন্যেই ডেকে আনা হয়েছিলো তোমাকে, খামোকা জান খোয়াবার জন্যে নয়। জনকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করেছি আমি। কিন্তু তোমার ওপর মাহাখাপ্পা হয়ে আছে সে। আমার অনুরোধে আমলই দেয়নি। তার এক কথা, সকালে তোমাকে লটকে তারপর ক্ষান্ত হবে। আমি এটা মেনে নিতে পারলাম না।'

মোটা একটা চাবি সেলের তালার ফোকরে ঢুকিয়ে দিলো স্যাম হান্ট, ঘুরিয়ে তালা খুললো, তারপর একটানে খুলে ফেললো দরজাটা।

বেরিয়ে এলো মার্ক লেভিন, স্যাম হান্টের দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে জরিপ করলো তাকে। তারপর কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, 'ল্যানজকে এসব কথা বলেছো তুমি? তার মানে, ওর পক্ষে কাজ করছিলে তুমিই—সব খবর জানাচ্ছিলে তাকে? বিশ্বাসঘাতকতা করেছো শহর-বাসীদের সঙ্গে! আশ্চর্য!'

'ওসব কথা বাদ দাও, মার্শাল!' বললো হান্ট। 'হাতে একদম সময় নেই!' প্রশ্নটা অগ্রাহ্য করলো সে। 'এক কাজ করো, পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও তুমি, স্মিটের আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া নিয়ে জলদি কেটে পড়ো শহর ছেড়ে, এক মুহূর্তও দেরি করো না! ল্যানজের হাত থেকে বাঁচার আর কোনো উপায় নেই!'

'কিন্তু শহরের কি হবে তাহলে?' জিজ্ঞেস করলো লেভিন।

অধৈর্য ভঙ্গিতে প্রবল বেগে মাথা নাড়লো স্যাম হান্ট। 'কেন খামোকা সময় নষ্ট করছো, বলো তো? হ্যাঁ, স্বীকার করছি, যেসব ব্যাপারে শহরের মঙ্গল হবে মনে করেছি সেসব ব্যাপারে ল্যানজের পক্ষ নিয়েছি আমি, এটাই আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে। কারণ আমি আমার ব্যবসা বন্ধ হতে দিতে চাইনি। কিন্তু খুনের বেলায় তো আর তাকে সমর্থন দিতে পারি না! তোমাকে হত্যার পরিকল্পনা নিয়েছে সে। চুপচাপ বসে থেকে ওদের এমন একটা কাজ করতে দিতে পারবো না বলেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলে এসেছি এখানে, তোমাকে পালাতে সাহায্য করার জন্যে। যাও, পালাও, আর দেরি করা ঠিক হবে না!'

তাহলে স্যাম হান্টই আগাগোড়া ল্যানজের পক্ষে কাজ করে গেছে। লোকটাকে অবশ্য আগেই সন্দেহ করেছিলো মার্ক লেভিন, কিন্তু তেমন গুরুত্ব দেয়নি। এখন জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে সব। আগেই বোঝা উচিত ছিলো, হোটেল মালিক ল্যানজের পক্ষে কাজ করছে। এমন ভুল করা ঠিক হয়নি। স্যাম হান্টকে পাশ কাটিয়ে সোজা ডেস্কের কাছে এসে দাঁড়ালো মার্ক লেভিন। ড্রয়ারগুলো হাতড়াতে শুরু করলো পিস্তলের খোঁজে। অবশেষে পাওয়া গেল ওটা। গুলি ভরা আছে কিনা পরখ করে ঢুকিয়ে রাখলো খাপে।

আবার ওকে তাড়া দিলো স্যাম হান্ট। 'পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও, মার্শাল! তাহলে কেউ দেখতে পাবে না! পালাও!'

'কিন্তু আমি পালাচ্ছি না, স্যাম,' নিচু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললো মার্ক লেভিন। 'এখন আমার পক্ষে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ল্যানজকে দমানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে আমাকে। তাছাড়া, কাল সকালে কনরয়ের ফাঁসির নির্দেশ কার্যকর করতে হবে।'

অবাক হয়ে গেল স্যাম হান্ট। 'আচ্ছা, উন্মাদ নাকি তুমি? কেন বুঝতে পারছো না তোমার কোনো আশাই নেই—'

'তা না থাকতে পারে,' ওকে বাধা দিয়ে বললো লেভিন, পরক্ষণে প্রায় দৌড়ে গেল অফিস কামরার ওপাশে। হোটেল-কিপারের পরামর্শ অনুযায়ী পেছন-দরজা দিয়েই বেরুনো বুদ্ধিমানের কাজ হবে, ভাবলো ও। তবে শহর ছেড়ে পালাচ্ছে না। আবার কর্তৃত্ব ফিরে পেতে হবে, যেভাবে হোক। দালান কোঠার আড়ালে আড়ালে এমন একটা জায়গায় পৌঁছুতে হবে যেখান থেকে শহরের পরিস্থিতির ওপর পুরোপুরি নজর রাখা যাবে। যেন বোঝা যায়, কি কৌশল অবলম্বন করতে হবে, কিভাবে এগোলে কায়দা করা যাবে ল্যানজ আউটফিটকে।

'সেলের তালা খুলে দেয়ার জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ,' পেছন দরজার কাছে পৌঁছে মুহূর্তের জন্যে থেমে স্যাম হান্টকে বললো ও। 'উঁহুঁ!' হোটেল-মালিক মুখ খুলতে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিলো, 'কেউ দেখে ফেলার আগে তুমিই বরং কেটে পড়ো এখান থেকে!'

মাথা নাড়লো স্যাম হান্ট। 'তুমি যে ব্যাপারটা এভাবে নেবে, চিন্তাই করিনি। আমি মনে করেছিলাম তোমার জীবন বাঁচিয়ে একটা উপকার করতে যাচ্ছি আমি, এখান থেকে পালানোর এমন মোক্ষম সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাইবে না তুমি। কিন্তু আমাকে অবাক করলে তুমি—'

'সুযোগটা অবশ্যই হাতছাড়া করছি না আমি—কিন্তু হাতের কাজ শেষ করার জন্যেই এখান থেকে বের হচ্ছি,' জবাব দিলো মার্ক লেভিন।

অন্ধকারে পা রাখলো সে। খোলাই রইলো দরজাটা। স্যাম হান্ট ওকে অনুসরণ করবে নাকি সদর দরজা দিয়ে বেরোবে জানা নেই।

'আরে, এখানে কি করছো তুমি?'

ড্যান ক্ল্যাগের কর্কশ কণ্ঠস্বর কানে আসতেই থমকে দাঁড়ালো লেভিন।

'ওকি, তোমার হাতে চাবি কেন?' আবার শোনা গেল ক্ল্যাগের কণ্ঠস্বর। 'কি করছিলে?'

'কি-কিছু না,' আমতা আমতা করে বললো হান্ট। 'এইমাত্র ঢুকেছি!' হোটেল মালিকের কণ্ঠে ভয়।

'শালা বেঈমান!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো ড্যান ক্ল্যাগ। 'তুমিই ছেড়ে দিয়েছো মার্শাল ব্যাটাকে! এত সাহস! অথচ তোমাকে ভীতুর ডিম মনে করেছিলাম আমি!'

'দাঁড়াও—শোনো!'

লেভিন দরজার কাছে ফিরে যাবার আগেই ক্ল্যাগের পিস্তলের প্রচণ্ড গর্জনে কেঁপে উঠলো পুরো জেলহাউস। টলমল পায়ে পিছিয়ে এলো স্যাম হান্ট, দেখলো লেভিন। মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করলো ও। পরক্ষণে উবু হয়ে গেল, ছুটে গেল জেলখানার সামনের দরজার দিকে।

রাস্তার এমাথা ওমাথায় নজর বোলালো একবার। গুলির শব্দকে বোধ হয় আমল দেয়নি কেউ।

ভূতের মতো নিঃশব্দে দরজা গলে ভেতরে ঢুকলো লেভিন, দাঁড়ালো চৌকাঠের কাছে।

স্যাম হান্টের লাশের ওপর ঝুঁকে রয়েছে গানম্যান ড্যান ক্ল্যাগ, ধীরে সুস্থে হোটেল মালিকের পকেট উজার করছে, নজর নেই আর কোনোদিকে। এটাই তার আসল পেশা—রাহাজানি।

'ক্ল্যাগ,' অবিচল কণ্ঠে তাকে ডাকলো লেভিন।

সোজা হয়ে পাঁই করে ঘুরলো গানম্যান, সহজাত রিফ্লেক্স। একটা ঝলকের মতো উঠে এলো তার রিভলভার।

একই সঙ্গে ড্র করলো মার্ক লেভিন, টান দিলো ট্রিগারে। সোজা ক্ল্যাগের হৃৎপিণ্ডে গিয়ে স্থান করে নিলো ওর বুলেট। সঙ্গে সঙ্গে লাশে পরিণত হলো ক্ল্যাগ, স্যাম হান্টের লাশের ওপর আড়াআড়িভাবে আছড়ে পড়লো তার নিঃসাড় দেহ, আর নড়লো না।

একটা বাধা সরানো গেছে।

এগারো

চরকির মতো পাঁই করে ঘুরলো মার্ক লেভিন, হোলস্টারে ঢোকালো রিভলভারটা, তারপর অফিস কামরার দরজার কাছে চলে এলো চট করে। নজর বোলালো আবার রাস্তায়। না, এবারো গুলির শব্দে টনক নড়েনি কারো, আমল দেয়নি। দ্রুত কবাটটা ফের বন্ধ করে তালা আটকে দিলো সে। স্যাম হান্ট আর গানম্যান ড্যান ক্ল্যাগের লাশ লুকিয়ে ফেলা ছাড়া উপায় নেই। স্পেড আউটফিট যতক্ষণ জানছে মার্ক লেভিন জেলখানায় বন্দী এবং তাদের ভাড়াটে গানম্যান মার্শাল হিসাবে বহাল তবিয়তে কাজ করে যাচ্ছে ততক্ষণ তারা ওর ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না। এটাই ওর জন্যে সুবিধাজনক। কিন্তু হুট করে গানম্যানের লাশ খুঁজে পেলে ফের

নরক গুলজার করে ছাড়বে ল্যানজ আর ওর রাইডাররা।

কিন্তু লুকাবে কোথায় লাশ দুটো? মনে মনে সুবিধাজনক জায়গা খুঁজতে লাগলো মার্ক লেভিন। হ্যাঁ! ভাবলো ও, পাওয়া গেছে।

ওর লিভিং কোয়ার্টার। ওটাই সমস্যার একমাত্র সমাধান। একছুটে আবার জেলখানার পেছন দিকে চলে এলো লেভিন, দরজা গলে সরাসরি চলে এলো ছাপরাটার সামনে, খুলে ফেললো দরজা, তারপর কবাট খোলা রেখেই আবার ফিরে এলো জেলখানায়। ড্যান ক্ল্যাগের বুক থেকে মার্শালের ব্যাজটা খুলে বুকে সাঁটলো, লাশটা তুলে নিলো কাঁধে, তারপর বিশাল শরীরটা বয়ে নিজের ছাপরায় এসে এক কোণে নামিয়ে রাখলো। খানিক দাঁড়িয়ে দম নিলো। এবার স্যাম হ্যান্টের লাশ আনতে ফের চললো জেলখানার উদ্দেশে। দুটো লাশই গুম করা হলো অবশেষে। আপাতত কারো চোখে পড়ে যাবার আশঙ্কা নেই।

এবার লিভিং কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এসে দরজায় তালা মারলো, ফিরে এলো জেলহাউসে। লাশ লুকিয়ে ফেলতে পারায় স্বস্তি বোধ করছে ও। সামনে এসে গানর‍্যাক থেকে একটা শটগান তুলে নিলো, মুঠো ভর্তি শেল নিয়ে ঢোকালো পকেটে। প্রস্তুত সে। এবার জানতে হবে শহরে রয়ে গেছে কিনা অটিস কনরয় এবং যদি থাকে তার সঙ্গে স্পেডের আর কজন রাইডার আছে।

এক মুহূর্ত থেমে ডেস্কে রাখা ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিলো লেভিন, তারপর দ্রুত পেছন দরজা গলে বেরিয়ে এলো অন্ধকারে, তালা আটকাতে ভুল হলো না এবারও। হঠাৎ কোনো স্পেড রাইডার খোঁজ নিতে যদি এদিকে আসেও, ভাবলো লেভিন, দরজায় তালা আর ভেতরের অন্ধকার দেখে ধরে নেবে আসামী আর মার্শাল দুজনই ঘুমাচ্ছে, চলে যাবে নিজের পথে। এটাই চায় লেভিন। কনরয় শহরে থাকলে তাকে ধরার জন্যে স্পেডরাইডারদের এই দুর্বলতাটুকুর দরকার আছে।

জেলখানার ঠিক গা ঘেঁষেই একটা খালি স্টোর রুম আছে, সেটার দিকে এগিয়ে গেল লেভিন, দরজার অন্ধকার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থেকে কয়েক মুহূর্ত রাস্তা জরিপ করলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। স্পেড রাইডারদের অধিকাংশ এবং র‍্যাঞ্চার—যদি শহরে থেকে থাকে—গ্রেট ওয়েস্টার্ন হোটেলেই আস্তানা গেড়েছে। ওখানকার গ্যাম্বলিংরুম আর বার-এ পাওয়া যাবে তাদের। ওখানে বাতি জ্বলছে, দেখতে পেলো লেভিন। অবশ্য শহরের অপরপ্রান্তের প্যাট ওয়াটসের বুল রিভার স্যালুন থেকেও কোলাহলের আওয়াজ পাওয়া যায়।

ফাঁকা স্টোররুমের ভেতরে ঢুকে পড়লো লেভিন, পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো আবার; দালান কোঠার পেছনে পেছনে গলিপথ বরাবর হাঁটতে হাঁটতে ভ্যালি ট্রাস্ট ব্যাংকের কাছাকাছি চলে এলো। দুটো দালানের মাঝখানের প্যাসেজ দিয়ে রাস্তার দিকে এসে সাইডওঅকে উঠে পড়লো। গাঢ় ছায়ায় থামলো সে।

বুল রিভার স্যালুন থেকে উচ্চস্বরের কথাবার্তা আর অট্টহাসির শব্দ ভেসে আসছে; কর্কশ, অমার্জিত। হ্যাঁ, এখানেও আছে স্পেড রাইডাররা। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলো মার্ক লেভিন, কণ্ঠস্বরগুলো শনাক্ত করার চেষ্টায়।

কোনোটাই পরিচিত ঠেকলো না। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো লেভিন, এতক্ষণে নিশ্চিত হয়ে গেছে ও, রাস্তায় কেউ নেই; রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে গেল স্যালুনের দিকে, দ্রুত এবং নিঃশব্দে।

স্যালুনের দক্ষিণ দিকের দেয়াল ঘেঁষে সামনে এগোলো মার্ক লেভিন। একটা খোলা জানালার কাছে চলে এলো। মাথার টুপিটা সরিয়ে নিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো ও। যথারীতি তার নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বারটেণ্ডার, সে বাদে আরো চারজন আছে এখানে, একটা গোল টেবিলে তাস খেলায় মগ্ন। স্যালুনে আর কারো উপস্থিতির আলামত মিললো না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চার জুয়াড়িকে জরিপ করলো মার্ক লেভিন। কনরয় নেই এখানে। খেলার সময় খামোকা হট্টগোল করছে লোকগুলো। লেভিনের চোখের সামনেই হঠাৎ একজন রাইডার বিনা কারণে হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করেই বারের পেছনে সাজানো বোতলগুলোর দিকে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে দিলো। আতঙ্কের চোটে লাফিয়ে একপাশে সরে গেল বারটেণ্ডার, রাগে খিস্তি করতে লাগলো গানম্যানকে। গালি শুনে খেপে ওঠার বদলে হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগলো চার স্পেডরাইডার।

কিন্তু প্যাট ওয়াটস গেল কোথায়? ওর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর অপরাধে স্যালুনের বারোটা বাজিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করেছে জন ল্যানজ, এটা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু স্যালুন মালিককে নিয়ে কি করেছে সে? ভাবলো লেভিন। মেরে ফেলেছে? ঠাণ্ডা মাথায়? নাকি রাগের মাথায় মেরে ফেলেছে? জন ল্যানজ হাসিমুখে মানুষ খুন করতে পারে এব্যাপারে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই লেভিনের। সে ওয়াটসকে হত্যা করে থাকলে অবাক হবার কিছু থাকবে না।

আবার সামনে এলো মার্শাল। যে কোনো শব্দ ধরার জন্যে কানজোড়া প্রস্তুত। কোণ ঘুরে স্যালুনের পেছনে হাজির হলো এবার লেভিন। কবরের নিস্তব্ধতা এখানে। অন্যসব জানালা আটকানো। পাশের স্মিট'স স্ট্যাবল, বারবার শপ সহ অন্য দালানগুলোর পেছন দিয়ে সতর্ক পদক্ষেপে অবশেষ গ্রেট ওয়েস্টার্ন হোটেলের পেছনে পৌঁছুলো। থামলো সে। ইতিউতি তাকালো একবার। হোটেলের পেছনে দাঁড়ানো ডালপালা ছড়ানো বিশাল কটনউড গাছটার দিকে এগিয়ে গেল, আশ্রয় নিলো ওটার আড়ালে। ওয়্যাগন ইয়ার্ডের দিকে ঝুলে পড়েছে গাছটার ডাল।

এত রাতে গ্রেট ওয়েস্টার্নের নিচ তলা আলোকিত হয়ে আছে। এখন অবশ্য অট্টহাসির কোনো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, তবে হঠাৎ হঠাৎ চাপা কণ্ঠের কথাবার্তার ছিটেফোঁটা কানে আসে। জন ল্যানজ তার রাইডারদের নিয়ে শহরে রয়ে গেছে? আপনমনে ভাবলো মার্ক লেভিন। নাকি শহরটাকে দখলে রাখতে জনাকয়েক কাউবয়কে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে গেছে র‍্যাঞ্চে? দুটোই হতে পারে। শহর দখলে রাখার পাশাপাশি র‍্যাঞ্চের দৈনন্দিন কাজকর্মও চালিয়ে যেতে হবে তাকে, নইলে লোকসানের বোঝা বইতে হবে। অকেজো হয়ে যাবে তার র‍্যাঞ্চ। অথচ র‍্যাঞ্চের স্বার্থেই শহরটাকে কুক্ষিগত রাখতে চায় সে। সুতরাং তার প্রথম কাজ, র‍্যাঞ্চ ঠিক রাখা। এদিক দিয়ে চিন্তা করলে ল্যানজের শহর ছেড়ে চলে যাওয়াই স্বাভাবিক।

হঠাৎ হোটেলের পেছনের আস্তাবলটার কথা মনে পড়লো লেভিনের। কোরালে স্পেড ব্র্যাণ্ডের ঘোড়ার সংখ্যা দেখেই তো অনেক তথ্য পাওয়া যেতে পারে, ভাবলো ও। কটনউড গাছের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এলো, যাতে কারো নজরে পড়তে না হয় সেজন্যে ওয়্যাগন ইয়ার্ডের সীমানা বরাবর চক্কর দিয়ে আস্তাবলের কাছে চলে এলো, পা রাখলো ভেতরে।

অসল্যারের কোয়ার্টারে টিমটিম করে একটা লণ্ঠন জ্বলছে, লক্ষ্য করলো লেভিন। ধীর নিঃশব্দ পদক্ষেপে দেয়াল বরাবর সামনে বাড়লো ও। সুবিধাজনক একটা জায়গায় এসে উঁকি দিলো কোয়ার্টারের ভেতরে। খাঁ খাঁ করছে, কেউ নেই এখানে। বোধ হয় হোটেলের বার-এ আছে লোকটা, আন্দাজ করলো লেভিন। আস্তাবলের আরো ভেতরে ঢুকলো মার্ক লেভিন, কোরালটা খুঁজে পাওয়া গেল। ফ্যাকাসে চাঁদের আলোয় সাতটা স্যাডল পরানো ঘোড়া দেখতে পেলো ও, ধৈর্যের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছে জানোয়ারগুলো। সক কটা স্পেড ব্র্যাণ্ডের, লক্ষ্য করলো ও।

পাওয়া গেছে প্রশ্নের জবাব। এ মুহূর্তে ল-লেস শহরে মোট সাতজন স্পেড-রাইডার রয়েছে, ভাবলো লেভিন, বাকি সবাই ফিরে গেছে র‍্যাঞ্চে। প্যাট ওয়াটসের বুল রিভার স্যালুনে চারজনকে দেখে এসেছে ও, বাকি তিনজন তাহলে গ্রেট ওয়েস্টার্নে আছে। কারা? নিজেকে জিজ্ঞেস করলো লেভিন। জন ল্যানজ নিজেও আছে তিনজনের মধ্যে? অটিস কনরয়? খোদা, অটিস কনরয় যেন থাকে, মনে মনে প্রার্থনা করলো লেভিন, পরক্ষণে হেসে ফেললো নিজের ভাবনার ধরন দেখে।

এইবার আসামীকে পাকড়াও করতে পারলে আর পালানোর সুযোগ দেয়া হবে না তাকে।

অবশ্য ওখানে কারা আছে জানার একটা পথই খোলা আছে ওর সামনে। সরাসরি হোটেলে গিয়ে নিজের চোখে দেখা।

ফিরতি পথ ধরলো লেভিন। মাথার ওপর ঝুলন্ত লণ্ঠনটার হলদে আলোর নিচ দিয়ে দ্রুত এগোলো। ওপাশের দেয়ালের কাছে চলে এলো। দেয়ালের অন্ধকার ছায়ায় ছায়ায় আবার সামনে বাড়লো।

হঠাৎ বাম দিক থেকে একটা শব্দ ভেসে আসতেই জমাট বেঁধে গেল লেভিন। কিসের শব্দ? অসল্যার ফিরে আসছে তার ডেরায়? নাকি ল্যানজের কোনো রাইডার তার ঘোড়া নিতে আসছে? দেয়ালের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিলো লেভিন, দম আটকে অপেক্ষা করতে লাগলো, লোকটা কাছে আসামাত্র হামলা চালাবে।

আবার শোনা গেল শব্দটা। আস্তাবলেই, সামনের দিকের কোনো কামরা থেকে আসছে শব্দটা, অনুমান করলো লেভিন। ঝাড়া একটা মিনিট পার করে দিলো ও। অবশেষে বুঝতে পারলো, আসলেই কেউ আসছে না। সামনের কামরাতেই নড়াচড়া করছে কেউ একজন। সাবধানে ছোট ছোট পদক্ষেপে আবার সামনে পা বাড়ালো লেভিন। একটা দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। দরজাটা খোলা। আশপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার, চোখ চলে না। কাউকে

দেখা গেল না। চট্ করে উবু হয়ে গেল লেভিন, দরজার ফোকরটা পেরুনোর প্রস্তুতি নিলো।

'মার্শাল! আমি—কার্টার।'

পাদ্রীর ফ্যাঁসফেঁসে কণ্ঠস্বর কানে আসতেই ঢিল পড়লো লেভিনের স্নায়ুতে, আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো। অন্ধকার কামরার ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করলো। কিন্তু পাদ্রী কোথায় আছে বুঝতে পারলো না।

'এই যে, এদিকে, কোনায়!' আবার কথা বললো পাদ্রী, 'আমাকে বেঁধে রেখে গেছে ওরা!'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো না লেভিন।

আবার কথা বললো পাদ্রী। 'সব ঠিক আছে, ভয়ের কিছু নেই। কেউ নেই এখানে।'

এবার ভেতরে পা রাখলো মার্ক লেভিন, চট্‌পট্ চলে এলো জেমস কার্টারের পাশে। একটা দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে পাদ্রীকে। তার গোড়ালি আর হাতের কব্জি দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা।

গিঁট খোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো লেভিন। এখানে পাদ্রীকে পাওয়া যাবে, চিন্তাও করেনি।

'তখন লণ্ঠনের নিচ দিয়ে যাবার সময় দেখেছি তোমাকে,' বললো জেমস কার্টার। 'অনেক চেষ্টা করেও তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারিনি। ভয় হচ্ছিলো, কেউ যদি আবার আওয়াজ শুনে ছুটে আসে!'

'এখানে কতক্ষণ ধরে আছো তুমি?' জিজ্ঞেস করলো লেভিন, 'কি হয়েছিলো বলো দেখি? তোমাকে ওরা কাবু করলো কিভাবে?'

'ল্যানজরা জেলখানা দখল করার পরপরই এখানে নিয়ে আসে আমাকে,' বললো পাদ্রী। 'ওহ্, তুমি পালাতে পেরেছো দেখে আনন্দ লাগছে।'

পাদ্রীর পায়ের বাঁধন খুলে ফেলা হলো, এবার তাকে পেছন ফিরিয়ে কব্জির বাঁধন খুলতে শুরু করলো লেভিন।

'ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর দুঃখ প্রকাশ করে লাভ নেই যদিও,' নিচু কণ্ঠে বললো কার্টার। 'তবু বলছি, আমি দুঃখিত। বোকার মতো একটা কাজ করে ফেলেছি। ওদের চালাকি এবারও ধরতে পারিনি। একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়েছে আমাকে। আসলে স্যাম হান্টের কারণেই এটা হয়েছে, নইলে এত সহজে আমাকে ধোঁকা দিতে পারতো না। তুমি ঘুমিয়ে পড়ার ঘণ্টা দুই পর নক হলো দরজায়। আমি জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখলাম স্যাম হান্ট। ভাবলাম ওকে ঢুকতে দিলে ক্ষতি নেই। দরজা খুলে দিলাম, ব্যস, অমনি দলবল নিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো জন ল্যানজ। আমি কিছুই করতে পারিনি। স্যাম হান্টই এতদিন ধরে ল্যানজকে সব খবর দিয়ে আসছিলো, মার্শাল! আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে!'

'জানি আমি,' জবাব দিলো লেভিন। 'এখন অবশ্য এসবের ঊর্ধ্বে চলে গেছে সে—মারা গেছে।'

কার্টারের কব্জিও মুক্ত হলো অবশেষে। সোজা হয়ে দাঁড়ালো এবার মার্শাল

'ব্যস। কোথাও চোট-টোট পাওনি তো?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে পাদ্রীর কাছে জানতে চাইলো।

উঠে দাঁড়ালো এবার কার্টার। 'না,' বললো সে। 'আমি সুস্থই আছি। ওরা আমাকে দুচারটা কিলচড় দিয়েছে যদিও, তবে এসবে এখন আমার অভ্যাস হয়ে গেছে বলতে পারো। স্যাম হান্ট মারা গেছে বললে না?'

জেলখানার ঘটনাবলী সংক্ষেপে জেমস কার্টারকে খুলে বললো মার্ক লেভিন।

সব শোনার পর জেমস কার্টার বললো, 'আমার মনে হয় খোদা আমার প্রার্থনার জবাব দিয়েছেন। ল্যানজ জেলখানা দখল করে নেয়ার লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিলো আমার, আবার ব্যর্থ হয়েছি বলে। আমার দোষে প্রাণ খোয়ানোর আশঙ্কা দেখা দিয়েছিলো তোমার। তাই এখানে বসে বসে খোদার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে শুরু করলাম, যেন অলৌকিক কিছু ঘটে যায়, মুক্তি পাও তুমি। দেখা যাচ্ছে আমার প্রার্থনা কবুল হয়েছে!' কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে উঠলো লোকটার কণ্ঠ। কোনো জবাব দিতে পারলো না লেভিন। খোদার প্রতি লোকটার অবিচল বিশ্বাস মুগ্ধ করলো ওকে।

কিছুক্ষণের জন্যে নীরবতা বিরাজ করলো দুজনের মাঝে।

অবশেষে শান্ত কণ্ঠে মার্ক লেভিন বললো, 'চলো, বেরিয়ে পড়া যাক এখান থেকে। এখানে হঠাৎ হামলা হলে মুশকিলে পড়ে যাবো, জায়গাটা সুবিধার নয়।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিলো কার্টার।

রানওয়ে ধরে বিশাল ডাবল-ডোর এন্ট্রান্সের দিকে এগোলো দুজন।

'এখন কি করবে, মার্শাল?' জিজ্ঞেস করলো পাদ্রী।

'খুনের দায়ে অটিস কনরয়ের ফাঁসির আদেশ দিয়েছে জাজ বেনজামিন,' জবাব দিলো মার্ক লেভিন। 'সুতরাং তাকে খুঁজে বার করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে। সে র‍্যাঞ্চে চলে গিয়ে থাকলে কঠিন হবে কাজটা। আর, হোটেলে তিনজন স্পেড রাইডার আছে, তাদের মধ্যে কনরয় থাকলে তেমন একটা সমস্যা হবে না। ওকে আবার কায়দা করার একটা উপায় ঠিকই বের করে ফেলা যাবে।'

ইয়ার্ডে পৌঁছুলো ওরা, কিনারা ঘেঁষে এগোলো। অবশেষে আবার সেই বিশাল কটনউডটার কাছে হাজির হলো। লেভিনের কাঁধে হাত রেখে ওকে থামালো কার্টার।

'আমি যে কোনো কাজের নই,' বললো সে, 'এতক্ষণে এটা বোধ হয় পরিষ্কার হয়ে গেছে তোমার কাছে, তাই না, মার্শাল? তবু আরো একবার চেষ্টা করতে চাই আমি—যদি তুমি সুযোগ দাও!' আবেদন ঝরলো পাদ্রীর কণ্ঠে। 'তোমার সঙ্গে যতবার দেখা হয়েছে ততবারই অবশ্য এধরনের কথা শুনতে হয়েছে তোমাকে—কিন্তু...'

'বাদ দাও,' ওকে বাধা দিয়ে বললো লেভিন। 'তোমার বদলে আর কেউ হলেও স্যাম হান্টকে দেখে ভুল করতো, এটাই স্বাভাবিক। হান্টকে সন্দেহ

হওয়ার কথা নয়। যাকগে, চলো দেখি কারা আছে হোটেলে!'

মাথা দোলালো জেমস কার্টার।

বারো

অন্ধকারে নীরবে হোটেল বিল্ডিং আর কটনউড গাছটার মাঝখানের এক চিলতে ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে এলো মার্ক লেভিন আর জেমস কার্টার। ঘুরে গলিপথ ধরে সামনের দিকে এগোলো। সিঁড়ি বেয়ে গ্রেট ওয়েস্টার্ন হোটেলের সামনের প্রশস্ত বারান্দায় উঠে পড়লো দুজন। দরজা খোলা দেখে থমকে দাঁড়ালো। ভেতর থেকে কথোপকথনের আওয়াজ ভেসে আসছে; হঠাৎ এক আধটা বিচ্ছিন্ন মন্তব্য করছে কেউ কিংবা স্রেফ কথা চালিয়ে যাবার খাতিরে কথা বলছে। কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না। যা হোক, নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত তারা। বিপদের আশঙ্কা করছে না, অসতর্ক।

'লবির ওপাশে গ্যাম্বলিং রুমে আছে ওরা,' জানালো পাদ্রী।

পিছলে দরজা গলে ভেতরে ঢুকে পড়লো মার্ক লেভিন, থামলো সে। পুরো লবিটাই দেখা যাচ্ছে চোখের সামনে, খাঁ খাঁ করছে। 'এখানেই অপেক্ষা করো তুমি,' ফিসফিস করে কার্টারকে পরামর্শ দিলো লেভিন। তারপর সোজা এগিয়ে গেল রিসেপশনের দিকে, ঢুকে পড়লো, এখানেও কেউ নেই।

আবার এগোলো সে খিলান আকৃতির একটা বিশাল দরজার দিকে, ওপাশে একটা কামরা রয়েছে। দরজার মুখে এসে আবার থামলো মার্ক লেভিন। খুব সতর্কতার সঙ্গে মোটা পর্দাটা একটু ফাঁক করে নজর বোলালো পাশের কামরায়। এক কোণে একটা টেবিলে চারজন লোককে দেখতে পেলো, ওদের সামনে তাস আর প্রচুর টাকা—স্তূপ হয়ে আছে। উঁচু স্টেকের জুয়া চলছে এখানে।

লেভিনের সারা শরীরে স্বস্তির একটা অপার্থিব অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো। ওর দিকেই মুখ করে বসে রয়েছে অটিস কনরয়। মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলো সে। বাকি জুয়াড়িদের মধ্যে একজন হোটেলেরই কর্মচারী; অন্য দুজন স্পেডের রাইডার—ক্যাল ট্যানার আর হ্যাংক জনসন। ওদের টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে মনোযোগের সঙ্গে খেলা দেখছে হোটেল ক্লার্ক আর অসল্যার। কোনোদিকে নজর নেই।

কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো মার্ক লেভিন, তারপর আবার লবিতে অপেক্ষারত জেমস কার্টারের কাছে ফিরে এলো।

'আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে,' বললো ও। 'এখানেই আছে অটিস কনরয়। আলামত দেখে মনে হচ্ছে সারারাতই জুয়া খেলবে ওরা।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো পাদ্রী।

'এখনই অ্যারেস্ট করবে না?' জিজ্ঞেস করলো সে।

মাথা নাড়লো লেভিন। 'আপাতত এখানে থাকলেই আমাদের জন্যে ভালো,'

বললো ও। 'আটঘাট বেঁধে তারপর পাকড়াও করতে আসা যাবে। আগে সব প্রস্তুতি সেরে ফেলতে চাই, এবার আর কোনো ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি না।'

'আস্তাবল থেকে আসার পথে বলছিলে ফাঁসির আদেশ কার্যকর করবে,' বললো কার্টার। 'সে কথাটাই ভাবছিলাম, সফল হবে মনে করো? ল্যানজ আর ওর রাইডারদের কথা ভুলে যেয়ো না, ওরা আপ্রাণ চেষ্টা করবে তোমাকে বাধা দেয়ার। এতগুলো লোকের সঙ্গে কি করে সামলে উঠবে, বুঝতে পারছি না।'

'ল্যানজ নেই হোটেলে,' চট্ করে বললো লেভিন। 'তার মানে ওই সাতজন রাইডারকে এখানে রেখে নিশ্চিন্তে র‍্যাঞ্চে ফিরে গেছে সে, সকালের দিকে আবার আসবে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্যে। তার জানা নেই ড্যান ক্লাগের জেলখানা থেকে বেরিয়ে পড়েছি আমি। সে জানে আমি বন্দী, হাতে রয়েছে জেলখানার চাবি। এখানেই আমাদের সুবিধা। ওদের সবাইকে বোকা বানিয়ে সহজেই আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল করা যাবে বলে আশা করছি।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। বারান্দা থেকে রাস্তায় নেমে এলো মার্ক লেভিন, ছায়ার মতো ওকে অনুসরণ করলো জেমস কার্টার। আবার গলিপথে ঢুকে পড়লো ওরা দুজন। হোটেল থেকে যথেষ্ট এবং নিরাপদ দূরত্বে। এখানে অন্ধকারে কথা বলা যাবে নির্ভয়ে।

'দ্রুত কয়েকটা কাজ সারতে হবে আমাদের,' পাদ্রীকে বললো লেভিন। 'কাজগুলো একটু কঠিন, কঠিন হওয়াই স্বাভাবিক, স্পেড যেখানে জড়িত। কাজ করতে গিয়ে বিপদে পড়তে হতে পারে।'

'জানি,' ওকে বাধা দিয়ে বললো পাদ্রী। 'তোমাকে সাহায্য করার জন্যে আরেকবার সুযোগ দাও আমাকে। তুমি বলেছিলে পশ্চিমে প্রত্যেকটা মানুষকে তার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে সম্মান আদায় করতে হয়, কথাটা নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি। এখন খুব ভালো করে জানি, নিজেকে কোনোদিনই ওদের কাছে যোগ্য প্রমাণ করতে পারিনি—তবু আরো একবার একটা সুযোগ চাই, শেষবারের মতো। এবারো যদি ব্যর্থ হই, পরিষ্কার হয়ে যাবে আমি অযোগ্য; আর কোনোদিন চেষ্টা করতে যাবো না। কিন্তু চিরদিনের মতো হার মানার আগে চেষ্টা করে দেখতে চাই আমি, বুঝতে চাই সত্যি সত্যি আমি একটা অযোগ্য লোক কিনা।'

পাদ্রীর কথায় আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি দেখলো না মার্ক লেভিন। 'ঠিক বলেছো,' বললো ও। 'দেখো, এবার ঠিকই সফল হবে তুমি, কোনো ভয় নেই,' আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলো পাদ্রীকে।

'ধন্যবাদ,' শান্ত কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললো জেমস কার্টার। 'এবার বলো, কি করতে হবে আমাকে?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'প্রথমেই প্যাট ওয়াটসের স্যালুনে ছোট একটা কাজ সারবো আমরা,' বললো লেভিন। 'চলো!'

একসঙ্গে দ্রুত পদক্ষেপে দালানকোঠার পেছন দিয়ে এগোতে শুরু করলো ওরা। অচিরেই বুল রিভার স্যালুনের পেছনে হাজির হলো, কোনো বিপদ হলো

না। গলি দিয়ে সামনে চলে এলো ঝট্‌পট্। থামলো। জেলহাউসের চাবির রিংটা বের করে পাদ্রীকে দিলো মার্ক লেভিন।

'জেলখানায় চলে যাও,' বললো ও। 'পেছন দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে একটা সেল রেডি করে রাখো। চারজন মেহমান নিয়ে শিগগিরই আসছি আমি। দালান কোঠার পেছন দিক দিয়েই যেয়ো, বরং, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' জবাব দিলো পাদ্রী, পা বাড়ালো সে।

পাদ্রী রাস্তার উল্টোদিকে পৌঁছে ব্যাংকের পেছনের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, ততক্ষণ অপেক্ষা করলো মার্ক লেভিন। এবার স্যালুনে ঢুকলো সে। এখনো আগের মতোই যার যার চেয়ারে বসে চার স্পেড রাইডার। কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছে বারটেণ্ডার, ক্লান্ত। অবিচল হাতে শটগান নিয়ে বেপরোয়া চেহারা করে গ্যাম্বলিং রুমে ঢুকে পড়লো লেভিন।

'উঠে দাঁড়াও!' হুঙ্কার ছাড়লো ও। 'হাত যেন মাথার ওপর থাকে।'

খেলা বন্ধ রেখে বোকার মতো ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকালো চার জুয়াড়ি, চেহারায় নগ্ন—বিস্ময়। শটগানের জোড়া মায্‌ল দেখে সংবিৎ ফিরে পেলো যেন, এতক্ষণে চিনতে পেরেছে ওটা কি বস্তু, একসঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো চার রাইডার।

'এসব কি হচ্ছে?'

'উল্টো ঘোরো!' আবার গর্জন ছাড়লো মার্ক লেভিন। 'হাত পা নড়াচড়া করার সময় সাবধান—যদি বাকশট হজম করার ইচ্ছা না থাকে। তুমি,' বারটেণ্ডারের দিকে তাকালো ও। 'ওদের পিস্তলগুলো বের করো তো!'

কাউন্টারে নিজের জায়গা ছেড়ে একটুও নড়লো না বিহ্বল বারটেণ্ডার, তার দুচোখে আতঙ্কের ছাপ পড়লো হঠাৎ।

'মার্শাল—আমাকে এসবে জড়িয়ো না—'

অধৈর্যের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো মার্ক লেভিন। 'আচ্ছা, বাদ দাও!' ধমক দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে দিলো। তারপর স্পেড রাইডারদের পেছনে চলে এলো। একে একে চারজনের হোলস্টারই ভারমুক্ত করলো, কামরার একপ্রান্তে ছুঁড়ে মারলো পিস্তলগুলো। ধাতব শব্দে চমকে চমকে উঠলো বারটেণ্ডার।

'ওয়াটস কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো মার্ক লেভিন।

'কে জানে!' বললো বারটেণ্ডার। 'মিস্টার ল্যানজের দুই রাইডারের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গেছে, আর এদিকে আসেনি।'

সবচেয়ে কাছের রাইডারের পিঠে শটগানের মায্‌ল ঠেসে ধরলো মার্শাল লেভিন। 'অ্যাই, ওয়াটস কোথায়? কোথায় নিয়ে গেছে ওরা স্যালুন-কিপারকে? জলদি বলো!' ধমক দিলো ও।

'আ-আমি জানি না!' হড়হড়িয়ে বললো কাউবয়। 'আমি তখন এখানে ছিলাম না। কিন্তু মারাত্মক একটা ভুল করতে যাচ্ছো তুমি, ফ্রেণ্ড, আমাদের বস্ যখন জানতে পাবে—'

বিরক্ত বোধ করলো মার্ক লেভিন। 'অন্য কিছু ভাবতে শুরু করো,' ধমকে উঠলো সে। শটগান দিয়ে ফের গুঁতো মারলো রাইডারের শিরদাঁড়ায়। 'তোমাদের

সঙ্গে ফালতু আলাপ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নেই। চারজনকেই বরং একসঙ্গে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিতে পারলে শান্তি পাবো। এবার এখান থেকে বেরিয়ে যাবো আমরা। একসঙ্গে হাঁটবে তোমরা চারজন, মাথার ওপর থাকবে তোমাদের হাত; ঠিক ছয়ফুট পেছনে থাকবো আমি, এই শটগানটা তাকিয়ে থাকবে তোমাদের দিকে, একটু এদিক ওদিক করছো কি হাওয়ায় মিশিয়ে দেবো! মনে থাকে যেন!'

'কিন্তু যাবো কোথায়?' জানতে চাইলো রাইডার।

'জেলখানা।'

'বেশ,' বিদ্রূপের সঙ্গে বললো একজন রাইডার। 'এমনিতেই খুব ঘুম পাচ্ছিলো আমার। ভালোই হলো, ওখানে বিনে পয়সায় ঘুমিয়ে নেয়া যাবে, খামোকা আর হোটেলের ভাড়া গুণতে হবে না।'

'কাউকে গ্রেপ্তার করার আগে কারণ দেখানোর একটা নিয়ম আছে, মার্শাল,' বললো আরেকজন। 'আমাদের কোন্ অপরাধে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে জানতে পারি?'

'শহরের শান্তি বিনষ্ট করার অপরাধে,' বললো লেভিন। 'তাছাড়া এখানকার সম্পত্তি বিনাশের অভিযোগও আছে তোমাদের বিরুদ্ধে! নাও, আগে বাড়ো! আবার বলছি, সাবধান!'

'অবশ্যই। কিন্তু আমাদের গানম্যানের হাত থেকে রেহাই পেলে কিভাবে?' প্রশ্ন এলো।

'ও মারা গেছে,' নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলো মার্ক লেভিন।

একথার পর বন্ধ হয়ে গেল কথোপকথন। স্যালুন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামলো ওরা, উল্টোদিকে এসে ব্যাংকের পাশ দিয়ে পেছনের গলিপথে পৌঁছুলো, তারপর এগোলো জেলখানার দিকে।

ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিলো পাদ্রী জেমস কার্টার। গ্রেপ্তার করে আনা চার রাইডারকে একটা সেলে ঢোকালো মার্ক লেভিন, তালা মারলো দরজায়।

অফিস কামরায় ডেস্কের কাছে এলো সে এবার। অপেক্ষায় ছিলো জেমস কার্টার, দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালো সে এক নজর, তারপর বললো, 'আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। পাঁচটার দিকে ভোর হয়ে যাবে।'

দীর্ঘ এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলো লেভিন, ভাবনায় ডুবে গেছে। অবশেষে পাদ্রীর দিকে মুখ তুলে তাকালো। 'কনরয় আর সঙ্গীদের চোখ বাঁচিয়ে হোটেলে গিয়ে জাজের সঙ্গে দেখা করতে পারবে?' জানতে চাইলো। 'ওখানেই পাওয়া যাবে বলে গিয়েছিলো আমাকে।'

'নিশ্চয়ই,' বললো পাদ্রী। 'পেছন দিক দিয়ে যাবো আমি। রিসেপশন ডেস্কের ওখানে গিয়ে কারো চোখে না পড়েই রেজিস্টারের পাতা উল্টে দেখতে পারি আমি।'

'ঠিক আছে। জাজ বেনজামিনকে বলবে ঠিক সাড়ে চারটায় যেন এখানে চলে আসে সে। সকাল হওয়ার আধ ঘণ্টা আগে। সে নিশ্চয়ই জানে এখানে কি ঘটছে, বললেই বুঝতে পারবে কথাটার গুরুত্ব। ওখানে কাজ শেষ করে স্মিট আর অ্যারন স্টর্মের খোঁজ করবে। ওদেরও এখানে চলে আসতে বলবে সাড়ে চারটায়, যেন

দেরি করে না।'

মাথা দোলালো কার্টার। 'কিন্তু ওয়াটসের কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'ওকেও খুঁজে দেখতে পারো ইচ্ছা করলে। ল্যানজের দুজন রাইডার নাকি স্যালুন থেকে বের করে নিয়ে গেছে, হয়তো ডাচ আর অ্যারনকেও ধরে নিয়ে গিয়ে থাকতে পারে, কে জানে!'

'আমার মতো ওদেরও মনে হয় পথ থেকে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে ল্যানজ,' বললো জেমস কার্টার। 'যাহোক, ওদের খুঁজে বের করবো আমি।'

সময় নষ্ট করলো না আর পাদ্রী, বেরিয়ে গেল। ওর পেছন পেছন বের হলো লেভিনও। দরজায় তালা মারলো। জেলের পেছনের অন্ধকার রাস্তায় এসে মুহূর্তের জন্যে থামলো। অটিস কনরয়কে ফাঁসি দেয়ার জন্যে মঞ্চ নেই ল-লেসে। ওকেই একটা ব্যবস্থা করতে হবে, ভাবলো।

রাস্তা পেরিয়ে স্মিটের আস্তাবলের দিকে এগোলো ও। আস্তাবলের দরজায় তালা মারা। কাউকে জাগানো যাবে না। গ্রেট ওয়েস্টার্নের পেছনের আস্তাবলের সাতটা ঘোড়ার কথা মনে পড়লো হঠাৎ।

তাড়াতাড়ি আস্তাবলে চলে এলো সে। আগের মতোই ফাঁকা। একটা ঘোড়া বেছে নিলো লেভিন, ওটার স্যাডলের সঙ্গে একটা দড়ির বাণ্ডিল রয়েছে।

ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে ওয়াটসের স্যালুন থেকে খানিক দূরে একটা গাছের কাছে এলো মার্শাল। বাঁধলো ওটাকে যেন পালাতে না পারে। স্যাডল থেকে দড়ির গোছাটা নিয়ে একটা ফাঁস তৈরি করলো। গাছের একটা নিচু ডাল লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলো ওটার অপর প্রান্ত, তারপর গিঁট দিলো গাছের কাণ্ডের সঙ্গে। তৈরি ওর ফাঁসির মঞ্চ। প্রয়োজনের সময় হাতের কাছেই পাওয়া যাবে।

জরুরি কাজ শেষ, আবার জেলহাউসে ফিরলো ও। সেলের গরাদ ধরে টানাটানি করছিলো স্পেড রাইডাররা, বন্ধুদের নজর আকৃষ্ট করার চেষ্টা। লেভিন ঢোকামাত্র থেমে গেল ওদের আওয়াজ। চারজনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো মার্শাল।

'কেন অযথা ঝামেলা করছো,' বললো ও। 'কে শুনবে তোমাদের চিৎকার?'

'শিগগিরই এসে যাবে আমাদের বস্,' জবাব দিলো এক রাইডার। 'আমাদের উদ্ধার করবে সে। তারপর টের পাবে বাছাধন কত ধানে কত চাল!'

'ঠিক আছে, ওরা আসামাত্র ওদের তোমাদের কাছে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হবে,' বললো লেভিন।

নিজের ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল ও, বসে পড়লো সুইভেল চেয়ারে। নিজের জন্যে কফি ঢাললো কাপে। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, কিন্তু কড়া; কাপটা খালি করে ফেললো ও।

আবার কথা বলে উঠলো স্পেড রাইডার। 'আমাদের আটকে রাখার কারণ বুঝতে পেরেছি আমি, মার্শাল। অটিসকে যাতে অনায়াসে লটকে দিতে পারো সেজন্যেই আমাদের পথ থেকে সরিয়ে রাখছো, ঠিক বলেছি কিনা?'

'তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়,' জবাব দিলো লেভিন। 'খুনের দায়ে কনরয়ের ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়েছে। আমার দায়িত্ব সেটা কার্যকর করা।'

'একটা কথা কিন্তু ভুলে যাচ্ছো তুমি, মার্শাল। আমরা ছাড়াও আরো লোক আছে শহরে; তাছাড়া, সকাল হওয়ার আগেই সবাইকে নিয়ে ফিরে আসবে বস্। যত সহজ ভাবছো তত সহজে অটিসকে ঝোলাতে পারবে না, বুঝলে?'

'ল্যানজের জন্যে তৈরি থাকবো আমি,' নিরাসক্ত কণ্ঠে বললো মার্শাল।

দরজায় টোকা পড়লো। অস্ত্র হাতে সেদিকে এগিয়ে গেল লেভিন।

'কে?' জিজ্ঞেস করলো।

'আমি বেনজামিন,' জবাব পাওয়া গেল।

চট্ করে কবাট খুলে দিলো লেভিন। জাজ বেনজামিনের চোখে রাজ্যের ঘুম, ঘুমোতে যাবার পোশাকেই চলে এসেছে, ভেতরে ঢুকলো সে। 'ব্যাপার কি, মার্শাল?'

'কনরয়ের ফাঁসির আদেশ কার্যকর করতে তোমার সাহায্য দরকার হয়ে পড়েছে, জাজ,' বললো লেভিন। 'আধ ঘণ্টা আগেই কাজটা শেষ করে ফেলতে চাইছি আমি।'

ওর বক্তব্য বুঝতে পেরে মাথা দোলালো জাজ বেনজামিন। 'ল্যানজ সম্পর্কে তোমার ধারণাই ঠিক ছিলো মনে হচ্ছে। আমারই ভুল হয়েছে আসলে। আমাকে সব বলেছে জেমস কার্টার। আমি সত্যিই খুব দুঃখিত।'

জেলখানার পেছন দিকে এগিয়ে গেল সে। 'কিন্তু কনরয় কই? ওকে তো দেখছি না!'

'হোটেলে আছে,' জানালো লেভিন। 'মনের সুখে পোকার খেলছে। যথাসময়ে পাকড়াও করে আনা হবে তাকে।' হঠাৎ চুপ করে গেল সে, তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো জাজের দিকে। 'আচ্ছা, লবি হয়ে এখানে আসার সময় ওকে দেখনি?' জানতে চাইলো উদ্বিগ্ন কণ্ঠে।

'ওদিকে যাইনি আমি,' জবাব দিলো জাজ বেনজামিন। 'পেছন-দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছি। অবশ্য গ্যাম্বলিং রুমে তাস খেলা চলছে, কথাবার্তার আওয়াজ শুনেছি।'

একথায় স্বস্তি বোধ করলো লেভিন। 'আমি আবারো সব কেঁচে গেছে ভেবে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম,' বললো সে।

ডেস্কের কাছে এগিয়ে এলো জাজ বেনজামিন। 'আর কাউকে খবর দাওনি?' জানতে চাইলো।

'স্মিট আর অ্যারনকে ডেকে আনতে বলেছি পাদ্রীকে। তবে ওদের পাওয়া যাবে কি না যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ওদের সম্ভবত পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে ল্যানজ।'

'কিন্তু আরো লোকের সাহায্য দরকার হবে আমাদের,' বললো জাজ বেনজামিন। 'ইশ, এখানে আর কয়েকজন সাহসী মানুষ যদি পাওয়া যেতো! সব কটা ভীতুর ডিম। যাক, এনিয়ে কিছু করার নেই আমাদের। ওদের হয়ে অন্য কাউকে করে দিতে হবে সব। বিপদ কেটে গেলে নাচতে নাচতে ছুটে আসবে সবাই বাহ্বা জানাতে।'

'কিন্তু আজই এখানে আমার শেষ দিন,' বললো লেভিন। 'কনরয়কে ফাঁসি

দেয়া হলেই চলে যাবো। যা অবস্থা দেখছি, সব সময় যদি এরকম থাকে পরিস্থিতি, তাহলে আমি আর এর মধ্যে থাকতে চাই না। একটা র‍্যাঞ্চ কেনার জন্যে কিছু টাকা দরকার ছিলো আমার, সেটা অন্য কোনো উপায়ে জোগাড় করা যাবে। এভাবে কি আর চলে!'

'ল্যানজের ভাড়াটে গানম্যানের নামে হয়তো পুরস্কার ঘোষণা হয়ে থাকতে পারে,' বললো জাজ। 'ওকে তো হত্যা করেছো তুমি। পাদ্রীর কাছে লোকটার চেহারার যা বর্ণনা শুনলাম, মনে হচ্ছে সে কুখ্যাত আউট-ল পিটার হারভে। সকালে ব্যাটার চেহারাটা একবার দেখবো আমি, তাহলে নিশ্চিত করে বলা যাবে। কিন্তু কনরয়কে কিভাবে ফাঁসি দেবে, মার্শাল?' জানতে চাইলো সে।

'নির্ধারিত সময়ের একটু আগেই সেরে ফেলতে হচ্ছে কাজটা,' বললো লেভিন। 'ল্যানজ আর স্পেড রাইডাররা আবার এখানে হাজির হবার আগে। সময় হওয়ার আগে হুট্ করে কেউ এসে পড়লে, তুমি আর কার্টার তো আছোই, আর স্মিটদের যদি পাওয়া যায়, তোমরা পাহারা দিতে পারবে।'

র‍্যাক থেকে অন্য শটগানটা তুলে নিলো জাজ বেনজামিন। 'সব মিলিয়ে ছয়জন। ল্যানজ আউটফিট পুরোটা হাজির হলে ঠেকানো যাবে না।' অন্যমনস্কভাবে ডাব্‌ল ব্যারেল্ড শটগানটা নাড়াচাড়া করতে করতে জাজ আবার বললো, 'এই জিনিস অনেক দিন পর্ আবার হাতে নিলাম, অবশ্য অস্ত্র চালানো সহজে ভোলে না লোকে।'

কয়েক মিনিট পর হাজির হলো কার্টার আর অ্যারন স্টর্ম। ওদের ঢুকতে দিলো মার্ক লেভিন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পাদ্রীর দিকে তাকালো। 'স্মিট আর ওয়াটসের কি হলো?'

'দুজনের কাউকে পেলাম না,' জবাব দিলো কার্টার। 'কোথাও, খুঁজতে বাদ রাখিনি। আবার খুঁজতে যাবো? নিশ্চয়ই আশপাশে কোথায়ই আছে···

ঘড়ির দিকে তাকালো মার্ক লেভিন। 'মোটেই সময় নেই,' বললো ও। 'কে জানে বলা যায় না, ল্যানজ হয়তো শহর থেকে বের করে নিয়ে গেছে ওদের স্পেড র‍্যাঞ্চে।' দুজন সহযোগী নিখোঁজ, মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওর পরিকল্পনা। কিন্তু কিছু করার নেই। ওদের বাদ দিয়েই কাজ করতে হচ্ছে।'

স্টর্মের দিকে তাকালো ও, দায়িত্ব বুঝিয়ে বললো তাকে। সবশেষে বললো, 'পরিস্থিতি নাজুক হয়ে পড়লে স্মিট আর ওয়াটস না থাকায় কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হবে না আমাদের পক্ষে। এঅবস্থায় তোমরা কেউ যদি পিছু হটতে চাও, আমি আপত্তি করবো না, দোষও দেবো না কোনো।'

খানিক নীরবতা বিরাজ করলো কামরায়। অবশেষে ব্যাংকার বললো, 'আমি মত বদলাচ্ছি না। এখানে আইনের প্রতিষ্ঠা চাইলে এটাই তার উপযুক্ত সময়। আমার একটা হাত অচল, সেভাবে হয়তো সাহায্য করতে পারবো না, তারপরও যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। এক হাতেই পিস্তল চালাতে পারবো। একটা হাত অচল বলেই হয়তো আর সবার সঙ্গে আমাকেও বেঁধে নিয়ে যায়নি ল্যানজ।'

শব্দ করে হাসলো জাজ বেনজামিন। 'জাজই জল্লাদের কাজ করছে, শুনিনি কখনো—আমি তোমার সঙ্গে আছি, মার্শাল।'

এবার জেমস কার্টারের দিকে তাকালো ওরা তিনজন। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাদ্রী, রাস্তার দিকে নজর। এখন ক্রমশ ফর্সা হয়ে আসছে চারদিক, রাত পোহানোর বেশি দেরি নেই।

'অটিস কনরয় একজন অপরাধী—খুনী,' বললো পাদ্রী। 'বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। বেআইনী কাজ সমর্থন করি না আমি। তবে এটাও বিশ্বাস করি কারো জীবন হরণ করার অধিকার আমাদের নেই, খোদাই কেবল সে অধিকার রাখে। কিন্তু সেটা স্বাভাবিক অবস্থায়। কিন্তু এটা ভিন্ন পরিস্থিতি। আইনের শক্তির প্রমাণ দিতে হবে আমাদের, নইলে আরো বেশি গোলমাল হবে এখানে, প্রাণহানি ঘটতেই থাকবে। আমি শান্তির পক্ষে, কিন্তু তোমরা এই মুহূর্তে যা বলবে তাতেই সায় আছে আমার।'

'ইতিমধ্যে আমাদের অনেক সাহায্য করেছো তুমি, রেভারেণ্ড,' বললো মার্ক লেভিন। 'তোমাকে আর কিছু করতে বলবো না আমি—বললে তার মানে দাঁড়াবে, অস্ত্র হাতে আমাদের পাশে দাঁড়ানো—সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে সেটা ব্যবহারও করতে হবে। এবং পরিস্থিতি তেমন দাঁড়ানোর শতকরা একশ ভাগ আশঙ্কা রয়েছে, বুঝতেই পারছো!'

রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে তাকালো কার্টার। 'প্রয়োজনে তাও করবো বৈকি!' বললো।

পাদ্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো অ্যারন স্টর্ম, হাত বাড়িয়ে দিলো সামনে। 'তোমাকে এতদিন বোঝার চেষ্টা করিনি আমি, রেভারেণ্ড। আমাদের চেয়ে অনেক শক্ত মানুষ তুমি!'

ব্যাংকারের দিকে তাকিয়ে হাসলো কার্টার। 'মানুষের জীবনে কখনো কখনো একটা সময় আসে যখন তাকে তার জন্যে নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করতেই হয়, সেটা আপাতদৃষ্টিতে ন্যায্য বলে মনে না হলেও—আমার জীবনে এটা তেমনি একটা সময়। তোমাদের সঙ্গে যাবো আমি।'

পাদ্রীর হাতে শটগান তুলে দিলো মার্শাল। 'এটা চালানো তেমন কঠিন না,' বললো ও। 'জাজের কাছে রইলো আরেকটা।'

'আমি আমার পিস্তল নিয়ে এসেছি,' জানালো স্টর্ম।

মাথা দোলালো লেভিন। ঘড়ির দিকে নজর দিলো। চারটা পঁচিশ।

'চলো, শুরু করা যাক,' বললো ও। 'ল্যানজ শহরে আসার আগেই মিটিয়ে ফেলতে হবে ঝামেলা। যদি না পারি—'

'না পারলে কি হবে আমরা জানি, মার্শাল,' ওকে বাধা দিয়ে বললো জাজ বেনজামিন।

একসঙ্গে বেরিয়ে এলো ওরা জেল থেকে।

দরজায় তালা আটকালো লেভিন।

গ্রেট ওয়েস্টার্ন হোটেলের দিকে এগোলো চারজন।

তেরো

জাজ বেনজামিন আর জেমস কার্টারকে গ্রেট ওয়েস্টার্ন হোটেলের বারান্দা পাহারা দিতে বললো মার্ক লেভিন। সকাল হওয়ার আগে স্পেড মালিক আর তার রাইডারদের হাজির হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, জানে ও; কিন্তু কোনোরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না, সতর্কতার অংশ হিসাবেই এই ব্যবস্থা। এবার অ্যারন স্টর্মকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলের ভেতরে ঢুকলো সে, লবি পেরিয়ে এগিয়ে গেল গ্যাম্বলিং রুমের দিকে। অটিস কনরয়সহ সেই চারজন এখনো ডুবে আছে তাস খেলায়। একটা চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছে এখন হোটেল ক্লার্ক। কিন্তু অসল্যার জেগে, ওদের দেখে ফেললো সে কামরায় পা রাখামাত্র, সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো, সটান উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে।

কলের পুতুলের মতো সোজা হয়ে দাঁড়ালো অটিস কনরয়, রক্ত সরে সাদা হয়ে গেছে চেহারা, দিশাহারা দৃষ্টি দুচোখে। অস্ত্র বাগিয়ে হতচকিত লোকগুলোকে কাভার করলো মার্ক লেভিন আর অ্যারন স্টর্ম। স্পেডের বাকি দুই রাইডারও বিনা আপত্তিতে মাথার ওপর হাত রেখে আস্তে, খুব সাব-ধানে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

চার নম্বর জুয়াড়ি আর অসল্যারের দিকে তাকালো এবার লেভিন। 'তোমরা এসবে নাক না গলালেই ভালো করবে,' বললো ও। 'আমরা আইন প্রয়োগ করতে এসেছি।'

আস্তে করে মাথা দুলিয়ে সায় দিলো দুজনই।

'অ্যারন,' আবার বললো লেভিন, 'কনরয়ের হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে নাও। ওই দুজনেরগুলোও। তবে সাবধান! নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখো। ওদের আর আমার মাঝখানে পড়ে গিয়ে আড়াল সৃষ্টি করো না, ওরা তাহলে সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করবে।'

দ্রুত তিন স্পেড রাইডারের পেছনে চলে এলো অ্যারন স্টর্ম, নিরস্ত্র করলো ওদের। 'অস্ত্রগুলো জেলে রেখে আসবো আমি,' বললো ব্যাংকার।

'দরজার দিকে পা বাড়াও!' নির্দেশ দিলো লেভিন। 'কারো হাত যেন মাথার ওপর থেকে না নামে!'

হ্যাংক জনসন আর ক্যাল ট্যানারকে দুপাশে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালো অটিস কনরয়। লবিতে আসার পর হাঁটার গতি কমালো সে, লেভিনের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো।

'তোমার মতলবটা কি বুঝতে পারছি না, লেভিন। তবে নিশ্চিত থাকতে পারো, সেটা যাই হোক, হাসিল করতে পারবে না কিছুতেই। কয়েক মিনিটের মধ্যে হাজির হচ্ছে ল্যানজ, তারপর—'

'ততক্ষণে এসবের অনেক ঊর্ধ্বে চলে যাবে তুমি,' বিড়বিড় করে বললো মার্ক

লেভিন। 'আর কষ্ট করে মাথা ঘামাতে হবে না। নাও, হাঁটতে থাকো, সময় নষ্ট করো না!'

এবার ঠিক দাঁড়িয়ে পড়লো অটিস কনরয়। ঘটনাপ্রবাহ কোনদিকে যাচ্ছে হঠাৎ যেন বুঝতে শুরু করেছে আউট-ল। 'আসলে কি করতে যাচ্ছো, মার্শাল? ড্যান ক্ল্যাগ কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'ক্ল্যাগের সঙ্গে এ জনমে আর তোমার দেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই,' নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললো লেভিন। 'আর তোমাকে এখন ফাঁসি দিতে নিয়ে যাচ্ছি আমরা, বিচারের রায় মোতাবেক। প্রশ্নের জবাব পেলে, সন্তুষ্ট?'

সীমাহীন আতঙ্কে শিউরে উঠলো কনরয়ের পুরো শরীর। 'আমাকে কিছুতেই ফাঁসি দিতে পারো না, মার্শাল, এটা স্রেফ অন্যায়!' চেঁচিয়ে উঠলো সে।

'বাইরেই অপেক্ষা করছে জাজ বেনজামিন,' আবার বললো লেভিন। 'তার কাছেই বলো এসব কথা!'

'কিন্তু···আ-আমি তো ফাঁসিতে ঝুলতে চাই না! দয়া করো, মার্শাল, আমাকে ফাঁসি দিয়ো না! হেবারের মৃত্যুর জন্যে আমি দুঃখিত, অনুতপ্ত। আর কখনো কাউকে মারবো না আমি! আমি তো আসলে ইচ্ছা করে গুলি করিনি—' হড়বড়িয়ে বলে চললো অটিস কনরয়। মৃত্যুভয় গ্রাস করেছে তাকে, আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে চেহারা।

'সামনে বাড়ো,' নির্দেশ দিলো মার্ক লেভিন।

'মার্শাল, দয়া করো—'

ঘাড় ফিরিয়ে স্পষ্ট বিরক্তির সঙ্গে অটিস কনরয়ের দিকে তাকালো হ্যাংক জনসন। 'চুপ করো তো, অটি!' ধমকে উঠলো সে। 'এসবের জন্যে তুমি আর তোমার ফাস্ট গানই দায়ী। এতদিন অনেক বাহাদুরী দেখিয়েছো তুমি—সারাক্ষণ বড় বড় বুলি কপচিয়েছো—খুব নাকি বড় মাস্তান তুমি! কই, এখন কোথায় গেল তোমার জারিজুরি, অ্যাঁ!'

দরজা গলে বারান্দায় বেরিয়ে এলো ওরা সবাই।

দূরের আকাশে হলদেটে ধূসর ছোপ পড়েছে। এখন আরো ফর্সা হয়ে এসেছে রাস্তাঘাট।

'কোনো জনমনিষ্যির চিহ্ন নেই,' বললো জাজ বেনজামিন। 'কোথায় ফাঁসি দেবে বলে স্থির করেছো, মার্শাল?' জানতে চাইলো।

'বুল রিভার স্যালুনের ওপাশে,' জবাব দিলো লেভিন। 'আগেই সব প্রস্তুতি সেরে রেখেছি আমি। ওই দুজনকে জেলে রেখে শিগগির আসছি আবার। আমি না আসা পর্যন্ত কনরয়কে সামলে রাখো তোমরা।'

'হ্যাংক—ক্যাল—যেয়ো না তোমরা!' কাকুতি-মিনতি করলো অটিস কনরয়, এখন আর্তনাদের মতো লাগছে তার কথাগুলো। কিন্তু ওর কথায় কান দেয়ার কেউ নেই।

লেভিনের সামনে রইলো দুই স্পেড রাইডার, এগোলো জেলখানার দিকে। রাস্তা পেরিয়ে জেলখানায় ঢুকলো ওরা। খালি সেলটায় ঢোকানো হলো দুজনকে। পেছনে শব্দ শুনে লেভিন বুঝলো ডেস্কের ওপর রিভলভারগুলো রাখছে

অ্যারন স্টর্ম।

'কি ব্যাপার, হ্যাংক?' পাশের সেলে বন্দী রাইডারদের একজন জিজ্ঞেস করলো। 'ওদিকে এত চেঁচামেচি কিসের?'

'অটিস কনরয়কে ফাঁসি দেয়া হচ্ছে—' জবাব দিতে গেল হ্যাংক জনসন।

'অটির ফাঁসি! বস্ তাহলে কি করছে?' বললো লোকটা।

'এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ বোধ হয় আর পাবে না সে,' জবাব দিলো জনসন।

জেল ছেড়ে আবার রাস্তায় নেমে এলো মার্ক লেভিন আর অ্যারন স্টর্ম।

জেলখানা থেকে বেরুনোর আগে একজোড়া হাতকড়া নিয়েছিলো মার্ক লেভিন। কনরয়ের কাছে আসার পর দুহাত পিছমোড়া করে পরিয়ে দিলো সেটা।

'চলো এবার!' বলে এক ধাক্কায় রাস্তার মাঝখানে নিয়ে এলো আউট-লকে। প্রতিবাদ করতে যেন ভুলে গেছে লোকটা।

কনরয়ের এক কদম পেছনে অবস্থান নিলো মার্ক লেভিন।

সামনে বাড়লো ওরা। সামান্য পেছনে থেকে ওদের অনুসরণ করলো অ্যারন স্টর্মরা।

'তোমরা ছড়িয়ে পড়ে এগোও,' ওদের বললো লেভিন। 'সাবধানে চারদিকে নজর রাখো। মিনিট পনেরোর মধ্যে যদিও ল্যানজের শহরে পৌঁছানোর সম্ভাবনা ক্ষীণ, তবু দুর্ঘটনার কথা তো বলা যায় না! ঝুঁকি নেয়ার উপায় নেই আমাদের, বুঝতেই পারছো।'

ভোর হয়ে এলো বলে। কিন্তু গোরস্থানের মতো শ্বাসরুদ্ধকর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে রাস্তায়। এখানে ওখানে জানালার পর্দা কিঞ্চিৎ ফাঁক হতে দেখলো লেভিন। সাবধানে কবাট ফাঁক করে উঁকি দিচ্ছে কেউ কেউ, এরা সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে অভ্যস্ত, খুদে মিছিলের অস্তিত্ব টের পেয়েছে, কি ব্যাপার বুঝতে চাইছে তারা এখন, কিন্তু বাইরে আসার সাহস পাচ্ছে না, ঘরের ভেতরেই নিরাপদ!

পঙ্গু ব্যাংকার, বাইবেল ভক্ত এক পাদ্রী আর বুড়ো জাজ—মোট তিনজন।

বাহ্! গম্ভীর হয়ে ভাবলো লেভিন, আইনের শক্তি প্রমাণের জন্যে কি চমৎকার আয়োজন! যা হোক, এরা তাদের বিশ্বাসের পক্ষে দাঁড়িয়েছে সাহস করে, মৃত্যুর ভয় উপেক্ষা করে ওর পাশে দাঁড়িয়েছে। এ-শহরে আর কেউ নেই যে নিজেকে ওদের চেয়ে বড় বলে দাবি করতে পারে! অ্যারনদের প্রতি আবার কৃতজ্ঞতা বোধ করলো লেভিন।

অবশেষে বুল রিভার স্যালুনের ওপাশের কোণে পৌঁছুলো ওরা। ঠিক যেভাবে রেখে গিয়েছিলো সেভাবেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘোড়াটা সামনে, সীমাহীন ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে গাছটার নিচে, পালাবার কোনো চেষ্টাই করেনি। গাছের ডালে ঝোলানো ফাঁসির দড়িটা ভোরের হাওয়ায় অল্প অল্প দুলছে। দৃশ্যটা একবার দেখেই হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল কনরয়ের, সোজা মাটিতে বসে পড়লো সে।

'না, জাজ, না! আমাকে মেরো না! এটা অন্যায়—'

ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠলো জাজ বেনজামিনের—জরিপ করলো আউট-লকে। 'কি বললে? অন্যায়? তুমি আবার ন্যায়-অন্যায় বোঝো নাকি? কখনো মাথা

ঘামিয়েছো এসব নিয়ে? নিরীহ এতিম হেবারকে খুন করার সময় কোথায় ছিলো তোমার ন্যায়-অন্যায় বোধ? আরো অনেক মানুষ খুন করেছো তুমি, তখন কখনো চিন্তা করেছো একদিন তোমাকেও মরতে হবে?'

'কিন্তু আমি তো—' ফের পুরানো অজুহাত উচ্চারণের চেষ্টা করলো কনরয়।

'খুন করার পর আর ইচ্ছা করে করিনি বললেই সেটা জায়েজ হয় না,' আবার বললো জাজ। 'তুমি একটা ঠাণ্ডা মাথার খুনী, অটিস, দয়ামায়াহীন পাষণ্ড। শেষ পর্যন্ত তোমার নাগাল পেয়েছে সভ্য জগতের আইন। তোমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের ভিত্তিতে সুষ্ঠু বিচার হয়েছে। খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছো তুমি আদালতে। ফাঁসি দেয়' হবে তোমাকে। এটাই নিয়ম। আমার একটাই দুঃখ, কেন আরো আগে তোমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো গেল না! তাহলে হয়তো হেবারসহ আরো অনেকের জীবন রক্ষা পেতো!'

হ্যাঁচকা টানে অটিস কনরয়কে দাঁড় করালো মার্ক লেভিন। ঠেলতে ঠেলতে গাছের নিচে বাঁধা ঘোড়াটার কাছে নিয়ে এলো তাকে। জোর করে তুলে দেয়া হলো স্যাডলে, মাথার ওপর ঝুলন্ত দড়ির ফাঁসটা পরিয়ে দিলো তার গলায়। কানের নিচে এমনভাবে 'নট'টা বসালো যাতে দ্রুত এবং যন্ত্রণাহীন মৃত্যু ঘটে আউট-লয়ের।

কাজ শেষ করে পিছু হটে এলো মার্ক লেভিন। রাস্তা বরাবর সামনের দিকে তাকালো একবার।

এখনো ফাঁকা।

স্যাডলে বসা আউট-লয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো পাদ্রী জেমস কার্টার। 'যদি বলো তোমার জন্যে প্রার্থনা করতে পারি—'

'নিকুচি করি তোমার প্রার্থনার!' চিৎকার করে উঠলো অটিস কনরয়। 'ভাগো আমার কাছ থেকে!'

ফ্যাকাসে চেহারায় মাথা নিচু করে সরে এলো কার্টার।

পরক্ষণে আবার ভেঙে পড়লো কনরয়, পাদ্রীর দিকে তাকালো করুণ দৃষ্টিতে।

'ঠিক আছে, প্রিচার, তোমার দায়িত্ব—'

চোখ বুজলো জেমস কার্টার, বিড়বিড় করে বাইবেলের শ্লোক উচ্চারণ করলো।

জাজ বেনজামিন বললো, 'তোমরা রাস্তার দিকে নজর রাখো, বাকি কাজটা আমি করছি।'

মার্ক লেভিন, অ্যারন স্টর্ম আর কার্টার রাস্তার ওমাথায় নজর বোলালো।

পুব দিগন্তে সকালের সূর্যের আভাস, সোনালি আলোয় রাঙা হয়ে উঠেছে ধূলিধূসরিত রাস্তা আর দুপাশের বিবর্ণ দালানকোঠা।

'ওই যে, আসছে!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো অ্যারন স্টর্ম।

প্রায় আধ ডজন ঘোড়সওয়ার ল-লেসের ওপাশে হাজির হয়েছে।

পেছনে একটা চাপড়ের শব্দ শুনতে পেলো মার্ক লেভিন, পরক্ষণে

দৌড় দিলো ঘোড়াটা। গাছের ডালের সঙ্গে দড়ির ঘর্ষণের গা গুলানো একটা শব্দ হলো।

তারপর শুধুই নীরবতা।

'খোদা, তোমার আত্মাকে রক্ষা করুক,' নিচু কণ্ঠে বললো রেভারেণ্ড কার্টার।

'সেই সঙ্গে আমাদেরও!' আরো স্পেড রাইডার রাস্তার ওপ্রান্ত থেকে ভিড় করে এগিয়ে আসছে দেখে যোগ করলো অ্যারন স্টর্ম।

চোদ্দ

মার্ক লেভিন টের পেলো ওর বাম পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জাজ বেনজামিন, তাকালো না ও। ওর দৃষ্টি অশ্বারোহী দলটার ওপর আটকে আছে আঠার মতো। স্যাম হান্টের গ্রেট ওয়েস্টার্ন হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে তারা। জন ল্যানজকে দেখতে পেলো না মার্শাল। এজন্যেই বোধহয় করণীয় স্থির করতে পারছে না স্পেড রাইডাররা, অনুমান করলো লেভিন, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। কিন্তু খানিক যেতে না যেতেই উদয় হলো র‍্যাঞ্চার, রাইডারদের পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে এসে রাশ টানলো ঘোড়ার।

'এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবো আমরা?' উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো অ্যারন স্টর্ম।

'না,' চট্ করে জবাব দিলো লেভিন। 'একেবারে রাস্তার মাঝ বরাবর সামনে বাড়বো আমরা, ওদের দিকে।'

'চমৎকার,' বলে উঠলো জাজ বেনজামিন। 'ন্যায়-অন্যায়ের চূড়ান্ত ফয়সালা হবে আজ, প্রমাণ হয়ে যাবে কার শক্তি বেশি—আইন নাকি জন ল্যানজের?' উত্তেজনা টের পাওয়া গেল তার কণ্ঠেও।

'ছড়িয়ে পড়ো তোমরা,' ওদের পরামর্শ দিলো লেভিন। 'আনুমানিক ছয় ফুট ফাঁক রেখে পাশাপাশি এক সঙ্গে এগিয়ে যাবো আমরা সামনে। কথা যা বলার আমিই বলবো। কিন্তু যদি দেখো ল্যানজ কিংবা তার রাইডাররা গুলি ছোঁড়ার পাঁয়তারা করছে, সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দেবে দালানগুলোর দিকে, গা ঢাকা দেবে।'

'একদম পিকেটিংয়ের মতো,' বললো জাজ বেনজামিন। 'ভাগ্য আজ আমাদের পক্ষে থাকবে আশা করি।'

পরস্পর থেকে সরে গেল চার যোদ্ধা, রাস্তার ওপর আড়াআড়ি একটা সরলরেখা তৈরি করলো ওরা। ল্যানজের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে মার্ক লেভিন। রাইডারদের সঙ্গে কি যেন আলাপ করছে র‍্যাঞ্চার। গাছের ডালে ঝুলন্ত কনরয়ের লাশটা সে দেখতে পেয়েছে, সন্দেহ নেই।

উত্তেজনার আঁচ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে সারা শহরে, বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। লেভিন লক্ষ করলো, রাস্তার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত সবগুলো দালানের দরজা

ফাঁক হয়ে আছে; আবছা ছায়া নড়াচড়া করছে পর্দা টানানো জানালাগুলোর ওপাশে। কিন্তু বাইরে আসার সাহস করছে না একজনও। জেরিও কি চেয়ে আছে এখন? আপনমনে ভাবলো লেভিন, যেন না দেখে, প্রার্থনা করলো ও।

'এগোতে শুরু করেছে ওরা,' বললো স্টর্ম।

স্যাডল থেকে নেমে পড়েছে জন ল্যানজ। দশবারোজন রাইডার তার অনুগামী হলো, সবাই দাঁড়ালো এসে বসের পাশে; রাস্তার ওদিকটা ভরে গেল, ফাঁক রইলো না কোনো। এবার রাস্তা জুড়ে একলাইনে এগিয়ে আসতে শুরু করলো।

'আমি বরং ল্যানজের সঙ্গে কথা বলে দেখি,' প্রস্তাব করলো জাজ বেনজামিন। 'বুঝিয়ে শুনিয়ে হয়তো সংঘর্ষ ছাড়াই নিরস্ত করা যাবে ওকে।'

'কোনো ফায়দা হবে না, জাজ,' জবাব দিলেরা মার্ক লেভিন। 'জাজ হিসাবে তার কাছে তোমার কোনো মর্যাদা নেই, ইতিমধ্যে সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে সে। এখানকার মার্শাল হিসেবে আমিই দায়ী সেজন্যে। আমাকেই যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। তোমরা তিনজন আমার পেছনে চলে যাও। গোলাগুলি শুরু হতে যাচ্ছে দেখলেই, যেমন বললাম, জলদি করে সরে যাবে রাস্তা থেকে—নিরাপদ আশ্রয়ে, ঠিক আছে?'

ওদের সম্মতির জন্যে অপেক্ষা করলো না মার্ক লেভিন, বেশ কয়েক কদম সামনে বাড়লো সে। ডাচ হেলমুট স্মিটের আস্তাবলের সামনে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়লো। তিনচার কদম পেছনে রয়ে গেল বাকি তিনজন। পাজোড়া সামান্য ফাঁক করে দৃঢ় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে মার্ক লেভিন, দুহাত ঝুলছে দুপাশে, অলস ভঙ্গিতে। অপেক্ষা করছে মার্শাল।

সদলে আগুয়ান স্পেড মালিকের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরালো না লেভিন। জেরি হ্যানসেন যেন এসব না দেখে, মনে মনে ফের প্রার্থনা করলো ও। কি যে ঘটবে শেষ পর্যন্ত কে জানে!

জেলখানার সামনে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়লো র‍্যাঞ্চার, তার দেখাদেখি রাইডাররাও থামলো। জেলখানার ভেতর থেকে হঠাৎ চেঁচামেচির আওয়াজ ভেসে এলো। চমকে উঠলো স্পেড আউটফিট। দল ছেড়ে সেদিকে এগিয়ে গেল দুজন রাইডার।

'খবরদার!' গলা চড়িয়ে ওদের সতর্ক করলো মার্ক লেভিন। 'ওরা সবাই আমার আসামী। ওদের বের করার যেকোনো চেষ্টাকে আমি আইন অমান্য করার সামিল মনে করবো। যারাই ওদের বের করতে যাবে তাদের আইন ভঙ্গ করার দায়ে গ্রেফতার করবো!'

একথা কানে যেতে ইতস্তত ভাব দেখা গেল দুই রাইডারের মধ্যে। ঘাড় ফিরিয়ে রাইডারদের উদ্দেশে কি যেন বললো জন ল্যানজ। জেলখানার দিক থেকে ফিরে এসে মূল দলে মিশে গেল দুজন। একটু পর দুপাশে দুই রাইডারকে নিয়ে ফের সামনে এগোলো স্পেড মালিক। জেল-খানার সামনে রয়ে গেল অন্যরা। অপেক্ষা করতে লাগলো।

'এবার?' ফিসফিস করে জানতে চাইলো জাজ বেনজামিন। 'যে কোনো

ব্যাপারে সাধারণত নিজের সুবিধার দিকটা চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেয় ল্যানজ। লোকজন বাদ দিয়ে, মাত্র দুজনকে সঙ্গে করে আর কখনো ওকে লড়াইয়ে নামতে দেখিনি আমি।'

'ওরা দুজনও গানম্যান,' শুধরে দিলো অ্যারন স্টর্ম। 'বোধ হয় নিজের ক্ষমতার প্রমাণ দিতে চাইছে সে আজ আমাদের কাছে। মাত্র দুজন গান-ম্যান সঙ্গে নেয়ার এটাই কারণ। সে বুঝিয়ে দিতে চায়, আমাদের সবাইকে শায়েস্তা করতে এরচেয়ে বেশি কিছুর দরকার নেই তার।'

'বোধ হয় ঠিকই বলেছো,' সায় দিলো জাজ বেনজামিন। 'ল্যানজের অহংকার সীমাহীন, সেটায় ঘা লেগেছে, এখন নিজের শক্তি সম্পর্কে শহরকে পরিষ্কার ধারণা দিতে চাইছে, যাতে আর কেউ কখনো ওর বিরুদ্ধে না দাঁড়ায়।'

দুপাশের দুই গানম্যানসহ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো জন ল্যানজ।

চোখজোড়া কুঁচকে তিন গানম্যানের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো মার্ক লেভিন।

কোথায় যেন আতঙ্কে চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিলো একটা বাচ্চা।

'মার্শাল!'

দালানকোঠার মাঝখানের নীরব ক্যানিয়নে গমগম করে উঠলো ল্যানজের ভরাট কণ্ঠস্বর।

'ব্যাপারটা এখন আমার মর্যাদার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, মার্শাল,' বললো র‍্যাঞ্চার। 'আমাদের যে কোনো একজন চালাবে এই শহরটা। আজ—এখুনি ফয়সালা করে ফেলতে চাই আমি!' চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলো সে।

'ফয়সালা আগেই হয়ে গেছে, ল্যানজ,' নীরস কণ্ঠে বললো লেভিন। 'এখানে তোমার দিন শেষ!'

'কে বলতে পারে!' আবার বললো ল্যানজ। 'আমি চাই আমরা দুজন গানফাইটে নিষ্পত্তি করি প্রশ্নটার—শুধু তুমি আর আমি।'

'আর তোমার দুজন গানম্যান, তাই না?' বিদ্রূপের সুরে বললো মার্ক লেভিন। 'তোমার মতলব বুঝতে বাকি নেই!'

'কারো সাহায্য দরকার নেই আমার!' ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো জন ল্যানজ। 'গানফাইটার হিসাবে ওরা আমার তুলনায় নস্যি! ওদের পাশে রেখেছি তোমার বন্ধুদের ওপর খেয়াল রাখতে।'

'ওদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই, ল্যানজ,' জবাব দিলো লেভিন। তারপর পেছনে অপেক্ষারত অ্যারন স্টর্মদের উদ্দেশে বললো, 'রাস্তা ছেড়ে সরে যাও তোমরা, সাইডওঅকে উঠে পড়ো।'

জাজ বেনজামিন বাম দিকের দালানের দিকে পা বাড়ালো—ডান দিকে এগোলো কার্টার আর স্টর্ম। ওরা সরে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো লেভিন।

'ঠিক আছে, ল্যানজ?' জিজ্ঞেস করলো ও।

র‍্যাঞ্চারের দুই সঙ্গী কিন্তু একচুলও নড়েনি। তিনচার কদম সামনে এসে আবার থামলো র‍্যাঞ্চার, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্তুতি নিলো। তার

কোমরে ঝোলানো হোলস্টারের পিস্তলজোড়ার কাছে কিলবিল করছে দুহাতের আঙুল।

'ফয়সালার এই কায়দা আমার অপছন্দ,' শান্ত কণ্ঠে বললো লেভিন। শুনে মনে হলো দূরে কোথাও থেকে ভেসে আসছে ওর কণ্ঠস্বর। 'তার চেয়ে এক কাজ করো, ঘুরে দাঁড়াও, তারপর চলে যাও এখান থেকে। সেটাই কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হবে তোমার জন্যে। এভাবে আমাদের দুজনের মধ্যে কে জিতলো তাতে কিছুই যাবে আসবে না, শেষ পর্যন্ত ঠিকই হারবে তুমি।'

'হতে পারে,' জবাব দিলো ল্যানজ, পর মুহূর্তে থাবা মারলো রিভলভারের বাঁটে।

র‍্যাঞ্চার ক্ষিপ্র গানম্যান, ড্র করার সময় উপলব্ধি করলো মার্ক লেভিন, সাবলীল গতিতে খাপমুক্ত হলো ওর অস্ত্র। কিন্তু প্রথম গুলিটা এলো জন ল্যানজের রিভলভার থেকে। শার্টের হাতায় হ্যাঁচকা টান অনুভব করলো মার্শাল। কিন্তু গ্রাহ্য করলো না, সযত্নে লক্ষ্য স্থির করে টান দিলো ট্রিগারে। ভারি বুলেটের প্রবল ধাক্কায় কেঁপে উঠলো ল্যানজ, ডান হাতটা গুঁড়িয়ে গেছে তার, খসে পড়লো অস্ত্রটা। চট্ করে বাম হাতে চেষ্টা চালালো সে। রিভলভার বের করার আগেই আবার গুলি করলো লেভিন। উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়লো র‍্যাঞ্চারের রিভলভার। লেভিনের দুটো গুলিই লক্ষ্যভেদ করেছে। ব্যর্থ হয়েছে জন ল্যানজ। এক হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়লো সে, ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে দুহাত থেকে।

ল্যানজের পেছনে ডানপাশের গানম্যান হঠাৎ একটু উবু হয়ে গেল, ছুটে এলো সামনের দিকে। তার হাতের থাবায় পিস্তল, সকালের রোদ পড়ে ঝিলিক মেরে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে জাজ বেনজামিনের শটগানের প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠলো ল-লেস শহর। যেন কোনো অদৃশ্য দানবাকৃতি হাতের থাবড়া খেয়েছে, উড়ে গিয়ে চিতপটান হয়ে আছড়ে পড়লো বন্দুকবাজ, বাকশটের চার্জ ঘায়েল করেছে তাকে।

তৃতীয় গানম্যানের দিকে তাকালো মার্ক লেভিন, অপেক্ষা করছে, লোকটা গুলি করার চেষ্টা করে কিনা দেখার জন্যে। একটু সামনে ঝুঁকে আছে স্পেড রাইডার, ডানহাতের আঙুলগুলো হোলস্টারের পিস্তলের বাঁটের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু চেহারায় দ্বিধার ছাপ।

'চেষ্টা করো,' নরম কণ্ঠে তাকে বললো লেভিন। 'শুধু আমি মোকাবিলা করছি তোমার!'

লম্বা একটা দম ফেললো গানম্যান, আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, মাথা নাড়লো সে। 'না, থাক!' বলে পিছু হটতে শুরু করলো।

'গুলি করো ওকে!' চিৎকার করে উঠলো জন ল্যানজ, মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে আছে সে, 'ড্র করো, বেকুব কোথাকার! আমার হুকুম তামিল করার জন্যেই মাইনে দেয়া হয় তোমাকে—'

র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকালো রাইডার। 'চাকরি ছেড়ে দিলাম, জন,' বললো সে। 'এখানে আমার দিন শেষ—তোমারও!'

কথা শেষ করে রাস্তা বরাবর উল্টো হাঁটা শুরু করলো গানম্যান, লক্ষ করলো লেভিন, তার ওপর থেকে দৃষ্টি সরাতে পারলো না, বিশ্বাসই হচ্ছে না যে হার

স্বীকার করে নিয়েছে লোকটা। অন্য রাইডারদের সঙ্গে যোগ দিলো সে; লেভিন বুঝলো অত দূর থেকে তার পক্ষে গুলি চালানো সম্ভব হবে না; এইবার তাকালো জন ল্যানজের দিকে। ধীর পদক্ষেপে কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

'এখানেই মিটিয়ে ফেলতে চাও ব্যাপারটা?' জিজ্ঞেস করলো।

চোখ গরম করে লেভিনের দিকে তাকালো পরাজিত র‍্যাঞ্চার, পরক্ষণে কাঠিন্যের মুখোশ খসে পড়লো তার চেহারা থেকে।

'হ্যাঁ,' বললো সে। কপালের ওপর জমে ওঠা ঘামের আস্তরণ মুছলো শার্টের হাতায়। 'জলদি ডাক্তারকে খবর দাও! কি দেবে না?' কণ্ঠের ঔদ্ধত্য উবে গেছে তার।

'শিগগির এসে যাবে ডাক্তার,' তাকে বললো মার্ক লেভিন। সাইডওঅকে দাঁড়ানো জাজ বেনজামিনদের ইশারায় ডাকলো। 'এসো, এখানেই মিটিয়ে ফেলা যাক সব ঝামেলা,' বললো ও।

স্পেড রাইডারদের দিকে এগিয়ে গেল ওরা একসঙ্গে। জেলখানার কাছাকাছি আসার পর লেভিন বললো, 'তোমরা অপেক্ষা করো বাইরে,' তারপর ঢুকে পড়লো ভেতরে।

জেলখানায় আটক রাইডারদের নিয়ে খানিক পরেই বেরিয়ে এলো আবার। ওদের অস্ত্রগুলো ফিরিয়ে দিলো। ওরা অন্য রাইডারদের সঙ্গে যোগ না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো লেভিন, তারপর বেপরোয়া ভঙ্গিতে তাদের মুখোমুখি দাঁড়ালো।

'ল-লেসে স্পেডের রাজত্ব শেষ,' সোজাসাপ্টা বললো ও। 'তবে তোমরা ইচ্ছা করলে যে কোনো সময় আসতে পারবে এখানে, কেউ মানা করবে না—অন্তত যতক্ষণ ভদ্রলোকের মতো আচরণ করছো ততক্ষণ আমাদের তরফ থেকে কোনো রকম বাজে ব্যবহার পাবে না। কিন্তু উল্টোটা হলেই মুশকিলে পড়ে যাবে—জেলের ভাত খেতে হবে! তোমাদের মধ্যে কারো এই ব্যবস্থা ভালো না লাগলে, চলে যাবার এটাই উপযুক্ত সময়—দেরি না করলেই মঙ্গল।'

'আমার ভালো লাগছে না,' হাব—মানা—গানম্যান বললো কথাটা। 'বিরক্তি ধরে গেছে আমার! এখান থেকে আমি ভাগছি!'

স্যাডলে চেপে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিলো সে, আস্তে আস্তে শহর থেকে বেরিয়ে গেল।

আরো দুজন তার অনুগামী হলো।

'আর কেউ?' জিজ্ঞেস করলো লেভিন। 'আমি আরো একবার এবং শেষ বারের মতো বলছি, শহরে এসে এখানকার আইনের কথা যদি ভুলে যাও, মাফ পাবে না, সঙ্গে সঙ্গে চোদ্দ শিকে ঢুকিয়ে দেয়া হবে! জন ল্যানজের সাধ্য নেই তোমাদের রক্ষা করে! তার দিন শেষ। আমার কথাগুলো সবার কানে গেছে, আশা করি!'

'একদম পরিষ্কার, মার্শাল!' জবাব দিলো হ্যাংক জনসন। 'কথা দিচ্ছি, আমরা আর কখনো এখানে ঝামেলা করবো না!'

'বেশ,' বললো মার্ক লেভিন। 'নাও, এবার তোমাদের বসের চিকিৎসার

ব্যবস্থা করো, ডাক্তার দেখাতে হবে ওকে। লাশটাও সরিয়ে নাও রাস্তা থেকে, জলদি!'

কথা শেষ করে ঘুরে দাঁড়ালো লেভিন, জেলখানায় গিয়ে ঢুকলো। এখনো উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে সারা শরীর। ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে বুঝলো চলে যাচ্ছে স্পেড রাইডাররা। ডেস্কের কাছে এসে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো ও। কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে গেল, তখনও একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে মার্ক লেভিন, আস্তে আস্তে কামরায় ঢুকতে শুরু করলো শহরের লোকজন। সবার মুখে হাসি।

প্রায় নির্লিপ্ত ঢঙে শহরবাসীদের অভিনন্দন গ্রহণ করলো মার্ক লেভিন—ল-লেস শহরের বিজয়ী মার্শাল। কয়েক মিনিট আগেও এরা কেউ ওর সঙ্গে কথা বলার সাহস পায়নি; অথচ এখন, কি আশ্চর্য, ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেছে সবাই, ওর কাছাকাছি আসার প্রতিযোগিতা লেগে গেছে যেন। ওদের অবশ্য খুব একটা দোষ দেয়া যায় না, ভাবলো লেভিন। র‍্যাঞ্চার জন ল্যানজ এতদিন এশহরের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলো, তাকে এরা যমের মতো ভয় পেতো। আগেও, অন্যত্র একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ভিন্ন কোথাও পুনরাবৃত্তি ঘটবে একই পরিস্থিতির। এটাই স্বাভাবিক।

জেমস কার্টার, অ্যারন স্টর্ম আর জাজ বেনজামিনও অভিনন্দন জানাতে এলো। লোকজন জেমস কার্টারকে ঘিরে ধরছে দেখে সেদিকে তাকালো লেভিন। এরপর আর গির্জায় লোকের অভাব হবে না পাদ্রীর, ভাবলো ও।

'মার্শাল,' ভিড় ঠেলে অচেনা এক লোক লেভিনের পাশে এসে দাঁড়ালো। 'ডাচ স্মিট আর প্যাট ওয়াটস বেঁচে আছে—সুস্থই আছে ওরা।

ওদের জন্যে আর চিন্তা করো না। কাল সারারাত র‍্যাঞ্চে নিয়ে ওদের আটকে রেখেছিলো ল্যানজ। সকালে ছেড়ে দিয়েছে, পায়ে হেঁটে ফিরে আসতে হয়েছে দুজনকে, একেবারে কাহিল হয়ে গেছে। ল্যানজ অবশ্য ওদের গায়ে হাত তোলেনি, স্রেফ আটকে রেখেছিলো।'

আগন্তুককে ধন্যবাদ জানালো মার্ক লেভিন। ওয়াটসরা অক্ষত আছে জানতে পেরে স্বস্তি বোধ করছে ও। ওদের আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলো। ভিড়ের মধ্যে একটা চেনা চেহারা খুঁজে ফিরছে ওর দুচোখ, এতক্ষণ হয়ে গেল, একবারের জন্যেও তার দেখা পাওয়া যায়নি।

জেরি হ্যানসেনকে খুঁজছে ও।

আসেনি সে।

'মার্শাল,' ওর চিন্তায় ছেদ টানলো জাজ বেনজামিন। 'তোমার ইচ্ছার কথা সবাইকে জানিয়েছি, মানে চলে যাবার কথাটা। এখনো কি আগের সিদ্ধান্তেই অটল রয়েছো তুমি?' প্রশ্ন করলো সে।

'এভাবে তোমাকে আমরা যেতে দেবো না, মার্শাল!' লেভিন মুখ খোলার আগেই জোর গলায় বলে উঠলো একজন। 'একটু আগে তুমি শত্রুমুক্ত করেছো আমাদের শহরটাকে—দমন করেছো স্পেডকে, এখন চলে যাবো বললেই আমরা মেনে নেবো কেন!'

'লজ্জাকর ব্যাপার হবে সেটা!' বললো আরেকজন।

কড়া কথা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলো লেভিন। শেষে বললো, 'কাজটা নেয়ার মতো লোক নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে এখানে। আমি আসলে টেরিটোরির পুবদিকে একটা র‍্যাঞ্চ কেনার পরিকল্পনা করেছিলাম, সেখানেই ফিরে যাবো। তাছাড়া, এখানে তো আমার আর থাকার দরকার নেই।'

এ'কদিন র‍্যাঞ্চ নিয়ে ভাববার ফুরসতই পায়নি ও, বলতে গেলে ভুলে গিয়েছিলো প্রায়। অবশ্য র‍্যাঞ্চ কেনার জন্যে প্রয়োজনীয় টাকা সংগ্রহ করাই

বাকি রয়ে গেছে এখনো!

'গরু পোষার জন্যে তোমার জন্ম হয়নি, মার্ক,' বললো জাজ বেনজামিন। 'এটাই তোমার উপযুক্ত কাজ। আমি সবার পক্ষ থেকে অনুরোধ করছি, থেকে যাও।'

জনাকীর্ণ কামরায় কোনোমতে ঢুকলো ব্যাংকার অ্যারন স্টর্ম, ঠেলাঠেলি করে লেভিনের কাছে এলো।

'তোমার জন্যে একটা খবর নিয়ে এলাম,' মুচকি হেসে বললো সে। 'জেরি তোমাকে বলতে বলেছে, নিরিবিলি কোথাও তোমাকে শুভেচ্ছা জানাতে চায় ও। এখন ক্যাফেতে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

হাসি ফুটে উঠলো মার্ক লেভিনের মুখে, এতক্ষণে বুঝতে পারলো জেরিকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলো তার চোখ। নিজের অজান্তেই মেয়েটার কাছ থেকে একটা কিছু শুনতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে সে।

কিচ্ছু না বলে দরজার দিকে পা বাড়ালো লেভিন। বেনজামিনের পাশে থামলো একবার।

'মার্শালের চাকরির ব্যাপারে আবার একটু ভাবতে হবে,' বললো ও। 'সব কিছু যদি ঠিকঠাক মতো চলে এখানে থাকতে আপত্তি করবো না আমি। তাছাড়া, র‍্যাঞ্চিং শুরু করার সময় তো ফুরিয়ে যায়নি এখনো, আগে টাকা জোগাড় করতে হবে, তারপর!'

ওর কথায় হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠলো জাজ বেনজামিনের চেহারা।

চিৎকার করে মার্শালের নতুন সিদ্ধান্ত সবাইকে জানালো সে।

মৃদু হেসে রাস্তায় বেরিয়ে এলো মার্ক লেভিন।

ক্যাফের দিকে তাকালো, ওখানে অপেক্ষা করছে জেরি।

এগোলো সেদিকে।

***